ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

নারদ ও রাজা প্রাচীনবর্হির কথোপকথন

শ্লোক ১

প্রাচীনবর্হিরুবাচ

ভগবংস্তে বচোঽস্মাভির্ন সম্যগবগম্যতে ।
কবয়স্তদ্বিজানন্তি ন বয়ং কর্মমোহিতাঃ ॥ ১ ॥

প্রাচীনবর্হিঃ উবাচ—মহারাজ প্রাচীনবর্হি বললেন; **ভগবন্**—হে প্রভো; **তে**—আপনার; **বচঃ**—বাণী ; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **ন**—কখনই না; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **অবগম্যতে**—বোঝা যায়; **কবয়ঃ**—অত্যন্ত পারদর্শী; **তৎ**—তা; **বিজানন্তি**—বুঝতে পারেন; **ন**—কখনই না; **বয়ম্**—আমরা; **কর্ম**—সকাম কর্মের দ্বারা; **মোহিতাঃ**—বিমোহিত।

অনুবাদ

মহারাজ প্রাচীনবর্হি বললেন—হে প্রভু! রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনীর তাৎপর্য আমরা পূর্ণরূপে বুঝতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা বুঝতে পারেন, কিন্তু সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত আমাদের মতো মানুষদের পক্ষে আপনার এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

'জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ) মোহিত হয়ে সমগ্র জগৎ গুণাতীত এবং পরম অব্যয় আমাকে জানে না।" মানুষ সাধারণত

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হয়, এবং তাই তারা বুঝতে পারে না যে, জড় জগতের সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সাধারণত মানুষ যখন পাপকর্মে অথবা পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান তাদের থাকে না। নারদ মুনি রাজা বর্হিষ্মানের কাছে যে-রূপক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। রূপকছলে বর্ণিত এই কাহিনীটি ভগবদ্ভক্তের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু যারা ভগবদ্ভক্তির পরিবর্তে ইন্দ্রিয়-সুখভোগে লিপ্ত, তারা তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই কথা রাজা বর্হিষ্মান স্বীকার করেছেন।

এই ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তির ফলে, মানুষ পরবর্তী জন্মে স্ত্রীশরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাঁরা ভগবান অথবা ভগবানের প্রতিনিধির সঙ্গ করেন, তাঁরা সমস্ত জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২

নারদ উবাচ

পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাদ্‌যদ্ ব্যনক্ত্যাত্মনঃ পুরম্ ।
একদ্বিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকম্ ॥ ২ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **পুরুষম্**—জীব, ভোক্তা; **পুরঞ্জনম্**—রাজা পুরঞ্জন; **বিদ্যাৎ**—জানা উচিত; **যৎ**—যেহেতু; **ব্যনক্তি**—তৈরি করে; **আত্মনঃ**—নিজের; **পুরম্**—বাসস্থান; **এক**—এক; **দ্বি**—দুই; **ত্রি**—তিন; **চতুঃ পাদম্**—চতুষ্পদ-বিশিষ্ট; **বহু-পাদম্**—বহু পদসমন্বিত; **অপাদকম্**—পদশূন্য।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—পুরঞ্জনকে জীব বলে জানবেন। সে তার কর্ম অনুসারে এক পদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহু পদ অথবা পদহীন বিভিন্ন শরীরে দেহান্তরিত হয়। এই সমস্ত শরীরে দেহান্তরিত হয় বলে জীব তথাকথিত ভোক্তারূপে পুরঞ্জন নামে পরিচিত হয়।

তাৎপর্য

জীবাত্মা কিভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, তা এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে *একপাদ* শব্দটি ভূতদের ইঙ্গিত করেছে,

কারণ কথিত হয় যে, ভূতেরা এক পায়ে চলে। *দ্বিপাদ* শব্দটি মানুষদের বোঝায়। মানুষ যখন বৃদ্ধ বা অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাকে *ত্রিপাদ* বলা হয়, কারণ তিনি একটি যষ্টির সাহায্যে অথবা ছড়ির সাহায্যে চলেন। *চতুষ্পাদ* শব্দটি পশুদের বোঝায়। যে-সমস্ত প্রাণীর চারটির অধিক পা রয়েছে, তাদের বলা হয় *বহুপাদ।* বহু কীট-পতঙ্গ বা জলচর প্রাণী রয়েছে যাদের অনেকগুলি পা। *অপাদক* বলতে সাপদের বোঝায়। পুরঞ্জন নামটি তাকে বোঝায়, যে বিভিন্ন প্রকার শরীর ভোগ করতে চায়।

শ্লোক ৩

যোঽবিজ্ঞাতাঽহৃতস্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বরঃ ।
যন্ন বিজ্ঞায়তে পুম্ভির্নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ ॥ ৩ ॥

যঃ—যে; **অবিজ্ঞাত**—অজ্ঞাত; **আহৃতঃ**—বর্ণিত; **তস্য**—তার; **পুরুষস্য**—জীবের; **সখা**—চিরকালের বন্ধু; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **যৎ**—যেহেতু; **ন**—কখনই না; **বিজ্ঞায়তে**—জানা যায়; **পুম্ভিঃ**—জীবদের দ্বারা; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **বা**—অথবা; **ক্রিয়া-গুণৈঃ**—কর্ম অথবা গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

অবিজ্ঞাত বলে আমি যাঁকে বর্ণনা করেছি, তিনি হচ্ছেন জীবের নিত্য সুহৃৎ এবং প্রভু। জীব যেহেতু জড় নাম, কার্যকলাপ অথবা গুণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই ভগবান বদ্ধ জীবের কাছে চিরকাল অবিজ্ঞাত থাকেন।

তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান বদ্ধ-জীবের কাছে অজ্ঞাত, তাই বৈদিক শাস্ত্রে তাঁকে কখনও কখনও *নিরাকার, অবিজ্ঞাত* অথবা *অবাঙ্মনসগোচর* বলে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রূপ, নাম, গুণ, লীলা, পরিকর ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। অবশ্য, পারমার্থিক উন্নতি হলে, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, নাম, গুণ, লীলা ও পরিকর বুঝতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায়। পাপ এবং পুণ্য কর্মে লিপ্ত সাধারণ মানুষেরা ভগবানের রূপ, নাম, লীলা ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে

না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা নানাভাবে ভগবানকে জানতে পারেন। তাঁরা জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের ঠিকানা হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সর্বতোভাবে চিন্ময়। যেহেতু বিষয়াসক্ত মানুষেরা ভগবানের রূপ এবং লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাই শাস্ত্রে তাঁকে নিরাকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের কোন রূপ নেই। পক্ষান্তরে তার অর্থ হচ্ছে যে, বিষয়াসক্ত কর্মীরা তাঁকে জানতে পারে না। *ব্রহ্মসংহিতায়* সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে তাঁর রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। *পদ্মপুরাণেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"কেউই তার জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তের প্রেমময়ী সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।"

যেহেতু ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাই তাঁকে বলা হয় অধোক্ষজ, অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত'। ভগবদ্ভক্তি বা ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন ভগবানের কৃপায় ভক্ত ভগবান সম্বন্ধে সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই শ্লোকে *পুম্ভির্নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ* বাক্যাংশটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু নাম, লীলা এবং গুণাবলী রয়েছে, যদিও সেগুলির কোনটিই জড় নয়। তাঁর এই সমস্ত নাম, কার্যকলাপ এবং লীলা যদিও শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং ভক্তেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তবুও কর্মীরা তা বুঝতে পারে না। এমন কি জ্ঞানীরা তা বুঝতে পারে না। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর যদিও হাজার-হাজার নাম রয়েছে, তবুও কর্মী ও জ্ঞানীরা ভগবানের সেই সমস্ত নামকে দেব-দেবীদের নামের সঙ্গে এবং মানুষদের নামের সঙ্গে একাকার করে ফেলে। যেহেতু তারা ভগবানের বাস্তবিক নাম বুঝতে পারে না, তাই তারা মনে করে যে, যে-কোন নামকেই ভগবানের নাম বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তারা মনে করে যে, যেহেতু পরম সত্য হচ্ছেন নিরাকার, তাই তারা তাঁকে যে-কোন নামে ডাকতে পারে। আর তা না হলে, তারা মনে করে যে, তাঁর কোন নামই নেই। সেটি তাদের মস্ত বড় ভুল। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*নামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ।* রাম, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ, বিষ্ণু, অধোক্ষজ ইত্যাদি ভগবানের বিশেষ নাম রয়েছে। বাস্তবিকই ভগবানের বহু নাম রয়েছে, কিন্তু বদ্ধ জীবেরা তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৪

যদা জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ কার্ৎস্ন্যেন প্রকৃতের্গুণান্ ।
নবদ্বারং দ্বিহস্তাঙ্ঘ্রি তত্রামনুত সাধ্বিতি ॥ ৪ ॥

যদা—যখন; **জিঘৃক্ষন্**—উপভোগ করার বাসনায়; **পুরুষঃ**—জীব; **কার্ৎস্ন্যেন**—পূর্ণরূপে; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণান্**—গুণ; **নব-দ্বারম্**—নয়টি দ্বারসমন্বিত; **দ্বি**—দুই; **হস্ত**—হাত; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **তত্র**—সেখানে; **অমনুত**—তিনি চিন্তা করেছিলেন; **সাধু**—অতি উত্তম; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

জীব যখন পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ভোগ করতে চায়, তখন সে বহু শরীরের মধ্যে সেই শরীরটি প্রাপ্ত হতে চায়, যাতে নয়টি দ্বার, দুটি হাত এবং দুটি পা রয়েছে। এইভাবে সে মানুষ অথবা দেবতা হতে চায়।

তাৎপর্য

এখানে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ চিন্ময় জীব কিভাবে তার বাসনা অনুসারে জড় দেহ ধারণ করে। দুহাত, দু'পা ইত্যাদি গ্রহণ করে জীব সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির গুণগুলিকে ভোগ করে। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৭) বলেছেন—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

"হে ভারত (অর্জুন), হে পরন্তপ! ইচ্ছা এবং দ্বেষের দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমস্ত জীব মোহের অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করে।"

মূলত জীব চিন্ময়, কিন্তু সে যখন জড় জগৎকে উপভোগ করতে চায়, তখন সে অধঃপতিত হয়। এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জীব প্রথমে মনুষ্য-শরীর ধারণ করে, এবং তারপর তার জঘন্য কার্যকলাপের ফলে সে ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে, নিম্নতর জীবদেহরূপে পশু, বৃক্ষ, জলচর ইত্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। ক্রম-বিবর্তনের ফলে জীব পুনরায় মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে সংসারচক্র থেকে উদ্ধার লাভের একটি সুযোগ পায়। কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে যদি তার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, তা হলে তাকে পুনরায় বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

জীবের জড় জগতে আসার বাসনা হৃদয়ঙ্গম করা খুব একটা কঠিন নয়। কেউ হয়তো আর্য পরিবারে জন্ম গ্রহণ করতে পারে, যেখানে আমিষাহার, আসবপান, দ্যূতক্রীড়া এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ, তবুও মানুষ এই সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু ভোগ করতে চাইতে পারে। সব সময় কেউ না কেউ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করার জন্য বেশ্যালয়ে যেতে চায় অথবা মাংস আহার এবং সুরাপান করার জন্য হোটেলে যেতে চায়, কিংবা জুয়া খেলার জন্য নাইট ক্লাবে যেতে চায়। জীবের হৃদয়ে এই সমস্ত প্রবণতাগুলি রয়েছে, কিন্তু কোন কোন জীব এই সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে চায়। আর যারা এই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত, তারা অধঃ পতিত হয়। জীব যতই পতিত জীবনের অভিলাষ করে, ততই সে কুৎসিত রূপ ধারণ করে। এটিই হচ্ছে জন্মান্তর এবং বিবর্তনের পন্থা। পশুদের মধ্যে কোন বিশেষ প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল থাকে, কিন্তু মানুষ সব কটি ইন্দ্রিয় উপভোগ করতে পারে। মানুষের মধ্যে সুখভোগের জন্য সব কটি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। যথাযথভাবে শিক্ষালাভ না করলে, মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের স্বীকার হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবে মোহিত হয়ে, জীব নিজেকে সমস্ত কর্মের কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সম্পন্ন হয় প্রকৃতির দ্বারা।" জীব যখনই তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের বাসনা করে, তৎক্ষণাৎ সে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং জন্মমৃত্যুর চক্রে পতিত হয়।

শ্লোক ৫

বুদ্ধিং তু প্রমদাং বিদ্যান্মমাহমিতি যৎকৃতম্ ।
যামধিষ্ঠায় দেহেঽস্মিন্ পুমান্ ভুঙ্‌ক্তেঽক্ষভির্গুণান্ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিম্—বুদ্ধি; **তু**—তখন; **প্রমদাম্**—তরুণী (পুরঞ্জনী); **বিদ্যাৎ**—জানা উচিত; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ-কৃতম্**—বুদ্ধির দ্বারা কৃত; **যাম্**—যে বুদ্ধি; **অধিষ্ঠায়**—শরণ গ্রহণ করে; **দেহে**—শরীরে; **অস্মিন্**—এই; **পুমান্**—জীব; **ভুঙ্‌ক্তে**—সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে; **অক্ষভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণ।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত প্রমদা শব্দটি জড়-বুদ্ধি বা অবিদ্যাকে বোঝায়। বুঝতে হবে যে, কেউ যখন এই বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। "আমি" এবং "আমার" এই জড় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে শুরু করে। এইভাবে জীব বদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

জড় অস্তিত্বের তথাকথিত বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা। বুদ্ধি যখন নির্মল হয়, তখন তাকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বুদ্ধি যখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার অধীন হয়, তখন তাকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগ। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং প্রীতিসহকারে আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে আসতে পারে।"

প্রকৃত বুদ্ধি হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তা যখন হয়, তখন অন্তর থেকে ভগবান প্রকৃত বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা জীব তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এই শ্লোকে জড়-জাগতিক বুদ্ধিকে *প্রমদা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ জড়-জগতে জীব সবকিছুর উপর প্রভুত্ব করার মিথ্যা অভিমান করে। সে মনে করে, "আমি হচ্ছি সারা জগতের একচ্ছত্র সম্রাট।" এটিই হচ্ছে অবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে, কোন কিছুই তার নয়। এমন কি তার দেহ এবং তার ইন্দ্রিয়গুলিও তার নয়, কারণ সেগুলি তার বিভিন্ন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কৃপা করে ভগবান জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে তাকে দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই জীবের নয়, কিন্তু জীব "এগুলি আমার। এগুলি আমার। এগুলি আমার" বলে পাগলের মতো সব কিছু দাবি করে। *জনস্য মোহহয়ম্ অহং মমেতি।* এটিই হচ্ছে মোহ। কোন কিছুই জীবের নয়, কিন্তু সে দাবি করে যে, সব কিছু তার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, এই ভ্রান্ত বুদ্ধি যেন নির্মল করা হয় (*চেতো-দর্পণ-মার্জনম্*)। চিত্তরূপ দর্পণ যখন পরিষ্কার করা হয়, তখন জীবের প্রকৃত কার্যকলাপ শুরু হয়। অর্থাৎ কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসে,

তখন তার প্রকৃত বুদ্ধি ক্রিয়া করে। তখন সে বুঝতে পারে যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের এবং কোন কিছুই তার নয়। যতক্ষণ সে মনে করে যে, সব কিছুই তার, ততক্ষণ সে জড় চেতনায় থাকে, এবং যখন সে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের, তখন সে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৬

সখায় ইন্দ্রিয়গণা জ্ঞানং কর্ম চ যৎকৃতম্ ।
সখ্যস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তির্যথোরগঃ ॥ ৬ ॥

সখায়ঃ—সখা; **ইন্দ্রিয়-গণাঃ**—ইন্দ্রিয় সমূহ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—ও; **যৎ-কৃতম্**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত; **সখ্যঃ**—সখী; **তৎ**—ইন্দ্রিয়ের; **বৃত্তয়ঃ**—বৃত্তি; **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু; **পঞ্চ-বৃত্তিঃ**—পাঁচটি বৃত্তি সমন্বিত; **যথা**—যেমন; **উরগঃ**—সর্প।

অনুবাদ

পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পুরঞ্জনীর সখা। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি হচ্ছে তার সখী, এবং যে পঞ্চশিরা সর্পের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে পঞ্চবৃত্তিশালী প্রাণবায়ু।

তাৎপর্য

কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ (*প্রেমবিবর্ত*)

জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনার ফলে, জীব সূক্ষ্ম এবং স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে তাকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সুযোগ দেওয়া হয়। তাই ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে জড় জগৎকে ভোগ করার যন্ত্র; সেই জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে এখানে সখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও অত্যধিক পাপকর্ম করার ফলে জীব স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয় না, তাই তাকে সূক্ষ্ম স্তরে বিচরণ করতে হয়। তাদের বলা হয় প্রেতাত্মা। স্থূল শরীর না পাওয়ার ফলে, তারা তাদের সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে নানা রকম উৎপাত করে। তাই স্থূল শরীরবিশিষ্ট মানুষদের কাছে ভূতপ্রেতের উপস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১০) উল্লেখ করা হয়েছে—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥

"মূর্খ মানুষেরা বুঝতে পারে না জীব কিভাবে দেহত্যাগ করে এবং জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে তারা যে কি রকম শরীর উপভোগ করে, তাও তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু যাঁদের জ্ঞানচক্ষু রয়েছে, তাঁরা এই সব কিছুই দর্শন করতে পারেন।"

জীব প্রাণবায়ুতে লীন হয়ে আছে, যা সঞ্চালনের জন্য বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। সেই পঞ্চ বায়ু হচ্ছে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান, এবং যেহেতু প্রাণবায়ু এই পাঁচভাবে ক্রিয়া করে, তাই পঞ্চশিরা সর্পের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। আত্মা কুণ্ডলিনীচক্র দিয়ে সাপের মতো বক্র-গতিতে গমন করে। প্রাণবায়ুকে উরগ বা সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। *পঞ্চবৃত্তি* হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করার বাসনা। ইন্দ্রিয়ের সেই বিষয়গুলি হচ্ছে—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ এবং স্পর্শ।

শ্লোক ৭

বৃহদ্বলং মনো বিদ্যাদুভয়েন্দ্রিয়নায়কম্ ।
পঞ্চালাঃ পঞ্চ বিষয়া যন্মধ্যে নবখং পুরম্ ॥ ৭ ॥

বৃহৎ-বলম্—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মনঃ**—মন; **বিদ্যাৎ**—জানা উচিত; **উভয়-ইন্দ্রিয়**—উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়; **নায়কম্**—অধিপতি; **পঞ্চালাঃ**—পঞ্চাল রাজ্য; **পঞ্চ**—পাঁচ; **বিষয়াঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **যৎ**—যার; **মধ্যে**—ভিতরে; **নব-খম্**—নয়টি ছিদ্র সমন্বিত; **পুরম্**—নগরী।

অনুবাদ

একাদশতম সেবক হচ্ছে অন্যদের অধিপতি মন। এই মন কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েরই অধিপতি। পঞ্চালরাজ্য হচ্ছে সেই পরিবেশ, যেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করা হয়। এই পঞ্চালরাজ্যের ভিতরে রয়েছে নবদ্বার সমন্বিত এই দেহরূপ নগরী।

তাৎপর্য

মন সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র, এবং তাই তাকে এখানে *বৃহদ্বল* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, মানুষকে মনের সংযম করতে হয়।

শিক্ষা অনুসারে মন জীবের বন্ধু হতে পারে আবার শত্রুও হতে পারে। কেউ যদি একজন ভাল কার্যাধ্যক্ষ পায়, তা হলে তার ব্যবসা খুব ভালভাবে চলে, কিন্তু কার্যাধ্যক্ষ যদি চোর হয়, তা হলে তার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। তেমনই, এই জড় জগতে বদ্ধ জীব তার মনকে আমমোক্তারনামা (power of attorney) দিয়েছে। তার ফলে তার মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ তাই প্রথমে তাঁর মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিযুক্ত করেছেন। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ।* মন যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় *যম,* যার অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়-দমন'। যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারেন, তাঁকে বলা হয় *গোস্বামী,* কিন্তু যে তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাকে বলা হয় *গোদাস।* মন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ পরিচালনা করে, যা বিভিন্ন ছিদ্রের দ্বারা ব্যক্ত হয়। তার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৮

অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ মুখং শিশ্নগুদাবিতি ।
দ্বে দ্বে দ্বারৌ বহির্যাতি যস্তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ ॥ ৮ ॥

অক্ষিণী—দুটি চক্ষু; **নাসিকে**—দুটি নাসারন্ধ্র; **কর্ণৌ**—দুটি কর্ণ; **মুখম্**—মুখ; **শিশ্ন**—উপস্থ; **গুদৌ**—মলদ্বার; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বে**—দুটি; **দ্বে**—দুটি; **দ্বারৌ**—দ্বার; **বহিঃ**—বাইরে; **যাতি**—যায়; **যঃ**—যে; **তৎ**—দ্বারগুলি দিয়ে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **সংযুতঃ**—সঙ্গে।

অনুবাদ

চক্ষু, নাসিকা এবং কর্ণ—এই দ্বারগুলি দুটি দুটি করে একস্থানে অবস্থিত। মুখ, উপস্থ এবং পায়ুও হচ্ছে বিভিন্ন দ্বার। এই নবদ্বার সমন্বিত শরীরে স্থিত হয়ে, জীব এই জড় জগতে বহির্মুখী কার্য করে এবং রূপ, রস আদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে।

তাৎপর্য

জীব তার চিন্ময় স্থিতি বিস্মৃত হয়ে মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, জড় বিষয় ভোগ করার জন্য এই নয়টি দ্বার দিয়ে বহির্মুখী হয়। দীর্ঘকাল জড় বিষয়ের সঙ্গ করার

ফলে, সে তার প্রকৃত চিন্ময় কর্তব্যের কথা ভুলে যায় এবং এইভাবে বিভ্রান্ত হয়। সারা পৃথিবী আজ বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের মতো তথাকথিত নেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে, যাদের আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। তার ফলে বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের বন্ধনে আরও গভীরভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

শ্লোক ৯

অক্ষিণী নাসিকে আস্যমিতি পঞ্চপুরঃ কৃতাঃ ।
দক্ষিণা দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরা চোত্তরঃ স্মৃতঃ ।
পশ্চিমে ইত্যধোদ্বারৌ গুদং শিশ্নমিহোচ্যতে ॥ ৯ ॥

অক্ষিণী—দুটি চক্ষু; **নাসিকে**—দুটি নাসিকা; **আস্যম্**—মুখ; **ইতি**—এইভাবে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **পুরঃ**—সম্মুখে; **কৃতাঃ**—নির্মিত; **দক্ষিণা**—দক্ষিণ দ্বার; **দক্ষিণঃ**—দক্ষিণ; **কর্ণঃ**—কান; **উত্তরা**—উত্তর দিকস্থ দ্বার; **চ**—ও; **উত্তরঃ**—বাম কর্ণ; **স্মৃতঃ**—বলা হয়; **পশ্চিমে**—পশ্চিম দিকে; **ইতি**—এইভাবে; **অধঃ**—নিম্নদিকে; **দ্বারৌ**—দুটি দ্বার; **গুদম্**—পায়ু; **শিশ্নম্**—উপস্থ; **ইহ**—এখানে; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

দুটি চক্ষু, দুটি নাসারন্ধ্র এবং একটি মুখ, এই পাঁচটি দ্বার সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। দক্ষিণ কর্ণকে দক্ষিণ দিকস্থ দ্বার বলে মনে করা হয়, বাম কর্ণকে উত্তর দিকস্থ দ্বার বলা হয়। পশ্চিম দিকস্থ দুটি দ্বার হচ্ছে পায়ু এবং উপস্থ।

তাৎপর্য

সমস্ত দিকের মধ্যে পূর্বদিককে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়, তার মুখ্য কারণ হচ্ছে যে, পূর্বদিকে সূর্যোদয় হয়। তাই শরীরের পূর্বদিকস্থ দ্বারগুলি—চক্ষু, নাসিকা এবং মুখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ১০

খদ্যোতাবির্মুখী চাত্র নেত্রে একত্র নির্মিতে ।
রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচষ্টে চক্ষুষেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

খদ্যোতা—খদ্যোতা নামক; **আবির্মুখী**—আবির্মুখী নামক; **চ**—ও; **অত্র**—এখানে; **নেত্রে**—দুটি চক্ষু; **একত্র**—এক স্থানে; **নির্মিতে**—নির্মিত; **রূপম্**—রূপ;

বিভ্রাজিতম্—বিভ্রাজিত (উজ্জ্বল); **তাভ্যাম্**—চক্ষুর দ্বারা; **বিচষ্টে**—উপলব্ধি করে; **চক্ষুষা**—দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

খদ্যোতা এবং আবির্মুখী নামক যে দুটি দ্বারের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে শরীরের এক স্থানে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি চক্ষু। বিভ্রাজিত নামক যে জনপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে রূপ বলে জানবে। এইভাবে চক্ষু দুটি সর্বদা বিভিন্ন প্রকার রূপ দর্শনে মগ্ন।

তাৎপর্য

চক্ষু দুটি আলোক ইত্যাদি উজ্জ্বল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, পতঙ্গ আগুনের ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাতে প্রবেশ করে। তেমনই, জীবের চক্ষু দুটি উজ্জ্বল এবং সুন্দর রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, মানুষও তেমন রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১১

নলিনী নালিনী নাসে গন্ধঃ সৌরভ উচ্যতে ।
ঘ্রাণোঽবধূতো মুখ্যাস্যং বিপণো বাগ্রসবিদ্রসঃ ॥ ১১ ॥

নলিনী—নলিনী নামক; **নালিনী**—নালিনী নামক; **নাসে**—দুটি নাসারন্ধ্র; **গন্ধঃ**—সুগন্ধ; **সৌরভঃ**—সৌরভ; **উচ্যতে**—বলা হয়; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **অবধূতঃ**—অবধূত নামক; **মুখ্যা**—মুখ্যা নামক; **আস্যম্**—মুখ; **বিপণঃ**—বিপণ নামক; **বাক্**—বাণী; **রস-বিৎ**—রসজ্ঞ; **রসঃ**—রসনেন্দ্রিয়।

অনুবাদ

নলিনী এবং নালিনী নামক যে দুটি দ্বারের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে দুটি নাসারন্ধ্র। সৌরভদেশ বলে যার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে গন্ধ। অবধূত নামে তার যে সঙ্গীর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। মুখ্যা নামক যে দ্বারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে মুখ এবং বিপণ হচ্ছে বাগিন্দ্রিয়। রসজ্ঞ হচ্ছে রসনেন্দ্রিয়।

তাৎপর্য

অবধূত শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বতোভাবে মুক্ত'। কেউ যখন অবধূত স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি সমস্ত বিধিবিধানের অতীত হন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছামতো আচরণ করতে পারেন। এই অবধূত অবস্থা ঠিক বায়ুর মতো, যা কোন রকম প্রতিবন্ধকের দ্বারা প্রতিহত হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৩৪) বলা হয়েছে—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

"মন অত্যন্ত চঞ্চল, দুর্দান্ত, দুর্দম এবং অত্যন্ত বলবান, হে কৃষ্ণ! আমার মনে হয় যে, এই মনকে বশ করা বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার থেকেও কঠিন।"

ঠিক যেমন বায়ুকে কেউই রোধ করতে পারে না, তেমনই একত্রে অবস্থিত দুটি নাসারন্ধ্রও অপ্রতিহতভাবে সৌরভ উপভোগ করে। জিহ্বার উপস্থিতির ফলে, মুখ সব রকম খাদ্যের স্বাদ নিরন্তর উপভোগ করে।

শ্লোক ১২

আপণো ব্যবহারোঽত্র চিত্রমন্ধো বহূদনম্ ।
পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥

আপণঃ—আপণ নামক; **ব্যবহারঃ**—জিহ্বার কার্য; **অত্র**—এখানে; **চিত্রম্**—সর্বপ্রকার; **অন্ধঃ**—খাদ্য; **বহূদনম্**—বহূদন নামক; **পিতৃ-হূঃ**—পিতৃহূ নামক; **দক্ষিণঃ**—দক্ষিণ; **কর্ণঃ**—কর্ণ; **উত্তরঃ**—বাম; **দেব-হূঃ**—দেবহূ; **স্মৃতঃ**—কথিত।

অনুবাদ

আপণ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাষণ, এবং বহূদন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য। দক্ষিণ কর্ণকে বলা হয় পিতৃহূ দ্বার, এবং বাম কর্ণকে বলা হয় দেবহূ দ্বার।

শ্লোক ১৩

প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ শাস্ত্রং পঞ্চালসংজ্ঞিতম্ ।
পিতৃযানং দেবযানং শ্রোত্রাচ্ছ্রুতধরাদ্ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥

প্রবৃত্তম্—ইন্দ্রিয় সুখভোগের পন্থা; **চ**—ও; **নিবৃত্তম্**—অনাসক্ত হওয়ার পন্থা; **চ**—ও; **শাস্ত্রম্**—শাস্ত্র; **পঞ্চাল**—পঞ্চাল; **সংজ্ঞিতম্**—নামে অভিহিত; **পিতৃ-যানম্**—পিতৃলোকে গমন করে; **দেব-যানম্**—দেবলোকে গমন করে; **শ্রোত্রাৎ**—শ্রবণ করার দ্বারা; **শ্রুত-ধরাৎ**—শ্রুতধর নামক সঙ্গীর দ্বারা; **ব্রজেৎ**—উন্নীত হতে পারে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—দক্ষিণ পঞ্চাল নামক যে নগরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা সকাম কর্মজনিত ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের কর্মকাণ্ডাত্মক প্রবৃত্তি মার্গের শাস্ত্রসমূহকে বুঝানো হয়েছে। উত্তর পঞ্চাল নামক অন্য নগরীটির দ্বারা নিবৃত্তি প্রতিপাদক জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রসমূহকে বোঝানো হয়েছে। জীব দুই কর্ণের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এবং কোন জীব পিতৃলোকে এবং কোন জীব দেবলোকে উন্নীত হয়। তা সম্ভব হয় দুটি কর্ণের দ্বারা।

তাৎপর্য

বেদকে বলা হয় *শ্রুতি,* এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে বলা হয় *শ্রুতধর। ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মানুষ কেবল শ্রবণের মাধ্যমে দেবলোক, পিতৃলোক, এমন কি বৈকুণ্ঠলোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

আসুরী মেঢ্রমর্বাগ্দ্বার্ব্যবায়ো গ্রামিণাং রতিঃ ।
উপস্থো দুর্মদঃ প্রোক্তো নির্ঋতির্গুদ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

আসুরী—আসুরী নামক; **মেঢ্রম্**—উপস্থ; **অর্বাক্**—মূর্খ এবং দুষ্টদের; **দ্বাঃ**—দ্বার; **ব্যবায়ঃ**—স্ত্রীসঙ্গ; **গ্রামিণাম্**—সাধারণ মানুষদের; **রতিঃ**—আসক্তি; **উপস্থঃ**—জননেন্দ্রিয়; **দুর্মদঃ**—দুর্মদ; **প্রোক্তঃ**—বলা হয়; **নির্ঋতিঃ**—নির্ঋতি; **গুদঃ**—পায়ু; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

আসুরী (মেঢ্র) নামক নিম্নবর্তী দ্বার দিয়ে গ্রামক নামক যে জনপদে গমন করা হয়, তা হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গজনিত সুখ, যা মূর্খ ও নীচ সাধারণ মানুষদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। জননেন্দ্রিয়কে বলা হয় দুর্মদ, এবং পায়ুকে বলা হয় নির্ঋতি।

তাৎপর্য

মানব-সমাজ যখন অধঃপতিত হয়, তখন সভ্যতা আসুরিক হয়ে যায়, এবং সাধারণ মানুষ উপস্থ ও পায়ুকে তাদের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করে। এমন কি বৃন্দাবনের মতো পবিত্র স্থানেও মূর্খ মানুষেরা পায়ু এবং উপস্থের ব্যবসাকে আধ্যাত্মিক কার্য বলে প্রচার করে। এই প্রকার মানুষদের বলা হয় সহজিয়া। তাদের মত হচ্ছে যে, মৈথুনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, মৈথুন সুখ কেবল *অর্বাক্* অর্থাৎ সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের জন্য। এই সমস্ত দুষ্কৃতকারী ও মূর্খদের সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন। এই শ্লোকগুলিতে সাধারণ মানুষের যৌন সুখভোগের বাসনার নিন্দা করা হয়েছে। *দুর্মদ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিপথগামী', এবং *নির্ঋতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পাপকর্ম'। এই শ্লোকে যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ মানুষের পরিপ্রেক্ষিতেও স্ত্রীসঙ্গ নিন্দনীয় এবং তা তাদের বিপথে পরিচালিত করে, তবুও সহজিয়ারা নিজেদেরকে পারমার্থিক কার্যকলাপে লিপ্ত ভগবদ্ভক্ত বলে প্রচার করতে চেষ্টা করে। তাই আজকাল আর বুদ্ধিমান মানুষেরা বৃন্দাবনে যায় না। অনেক সময় অনেকে আমাদের প্রশ্ন করে, কেন আমরা বৃন্দাবনে আমাদের কেন্দ্র স্থাপন করেছি। বাহ্যিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, এই সমস্ত সহজিয়াদের কার্যকলাপের ফলে বৃন্দাবন আজ অধঃপতিত হয়েছে, তবুও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, বৃন্দাবন হচ্ছে একমাত্র স্থান যেখানে এই সমস্ত পাপীরা কুকুর, শূকর এবং বানররূপে জন্মগ্রহণ করে তাদের বিকৃত মনোবৃত্তির সংশোধন করার সুযোগ লাভ করতে পারে। বৃন্দাবনে কুকুর, শূকর অথবা বানররূপে বাস করে জীব পরবর্তী জীবনে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ১৫

বৈশসং নরকং পায়ুর্লুব্ধকোঽন্ধৌ তু মে শৃণু ।
হস্তপাদৌ পুমাংস্তাভ্যাং যুক্তো যাতি করোতি চ ॥ ১৫ ॥

বৈশসম্—বৈশস নামক; **নরকম্**—নরক; **পায়ুঃ**—পায়ু নামক কর্মেন্দ্রিয়; **লুব্ধকঃ**—লুব্ধক নামক (অত্যন্ত লোভী); **অন্ধৌ**—অন্ধ; **তু**—তখন; **মে**—আমাকে; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **হস্ত-পাদৌ**—হস্ত এবং পদ; **পুমান্**—জীব; **তাভ্যাম্**—তাদের সঙ্গে; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **যাতি**—যায়; **করোতি**—করে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পুরঞ্জন বৈশস নামক স্থানে যেতেন বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি নরকে যেতেন। তাঁর সহচর লুব্ধক হচ্ছে পায়ু নামক কর্মেন্দ্রিয়। পূর্বে আমি দুজন অন্ধ সহচরের কথাও বলেছি। তারা হচ্ছে হাত এবং পা। হাত এবং পায়ের সাহায্যে জীব সব রকম কর্ম করে এবং ইতস্তত বিচরণ করে।

শ্লোক ১৬

অন্তঃপুরং চ হৃদয়ং বিষূচির্মন উচ্যতে ।
তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদ্‌গুণৈঃ ॥ ১৬ ॥

অন্তঃ-পুরম্—অন্তঃপুর; **চ**—এবং; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **বিষূচিঃ**—বিষূচীন নামক ভৃত্য; **মনঃ**—মন; **উচ্যতে**—বলা হয়; **তত্র**—সেখানে; **মোহম্**—মোহ; **প্রসাদম্**—সন্তোষ; **বা**—অথবা; **হর্ষম্**—হর্ষ; **প্রাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **তৎ**—মনের; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

অন্তঃপুর বলতে হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে। বিষূচীন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বত্রগামী', এবং তা এখানে মনকে বুঝাচ্ছে। জীব তার মনের মধ্যে প্রকৃতির গুণের প্রভাবসমূহ ভোগ করে। এই প্রভাবগুলি কখনও মোহ, কখনও সন্তোষ এবং কখনও হর্ষ উৎপাদন করে।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবের মন ও বুদ্ধি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং গুণের প্রভাবে মন ইতস্তত বিচরণ করে। সেই অনুসারে হৃদয় সন্তোষ, হর্ষ অথবা মোহ অনুভব করে। প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় জীব নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণগুলি তার মন ও হৃদয়ে কার্য করে, এবং তার ফলে জীব সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করে। সেই কথা স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীবাত্মা নিজেকে কর্তা বলে অভিমান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই সম্পাদিত হয় প্রকৃতির দ্বারা।"

শ্লোক ১৭

যথা যথা বিক্রিয়তে গুণাক্তো বিকরোতি বা ।
তথা তথোপদ্রষ্টাত্মা তদ্‌বৃত্তীরনুকার্যতে ॥ ১৭ ॥

যথা যথা—ঠিক যেভাবে; **বিক্রিয়তে**—বিক্ষুব্ধ হয়; **গুণ-অক্তঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণে লিপ্ত; **বিকরোতি**—যেভাবে তা করে; **বা**—অথবা; **তথা তথা**—তেমন, তদনুরূপ; **উপদ্রষ্টা**—দর্শক; **আত্মা**—আত্মা; **তৎ**—বুদ্ধির; **বৃত্তীঃ**—বৃত্তি; **অনুকার্যতে**—অনুকরণ করে।

অনুবাদ

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মহিষী হচ্ছেন বুদ্ধি। স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় থেকে বুদ্ধি বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কলুষিত বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব দর্শকরূপে বুদ্ধিরই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অনুকরণ করে।

তাৎপর্য

পুরঞ্জনের মহিষীকে এখানে বুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বপ্ন এবং জাগরণ উভয় অবস্থাতেই বুদ্ধি ক্রিয়া করে, কিন্তু তা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত। বুদ্ধি যেহেতু কলুষিত, তাই জীবও কলুষিত। বদ্ধ অবস্থায় জীব তার কলুষিত বুদ্ধি অনুসারে কার্য করে। যদিও সে কেবল দর্শক মাত্র, তবুও তার কলুষিত বুদ্ধির প্রভাবে সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে নিষ্ক্রিয়।

শ্লোক ১৮-২০

দেহো রথস্ত্বিন্দ্রিয়াশ্বঃ সংবৎসররয়োঽগতিঃ ।
দ্বিকর্মচক্রস্ত্রিগুণধ্বজঃ পঞ্চাসুবন্ধুরঃ ॥ ১৮ ॥
মনোরশ্মির্বুদ্ধিসূতো হৃন্নীড়ো দ্বন্দ্বকূবরঃ ।
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ ॥ ১৯ ॥
আকূতির্বিক্রমো বাহ্যো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ।
একাদশেন্দ্রিয়চমূঃ পঞ্চসূনাবিনোদকৃৎ ॥ ২০ ॥

দেহঃ—শরীর; **রথঃ**—রথ; **তু**—কিন্তু; **ইন্দ্রিয়**—জ্ঞানেন্দ্রিয়; **অশ্বঃ**—ঘোড়া; **সংবৎসর**—সমগ্র বৎসর; **রয়ঃ**—আয়ু; **অগতিঃ**—গতিহীন; **দ্বি**—দুই; **কর্ম**—কর্ম;

চক্রঃ—চক্র; **ত্রি**—তিন; **গুণ**—প্রকৃতির গুণ; **ধ্বজঃ**—পতাকা; **পঞ্চ**—পাঁচ; **অসু**—প্রাণবায়ু; **বন্ধুরঃ**—বন্ধন; **মনঃ**—মন; **রশ্মিঃ**—রজ্জু; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **সূতঃ**—সারথি; **হৃৎ**—হৃদয়; **নীড়ঃ**—বসার স্থান; **দ্বন্দ্ব**—দ্বৈতভাব; **কূবরঃ**—যূপবন্ধন দণ্ড; **পঞ্চ**—পাঁচ; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **প্রক্ষেপঃ**—অস্ত্র; **সপ্ত**—সাত; **ধাতু**—ধাতু; **বরূথকঃ**—আবরণ; **আকৃতিঃ**—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রচেষ্টা; **বিক্রমঃ**—শৌর্য বা পন্থা; **বাহ্যঃ**—বাহ্যিক; **মৃগ-তৃষ্ণাম্**—মিথ্যা আশা; **প্রধাবতি**—ধাবিত হয়; **একাদশ**—এগার; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **চমূঃ**—সৈন্য; **পঞ্চ**—পাঁচ; **সূনা**—ঈর্ষা; **বিনোদ**—আনন্দ; **কৃৎ**—করে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—যাকে আমি রথ বলে বর্ণনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এই শরীর। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে সেই রথের ঘোড়া। সংবৎসরের মতো তাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাদের কোন গতি নেই। পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে সেই রথের দুটি চাকা। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সেই রথের পতাকা। পঞ্চ প্রাণেন্দ্রিয় জীবের বন্ধন, এবং মন হচ্ছে তার রশি। বুদ্ধি সেই রথের সারথি। হৃদয় রথের উপবেশন স্থান, এবং সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বভাব যূপবন্ধনের স্থান। সপ্তধাতু সেই রথের আবরণ, এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় তার বাহ্য বিক্রম। একাদশ ইন্দ্রিয় সেই পুরুষের সৈনিক। ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হয়ে জীব সেই রথে আরূঢ় হয়ে তার ভ্রান্ত বাসনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা করে, এবং জন্ম-জন্মান্তর ধরে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জীবের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনাজনিত বন্ধন খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। *সংবৎসর* শব্দটি যার অর্থ হচ্ছে 'কালের প্রগতি', অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, জীব রথের প্রগতিতে জড়িয়ে পড়ে। রথ দুটি চাকার উপর স্থিত, যা হচ্ছে পুণ্য এবং পাপকর্ম। জীব তার পাপ এবং পুণ্যকর্ম অনুসারে বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিভিন্ন দেহে তার দেহান্তরকে প্রগতি বলে মনে করা উচিত নয়। যথার্থ প্রগতির বিশ্লেষণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) করা হয়েছে। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—প্রকৃত প্রগতি তখনই হয় যখন অন্য আর একটি জড় শরীর গ্রহণ করতে হয় না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ১৯/১৩৮) বলা হয়েছে—

এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥

জীব বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীরে জন্মগ্রহণ করে, সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে। এইভাবে কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কখনও নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়, কিন্তু সেটি প্রকৃত প্রগতি নয়। প্রকৃত প্রগতি হচ্ছে সর্বতোভাবে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলা হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"এই জড় জগতে সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সবই হচ্ছে দুঃখভোগের স্থান, সেখানে পুনঃপুনঃ জন্ম এবং মৃত্যু হয়। কিন্তু, হে কৌন্তেয়! আমার ধাম প্রাপ্ত হলে, আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।" কেউ যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও উন্নীত হয়, তা হলেও তাকে পুনরায় নিম্নতর লোকে ফিরে আসতে হয়। এইভাবে জীব প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবে নিরন্তর উপরে-নীচে ভ্রমণ করছে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে সে মনে করে যে, তার প্রগতি হচ্ছে। তার অবস্থা দিবারাত্র পৃথিবী পরিক্রমাকারী একটি বিমানের মতো যেটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যেতে অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে সেই বিমানের কোন প্রগতি হচ্ছে না, কারণ তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আবদ্ধ।

রাজা যেমন রথে উপবেশন করেন, তেমনই জীবও দেহে উপবিষ্ট। এই দেহে জীবের উপবেশন স্থান হচ্ছে হৃদয়, এবং সেখানে উপবিষ্ট হয়ে সে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন প্রগতি হয় না। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের বর্ণনায়—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাবে জীব অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে, এবং জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। সে নানা প্রকার গর্হিত খাদ্য ভক্ষণ করে, এবং ইন্দ্রিয়-সুখভোগের কার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে নিন্দিত হয়। কেউ যদি সত্য-সত্যই প্রগতিসাধন করতে চায়, তা হলে তাকে কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ডের পন্থা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। কৃষ্ণভাবনায় স্থিত হলে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন এবং অর্থহীন জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে *মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি*

শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জীব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তৃষ্ণার্ত। তার অবস্থা ঠিক মরুভূমিতে জলের অন্বেষণকারী মৃগের মতো। মরুভূমিতে কোনও পশুর জলের অন্বেষণ করা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে মরুভূমিতে জল নেই, এবং মরুভূমিতে জলের অন্বেষণ করতে করতে পশুকে অবশেষে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সকলেই ভবিষ্যৎ সুখের পরিকল্পনা করে মনে করছে যে, কোন না কোনভাবে যদি কোন স্তরে আসা যায়, তা হলে সে সুখী হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যখন সেই স্তর প্রাপ্ত হয়, তখন সে দেখতে পায় যে, সেখানে কোন সুখ নেই। এইভাবে সে ক্রমশ এক স্তর থেকে আর এক স্তরে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করে। তাকে বলা হয় *মৃগতৃষ্ণা,* এবং তার ভিত্তি হচ্ছে এই জড় জগতে ইন্দ্রিয় সুখভোগ।

শ্লোক ২১

সংবৎসরশ্চণ্ডবেগঃ কালো যেনোপলক্ষিতঃ ।
তস্যাহানীহ গন্ধর্বা গন্ধর্ব্যো রাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।
হরন্ত্যায়ু পরিক্রান্ত্যা ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ২১ ॥

সংবৎসরঃ—বছর; **চণ্ড-বেগঃ**—চণ্ডবেগ নামক; **কালঃ**—কাল; **যেন**—যার দ্বারা; **উপলক্ষিতঃ**—প্রতীকস্বরূপ; **তস্য**—আয়ুর; **অহানি**—দিন; **ইহ**—এই জীবনে; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **গন্ধর্ব্যঃ**—গন্ধর্বীগণ; **রাত্রয়ঃ**—রাত্রি; **স্মৃতাঃ**—মনে করা হয়; **হরন্তি**—হরণ করে; **আয়ুঃ**—আয়ু; **পরিক্রান্ত্যা**—ভ্রমণ করে; **ষষ্টি**—ষাট; **উত্তর**—অধিক; **শত**—শত; **ত্রয়ম্**—তিন।

অনুবাদ

যাকে চণ্ডবেগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী কাল। দিন এবং রাত্রিকে যথাক্রমে গন্ধর্ব এবং গন্ধর্বী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিন শত ষাট দিন এবং রাত্রি সমন্বিত সংবৎসর ক্রমশ মানুষের আয়ু হরণ করে।

তাৎপর্য

পরিক্রান্ত্যা শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভ্রমণ করে'। জীব তার রথে চড়ে তিন শত ষাট দিন এবং রাত্রি সমন্বিত বছর ধরে ভ্রমণ করে। জীবনের এই তিন শত ষাট দিন এবং রাত্রি অতিবাহিত করার বৃথা শ্রমকে জীবনের প্রগতি বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ২২

কালকন্যা জরা সাক্ষাল্লোকস্তাং নাভিনন্দতি ।
স্বসারং জগৃহে মৃত্যুঃ ক্ষয়ায় যবনেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥

কাল-কন্যা—কালের কন্যা; **জরা**—বার্ধক্য; **সাক্ষাৎ**—প্রকটরূপে; **লোকঃ**—সমস্ত জীব; **তাম্**—তার; **ন**—কখনই না; **অভিনন্দতি**—স্বাগত জানায়; **স্বসারম্**—তাঁর ভগিনীরূপে; **জগৃহে**—গ্রহণ করে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ক্ষয়ায়**—বিনাশ করার জন্য; **যবন-ঈশ্বরঃ**—যবনরাজ।

অনুবাদ

যাকে কালকন্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে বৃদ্ধাবস্থা। কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না, কিন্তু সাক্ষাৎ যবনরাজ মৃত্যু জরাকে তাঁর ভগিনীরূপে স্বীকার করেছেন।

তাৎপর্য

দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীব কালকন্যা বা জরাকে মৃত্যুর পূর্বে স্বীকার করে। যবনরাজ হচ্ছেন মৃত্যুর প্রতীক যমরাজ। যমালয়ে যাওয়ার পূর্বে জীবকে জরা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা স্বীকার করতে হয়। মানুষকে তার পাপকর্মের ফলে যবনরাজ এবং তাঁর ভগ্নীর দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়। নারদ মুনির নির্দেশে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁদের কখনও যমরাজ এবং তাঁর ভগ্নী জরার দ্বারা প্রভাবিত হতে হয় না। কেউ যদি কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেন, তা হলে তিনি মৃত্যুকে জয় করতে পারেন। জড় দেহ ত্যাগ করার পর, তাঁকে আর অন্য একটি জড় শরীর ধারণ করতে হয় না। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। তা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৩-২৫

আধয়ো ব্যাধয়স্তস্য সৈনিকা যবনাশ্চরাঃ ।
ভূতোপসর্গাশুরয়ঃ প্রজ্বারো দ্বিবিধো জ্বরঃ ॥ ২৩ ॥
এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্দৈবভূতাত্মসম্ভবৈঃ ।
ক্লিশ্যমানঃ শতং বর্ষং দেহে দেহী তমোবৃতঃ ॥ ২৪ ॥
প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্মানাত্মন্যধ্যস্য নির্গুণঃ ।
শেতে কামলবান্ধ্যায়ন্মমাহমিতি কর্মকৃৎ ॥ ২৫ ॥

আধয়ঃ—মানসিক ক্লেশ; **ব্যাধয়ঃ**—শারীরিক ক্লেশ বা ব্যাধি; **তস্য**—যবনেশ্বরের; **সৈনিকাঃ**—সৈন্যগণ; **যবনাঃ**—যবনগণ; **চরাঃ**—অনুচরগণ; **ভূত**—জীবের; **উপসর্গ**—দুঃখের সময়; **আশু**—অতি শীঘ্র; **রয়ঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **প্রজ্বারঃ**—প্রজ্বার নামক; **দ্বি-বিধঃ**—দুই প্রকার; **জ্বরঃ**—জ্বর; **এবম্**—এইভাবে; **বহু-বিধৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার; **দুঃখৈঃ**—দুঃখের দ্বারা; **দৈব**—দৈবের দ্বারা; **ভূত**—অন্যান্য জীবদের দ্বারা; **আত্ম**—দেহ এবং মনের দ্বারা; **সম্ভবৈঃ**—উৎপন্ন; **ক্লিশ্যমানঃ**—দুঃখকষ্ট ভোগ করে; **শতম্**—শত; **বর্ষম্**—বৎসর; **দেহে**—দেহে; **দেহী**—জীব; **তমঃ-বৃত**—জড় অস্তিত্বের দ্বারা আবৃত; **প্রাণ**—জীবনের; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **মনঃ**—মনের; **ধর্মান্**—গুণ; **আত্মনি**—আত্মাকে; **অধ্যস্য**—ভ্রান্তিপূর্বক মনে করে; **নির্গুণঃ**—চিন্ময় হওয়া সত্ত্বেও; **শেতে**—শয়ন করে; **কাম**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের; **লবান্**—ক্ষুদ্র অংশকে; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **কর্ম-কৃৎ**—কর্তা।

অনুবাদ

যবনেশ্বরের (যমরাজের) অনুচরদের বলা হয় মৃত্যুসেনা, এবং সেগুলি হচ্ছে দেহ ও মন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার পীড়া। প্রজ্বার হচ্ছে দুই প্রকার জ্বর—অত্যধিক গরম এবং অত্যধিক ঠাণ্ডা—যেমন টাইফয়েড এবং নিউমোনিয়া। শরীরের ভিতরে শায়িত জীব আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বিভিন্ন প্রকার ক্লেশের দ্বারা বিচলিত। সর্বপ্রকার ক্লেশ সত্ত্বেও জীব দেহধর্ম, মনোধর্ম ও ইন্দ্রিয়ধর্মের বশীভূত হয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ে, এই জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনায় বহু পরিকল্পনা করে। যদিও সে নির্গুণ, তবুও অজ্ঞানের বশে জীব 'আমি' ও 'আমার' অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এইভাবে সে তার জড় শরীরে একশ বছর অবস্থান করে।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে—*অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ।* জীব প্রকৃতপক্ষে জড় জগৎ থেকে ভিন্ন, কারণ আত্মা জড় নয়। *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে যে, জীব হচ্ছে ভগবানের পরা প্রকৃতিসম্ভূত, এবং মাটি, জল, আগুন, বায়ু আদি জড় উপাদানগুলি হচ্ছে অপরা প্রকৃতি। জড় উপাদানগুলিকে ভিন্না প্রকৃতি বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। যখন অন্তরঙ্গা বা উৎকৃষ্টা শক্তি বহিরঙ্গা শক্তির সংস্পর্শে আসে, তখন তা নানা প্রকার ক্লেশের বশবর্তী হয়। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) ভগবান বলেছেন, *মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ*—জড় শরীরের ফলে জীবাত্মাকে নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করতে হয়, যা বায়ু, জল, অগ্নি, অত্যন্ত গরম, অত্যন্ত ঠাণ্ডা,

রৌদ্র, অত্যাহার, অস্বাস্থ্যকর ভোজন, ত্রিধাতুর (কফ, পিত্ত এবং বায়ু) বৈষম্য ইত্যাদির প্রভাবে উৎপন্ন। অন্ত্র, কণ্ঠ, মস্তিষ্ক আদি দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি নানা প্রকার ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তার ফলে জীব অত্যন্ত ক্লেশভোগ করে। জীব কিন্তু এই সমস্ত জড় উপাদান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই শ্লোকে যে দুই প্রকার জ্বরের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড বলে বর্ণনা করা যায়। দেহে যখন প্রবল জ্বর হয়, তখন টাইফয়েড ও নিউমোনিয়া হয়, এবং সেগুলিকে এখানে প্রজ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য জীবদের থেকেও নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ হয়। যেমন, রাষ্ট্র কর আদায় করে, আর চোর-ডাকাত এবং বাটপারদের থেকে যে কত রকম দুঃখকষ্ট ভোগ হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। অন্য জীবদের থেকে যে ক্লেশ তাকে বলা হয় আধিভৌতিক ক্লেশ। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অভাব, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ইত্যাদি থেকেও নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ হয়। এই সমস্ত দুঃখকষ্টের সৃষ্টি হচ্ছে দেবতা অথবা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত অন্যান্য কারণ থেকে। প্রকৃতপক্ষে জীবের অনেক শত্রু রয়েছে, এবং এখানে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এই সংসার কত কষ্টদায়ক।

এই সংসারের মৌলিক কষ্ট সম্বন্ধে অবগত হয়ে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে জীব এই জড় দেহের বন্ধনে মোটেই সুখী নয়। তার দেহের ফলে, সে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দুঃখকষ্ট ভোগ করে এবং মন, বাক্য, ক্রোধ, উদর, উপস্থ, পায়ু ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এই জড় জগতে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনার ফলে, চিন্ময় জীব নানাবিধ দুঃখকষ্টের দ্বারা পরিবৃত হয়। সে যদি কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগের কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করে, তা হলে এই সংসারের সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে, এবং কৃষ্ণভক্তিতে প্রগতির ফলে, সে সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে, এই শরীর ত্যাগ করার পর ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারবে।

শ্লোক ২৬-২৭

যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্ ।
পুরুষস্তু বিষজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥ ২৬ ॥
গুণাভিমানী স তদা কর্মাণি কুরুতেঽবশঃ ।
শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথাকর্মাভিজায়তে ॥ ২৭ ॥

যদা—যখন; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **অবিজ্ঞায়**—ভুলে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম্**—পরম; **গুরুম্**—উপদেষ্টা; **পুরুষঃ**—জীব; **তু**—তখন; **বিষজ্জেত**—আসক্ত হয়; **গুণেষু**—গুণের প্রতি; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **স্ব-দৃক**—যে তার নিজের মঙ্গল দর্শন করতে পারে; **গুণ-অভিমানী**—জড়া প্রকৃতির গুণের মাধ্যমে যে নিজের পরিচয় অন্বেষণ করে; **সঃ**—সে; **তদা**—তখন; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **কুরুতে**—অনুষ্ঠান করে; **অবশঃ**—স্বতঃস্ফূর্তভাবে; **শুক্লম্**—শ্বেত; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **লোহিতম্**—লাল; **বা**—অথবা; **যথা**—অনুসারে; **কর্ম**—কর্ম; **অভিজায়তে**—জন্মগ্রহণ করে।

অনুবাদ

জীবের নিজের ভাল অথবা মন্দ ভাগ্য বেছে নেওয়ার অল্প একটু স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু সে যখন তার পরম প্রভু পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যায়, তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয়। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং দেহের জন্য নানা প্রকার কর্মে আসক্ত হয়। কখনও সে তমোগুণের দ্বারা, কখনও রজোগুণের দ্বারা এবং কখনও সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে জীব জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৩/২২) এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার শরীরের বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

"জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত জীব প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে। জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে তার এই বন্ধন। তার ফলে সে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ভাল এবং মন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া করে।"

জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে জীব চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। এখানে *স্বদৃক্* অর্থাৎ 'যে তার নিজের মঙ্গল দর্শন করতে পারে', এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীবের ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। জীব তার স্বরূপে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং সে তার ভ্রান্ত বাসনার দ্বারা বিপথগামী হতে পারে। সে ভগবানের অনুকরণ করার চেষ্টা করতে পারে। ভৃত্য তার প্রভুর অনুকরণ করে নিজের ব্যবসা শুরু করার বাসনা করতে পারে, এবং সে যখন তা করতে চায়, তখন তাকে তার প্রভুর আশ্রয় ত্যাগ করতে হয়। কখনও

সে ব্যর্থ হয়, এবং কখনও সে সফল হয়। তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ জীব ভগবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তার নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারে। ভগবানের পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বহু প্রতিযোগী রয়েছে, কিন্তু কারও পক্ষেই ভগবান হওয়া সম্ভব নয়। এই জড় জগতে সকলে ভগবানের অনুকরণ করার চেষ্টা করছে বলে এখানে এই প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রাম। ভগবানের সেবা থেকে বিমুখ হয়ে ভগবানকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছে বলে জীবের এই ভববন্ধন। মায়াবাদীরা কৃত্রিমভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ভগবানকে অনুকরণ করে। মায়াবাদীরা যখন নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে, সেটি হচ্ছে তাদের মানসিক জল্পনা-কল্পনার চরম বিভ্রান্তি। কেউই ভগবান হতে পারে না অথবা ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। সেই কথা কল্পনা করার ফলে জড় জগতের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

শ্লোক ২৮

শুক্লাৎপ্রকাশভূয়িষ্ঠাঁল্লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃশোকোৎকটান্ ক্বচিৎ ॥ ২৮ ॥

শুক্লাৎ—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **প্রকাশ**—প্রকাশের দ্বারা; **ভূয়িষ্ঠান্**—বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত; **লোকান্**—লোকসমূহ; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **দুঃখ**—কষ্ট; **উদর্কান্**—পরিণাম; **ক্রিয়া-আয়াসান্**—কঠিন কার্যে পূর্ণ; **তমঃ**—অন্ধকার; **শোক**—শোকে; **উৎকটান্**—পরিপূর্ণ; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও।

অনুবাদ

যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পুণ্যকর্ম করেন, এবং তার ফলে তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, যেখানে দেবতারা বাস করেন। যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা মনুষ্যলোকে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনশীল কার্য করেন। আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা বিভিন্ন প্রকার কষ্টভোগ করে এবং পাশবিক জগতে বাস করে।

তাৎপর্য

তিন প্রকার গ্রহলোক রয়েছে—উচ্চ, মধ্য এবং অধঃ। যাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা ব্রহ্মলোক (সত্যলোক), তপোলোক, জনলোক, এবং মহর্লোক এই সমস্ত উচ্চতর লোকে স্থান লাভ করেন। যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা

ভূর্লোক এবং ভুবর্লোকে স্থান প্রাপ্ত হন। যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল বা পশুজগতে স্থান লাভ করে। গুণগতভাবে জীব ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু বিস্মৃতির ফলে সে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে মনুষ্য-সমাজ রজোগুণের দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত, এবং তার ফলে মানুষেরা বড় বড় কারখানায় কর্মব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে। এই রকম স্থানে বাস করা যে কত কষ্টকর, তা তারা ভুলে গেছে। *ভগবদ্গীতায়* এই প্রকার কার্যকলাপকে *উগ্রকর্ম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ অত্যন্ত কষ্টদায়ক কার্যকলাপ। যারা শ্রমিকদের শ্রমের উপযোগ করে, তাদের বলা হয় পুঁজিবাদী, এবং যারা প্রকৃতপক্ষে কর্ম সম্পাদন করে, তাদের বলা হয় শ্রমিক। বাস্তবিকপক্ষে তারা উভয়েই পুঁজিবাদী, এবং শ্রমিকেরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার ফলে সর্বদাই অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তার বিপরীত হচ্ছে সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত কর্মী এবং জ্ঞানী। কর্মীরা *বেদের* নির্দেশ অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে, উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করে। জ্ঞানীরা ভগবানের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে এই জগতে বহু প্রকার যোনিভুক্ত বিভিন্ন রকমের জীব রয়েছে। তা এই জড় জগতে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট স্তরের জীবনের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে।

শ্লোক ২৯

ক্বচিৎপুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ ।
দেবো মনুষ্যস্তির্যগ্বা যথাকর্মগুণং ভবঃ ॥ ২৯ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **পুমান্**—পুরুষ; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **চ**—ও; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **ন**—না; **উভয়ম্**—উভয়; **অন্ধ**—অন্ধ; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **দেবঃ**—দেবতা; **মনুষ্যঃ**—মানুষ; **তির্যক্**—পশু, পক্ষী ইত্যাদি; **বা**—অথবা; **যথা**—অনুসারে; **কর্ম**—কর্ম; **গুণম্**—গুণ; **ভবঃ**—জন্ম।

অনুবাদ

অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও নপুংসক, কখনও মানুষ, কখনও দেবতা, কখনও পশু, কখনও পক্ষী ইত্যাদি হয়। এইভাবে সে এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে থাকে। প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার কর্ম অনুসারে সে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ; তাই গুণগতভাবে সে চিন্ময়। জীব কখনই জড় নয়। তার জড় চেতনা কেবল তার ভ্রান্তি এবং বিস্মৃতি থেকে উদ্ভূত। সে ভগবানেরই মতো জ্যোতির্ময়। সূর্য এবং সূর্যকিরণ উভয়েই জ্যোতির্ময়। ভগবান পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো, আর জীব হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত সূর্যের কিরণ কণা-সদৃশ। এই ক্ষুদ্র অংশগুলি মায়ারূপী মেঘের দ্বারা যখন আচ্ছন্ন হয়, তখন তার দীপ্তি হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন মায়ারূপী মেঘ দূর হয়ে যায়, তখন সেই অংশগুলি পুনরায় তাদের ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়ে দীপ্তিমান হয়। জীব যখন মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত হয়, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। কিন্তু কোনক্রমে যদি সে ভগবানের সম্মুখে আসে, তখন সে ভগবানের মতো বিশাল না হলেও, নিজেকে ভগবানেরই মতো উজ্জ্বলরূপে দর্শন করতে পারে। জীব যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণ করার বাসনা করে, তাই সে মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। আমরা ভগবানের অনুকরণ করতে পারি না, এমন কি আমরা পরম ভোক্তাও হতে পারি না। তা কখনই সম্ভব নয়, এবং যখন আমরা মনে করি যে তা সম্ভব, তখন আমরা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়ার ফলেই, জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

মায়ার প্রভাবে জীব পিশাচগ্রস্ত মানুষের মতো হয়ে যায়। সে তখন সব রকম অনর্থক প্রলাপ বকে। জীব যখন মায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন সে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ অথবা সমাজসেবকে পরিণত হয়, এবং সর্বক্ষণ মানব-সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। এই সমস্ত পরিকল্পনা চরমে ব্যর্থ হয় কেননা সেগুলি অলীক। এইভাবে জীব ভগবানের নিত্যদাসরূপে তার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হয়। তার পরিবর্তে সে মায়ার দাসে পরিণত হয়। সর্ব অবস্থাতেই তাকে কারও না কারও দাসত্ব করতে হয়। সে যে ভগবানের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে মায়ার দাসে পরিণত হয়, তা তার চরম দুর্ভাগ্য। মায়ার দাসরূপে, কখনও সে রাজা হয়, কখনও সে প্রজা হয়, কখনও সে ব্রাহ্মণ হয়, কখনও সে শূদ্র ইত্যাদি হয়। এইভাবে বিভিন্ন উপাধিতে দূষিত হয়ে সে মায়ার দাসত্ব করে। কখনও সে সুখী, কখনও সে ঐশ্বর্যশালী, কখনও সে একটি ক্ষুদ্র কীট। কখনও সে স্বর্গে উন্নীত হয়, আবার কখনও সে নরকে অধঃপতিত হয়। কখনও সে দেবতা, কখনও সে দানব। কখনও সে দাস, কখনও সে প্রভু। এইভাবে জীব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করছে।

যখন সে সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে আসে, তখনই কেবল সে তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। তখন সে জড় জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। সেই সময় পূর্ণ কৃষ্ণচেতনার ফলে, সে তার পূর্বকৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। এই অনুতাপ অত্যন্ত কল্যাণকর, কারণ তা জীবকে সংসার-কলুষ থেকে পবিত্র করে। তখন সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, তিনি যেন তাকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেন, এবং তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৪) সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবান বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমার দিব্য শক্তি, এবং তাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই কেবল মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মনোধর্মী জ্ঞান অথবা অন্যান্য কার্যকলাপের দ্বারা কখনও তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। জীব যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখন সে নিজেকে সর্বদা কৃষ্ণভাবনার উপযুক্ত করে, এবং সেই অনুসারে কার্য করে। এইভাবে সে ধীরে ধীরে মায়ার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। সে যখন কৃষ্ণভাবনায় দৃঢ়রূপে স্থিত হয়, তখন মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এইভাবে কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে জীব জড়-জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে। সেই সম্পর্কে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২২/২৫)

শ্লোক ৩০-৩১

ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্ ।
চরন্ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা ॥ ৩০ ॥
তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্ ।
উপর্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

ক্ষুৎ-পরীতঃ—ক্ষুধায় কাতর; **যথা**—যেমন; **দীনঃ**—দরিদ্র; **সারমেয়ঃ**—কুকুর; **গৃহম্**—এক গৃহ থেকে; **গৃহম্**—অন্য গৃহে; **চরন্**—বিচরণ করে; **বিন্দতি**—প্রাপ্ত

হয়; যৎ—যার; **দিষ্টম্**—অদৃষ্ট অনুসারে; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **ওদনম্**—খাদ্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **তথা**—তেমনই; **কাম-আশয়ঃ**—বিভিন্ন প্রকার বাসনা অনুসারে; **জীবঃ**—জীব; **উচ্চ**—উচ্চ; **অবচ**—নিম্ন; **পথা**—পথে; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করে; **উপরি**—উচ্চ; **অধঃ**—নিম্ন; **বা**—অথবা; **মধ্যে**—মধ্যে; **বা**—অথবা; **যাতি**—গমন করে; **দিষ্টম্**—অদৃষ্ট অনুসারে; **প্রিয়**—সুখকর; **অপ্রিয়ম্**—দুঃখদায়ক।

অনুবাদ

ক্ষুধায় কাতর, দীন কুকুর যেমন গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে তার প্রারব্ধ অনুসারে কোথাও বা দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয়, এবং কোথায়ও একমুষ্টি অন্ন প্রাপ্ত হয়, তেমনই বিভিন্ন বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব তার অদৃষ্ট অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং কখনও নিম্নতর জীবন। কখনও সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, কখনও নরকে অধঃপতিত হয়, আবার কখনও মধ্যবর্তী লোকে অবস্থান করে। এইভাবে সে কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

এখানে জীবের অবস্থা একটি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভাগ্যবশত কুকুরের মালিক ধনী হতে পারে, আবার ভাগ্যবশত সে একটি পথের কুকুরও হতে পারে। ধনী ব্যক্তির কুকুর রূপে সে ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে কখনও কখনও শোনা যায় যে, কোন ধনী ব্যক্তি তার উইলে তার কুকুরের জন্য কোটি-কোটি টাকা রেখে গেছে। আবার বহু কুকুর রাস্তা-ঘাটে অনাহারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই, কুকুরের সঙ্গে জীবের এই তুলনাটি অত্যন্ত উপযুক্ত। একজন বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু বুঝতে পারেন যে, তাঁকে যদি একটি কুকুরের মতো জীবন যাপন করতে হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কুকুর হওয়াই সব চাইতে ভাল। জড় জগতে একটি কুকুর কখনও কখনও উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে এবং কখনও কখনও পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু চিৎ-জগতে কৃষ্ণের কুকুর নিরন্তর দিব্য সুখ উপভোগ করে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন—*বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে।* এইভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণবের কুকুর হতে চেয়েছেন। কুকুর সর্বদা তার প্রভুর দরজায় মোতায়েন থাকে এবং তার প্রভুর অবাঞ্ছিত কোন ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করতে দেয় না। তেমনই, বৈষ্ণবের সেবায় যুক্ত হয়ে, সর্বতোভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত। তা না হলে, পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করা যায় না। আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন

ছাড়াও এই জড় জগতে যদি কেউ সত্ত্বগুণের বিকাশ সাধন না করে, তা হলে সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/১৮)বলা হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"যারা সত্ত্বগুণে অবস্থিত তারা ক্রমশ উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়; যারা রজোগুণে অবস্থিত তারা ভূর্লোকে বিরাজ করে; আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা নরকে অধঃপতিত হয়।"

বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে, এবং জীবের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিকাশ সাধনের জন্য সেগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হন; রাজসিক ব্যক্তিরা মধ্যবর্তী লোকে অবস্থান করে; এবং তামসিক ব্যক্তিরা নিম্নতর জঘন্য জীবনে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৩২

দুঃখেষ্বেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুষু ।
জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেত্তত্তৎপ্রতিক্রিয়া ॥ ৩২ ॥

দুঃখেষু—দুঃখে; **একতরেণ**—এক প্রকার থেকে; **অপি**—ও; **দৈব**—দৈব; **ভূত**—অন্য জীব; **আত্ম**—দেহ এবং মন; **হেতুষু**—কারণে; **জীবস্য**—জীবের; **ন**—কখনই না; **ব্যবচ্ছেদঃ**—নিবৃত্তি; **স্যাৎ**—সম্ভব; **চেৎ**—যদিও; **তৎ-তৎ**—সেই সমস্ত দুঃখ-কষ্টের; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

জীব তার ভাগ্যজনিত ক্লেশ, অন্যান্য জীবের দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ অথবা তার দেহ এবং মন সম্পর্কিত ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা সর্বদা করে। কিন্তু, প্রতিকারের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা তাদের বদ্ধ থাকতে হয়।

তাৎপর্য

একটি কুকুর যেমন এক টুকরা রুটির জন্য অথবা শাস্তি পাওয়ার ভয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, ঠিক তেমনই জীবও সুখভোগের জন্য এবং তার জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্য নানাভাবে পরিকল্পনা করে নিরন্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটিকে বলা হয় জীবন-সংগ্রাম। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই

যে, আমাদের দুঃখজনক পরিস্থিতি দূর করার উদ্দেশ্যে কত রকমের পরিকল্পনা করতে আমাদের বাধ্য হতে হয়। এক প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের আর এক প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাবে কত কষ্টভোগ করে, কিন্তু সে যদি ধনী হতে চায়, তা হলে তাকে নানাভাবে কষ্ট করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রতিকারের প্রকৃত পন্থা নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে মায়ার বন্ধন। কেউ যদি তার পরিস্থিতির প্রতিকারের চেষ্টা না করে, তার পূর্বকৃত কর্মের প্রভাবেই সব কিছু লাভ হচ্ছে বলে জেনে সমস্ত পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকে, এবং কৃষ্ণভক্তির বিকাশের জন্য তার শক্তির সদ্ব্যবহার করে, তা হলেই সে প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্ট হতে পারে। সেই কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।

তস্যৈব হেতোঃ প্রয়তেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্যধঃ ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥

"যারা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান এবং দার্শনিক মনোভাবাপন্ন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে উচ্চতর (ব্রহ্মলোক) থেকে নিম্নতম (পাতাল) লোক পর্যন্ত ভ্রমণ করেও যা লাভ করা যায় না, সেই বস্তুটি প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা। ইন্দ্রিয়সুখ তো কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন কামনা না করলেও কালের প্রভাবে দুঃখভোগ হয়ে থাকে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৮) তাই জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় সময়ের অপচয় না করে কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত বিকাশের চেষ্টা করাই উচিত। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন করা সম্ভব নয়। এক প্রকার উন্নতি-সাধনের অর্থ হচ্ছে অন্য আর এক প্রকার দুঃখময় পরিস্থিতি স্বীকার করা। কিন্তু আমরা যদি আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত বিকাশের চেষ্টা করি, তা হলে কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কুন্তীপুত্র! উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩১) যিনি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, সব রকম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ক্লেশ সত্ত্বেও তিনি কখনও বিনষ্ট হবেন না।

শ্লোক ৩৩

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্ ।
তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা—যেমন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষঃ**—মানুষ; **ভারম্**—ভার; **শিরসা**—মাথার উপর; **গুরুম্**—ভারী; **উদ্বহন্**—বহন করে; **তম্**—তা; **স্কন্ধেন**—কাঁধের উপর; **সঃ**—সে; **আধত্তে**—রাখে; **তথা**—তেমনই; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **প্রতিক্রিয়াঃ**—প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

মানুষ মস্তকে গুরুভার বহন করতে করতে যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই ভার কাঁধে বহন করে সে মস্তককে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে সে তার ভার বহনের শ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভার বহনের শ্রান্তি দূর করার যত কিছু উপায় আছে, সেগুলির মাধ্যমে সে কেবল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বোঝার ভার স্থানান্তরিত করা ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছুই করতে পারে না।

তাৎপর্য

বোঝার ভার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করার প্রচেষ্টা—এটি একটি সুন্দর বর্ণনা। কেউ যখন মস্তকে বোঝা বহন করার ফলে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে তা তার কাঁধের উপর রাখে। তার অর্থ এই নয় যে, সে বোঝা বহনের ভার থেকে মুক্ত হয়েছে। তেমনি মানব-সমাজ সভ্যতার নামে এক প্রকার দুঃখ অপনোদন করতে গিয়ে, আর এক প্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে। বর্তমান সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই যে, এক স্থান থেকে দ্রুত গতিতে আর এক স্থানে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু গাড়ি তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে আমরা আরও অন্য প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করেছি। কত রাস্তাঘাট তৈরি করতে হয়েছে, এবং তা সত্ত্বেও সেগুলি যথেষ্ট না হওয়ার ফলে, গাড়ির ভিড়ে পথ অবরোধ হচ্ছে। দূষিত আবহাওয়া এবং ইন্ধনের অভাব আদি বহু সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে। এইভাবে দেখা যায় যে, আমাদের দুঃখ অপনোদনের যত সমস্ত পন্থা আমরা উদ্ভাবন করি, তা প্রকৃতপক্ষে দুঃখর নিবৃত্তি সাধন করে না। তা কেবল মায়া। আমরা কেবল মাথার বোঝা কাঁধে রাখি। আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের প্রকৃত উপায় হচ্ছে কেবল ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা। ভগবান সর্বশক্তিমান হওয়ার ফলে, এই জড় জগতে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের সমস্ত আয়োজন তিনি করতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্মণাং কর্ম কেবলম্ ।
দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ ॥ ৩৪ ॥

ন—কখনই না; **একান্ততঃ**—চরমে; **প্রতীকারঃ**—প্রতিকার; **কর্মণাম্**—বিভিন্ন কার্যকলাপের; **কর্ম**—অন্য কর্ম; **কেবলম্**—একমাত্র; **দ্বয়ম্**—উভয়; **হি**—কারণ; **অবিদ্যা**—মোহবশত; **উপসৃতম্**—স্বীকৃত; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **ইব**—সদৃশ; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে নিষ্পাপ! কেউই কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কর্মের দ্বারা তার সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে না। অজ্ঞানতাবশত মানুষ সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। দুঃস্বপ্নের প্রতিকার যেমন কেবল জাগরণের দ্বারাই হয়ে থাকে, তেমনই কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আমাদের স্বরূপে জেগে ওঠা ব্যতীত অজ্ঞান এবং মোহজনিত সংসার-দুঃখ থেকে নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই, কারণ সমস্ত সমস্যার চরম সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় জেগে ওঠা।

তাৎপর্য

দুই প্রকার সকাম কর্ম রয়েছে। আমরা বোঝা মাথায় রাখতে পারি অথবা কাঁধে রাখতে পারি। প্রকৃতপক্ষে উভয় স্থানে বোঝা রাখার অর্থ একই। কিন্তু বোঝার ভার অপনোদনের জন্যই বোঝার স্থানান্তর হয়ে থাকে। এই সম্পর্কে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, এই জড় জগতে মূর্খ মানুষেরাই কেবল মহা আড়ম্বরে দেহ সুখের জন্য সমস্ত পরিকল্পনা করে, কিন্তু তারা জানে না যে, এই সমস্ত আয়োজন যদি সফলও হয়, তবুও তা হচ্ছে কেবল মায়া। মানুষ দেহের মায়িক সুখের জন্য দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করছে। কিন্তু প্রকৃত সুখভোগের পন্থা এটি নয়। মানুষ যদি প্রকৃত সুখ উপভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হবে। *বেদে* তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ*—"এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগতে থেকো না। জ্যোতির্ময় চিৎ-জগতে ফিরে যাও।" জড় দেহের দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার করতে গিয়ে, মানুষকে আর একটি দুঃখময় পরিস্থিতি স্বীকার করতে হয়। উভয় পরিস্থিতি মায়িক। এক প্রকার দুঃখের প্রতিকার করতে গিয়ে আর এক প্রকার দুঃখ ডেকে আনার ফলে কোন লাভ হয় না। অর্থাৎ, এই জড় জগতে নিত্য আনন্দ লাভ করা যায় না। সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধন করে নিত্য আনন্দ আস্বাদনের একমাত্র উপায় হচ্ছে, এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

শ্লোক ৩৫

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা ॥ ৩৫ ॥

অর্থে—বাস্তবিক কারণ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবিদ্যমানে**—অস্তিত্বহীন; **অপি**—যদিও; **সংসৃতিঃ**—সংসার; **ন**—না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **মনসা**—মনের দ্বারা; **লিঙ্গ-রূপেণ**—সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **বিচরতঃ**—কার্য করে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

কখনও কখনও আমরা স্বপ্নে একটি বাঘ অথবা সাপ দেখে ভয় পাই, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেখানে বাঘ অথবা সাপ নেই। তেমনই আমরা সূক্ষ্মরূপে কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তার পরিণামে দুঃখকষ্ট ভোগ করি। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা ব্যতীত এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তিসাধন সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে, জীব সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়-শরীর থেকে সর্বদা ভিন্ন। আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ হচ্ছে এই জড় শরীর। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) বলা হয়েছে—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়! সুখ ও দুঃখের অনিত্য প্রাকট্য এবং যথাসময়ে তাদের অন্তর্ধান, ঠিক শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভারত! ইন্দ্রিয়-অনুভূতি থেকে তাদের উৎপত্তি হয়, তাই অবিচলিত থেকে সেগুলি সহ্য করতে চেষ্টা করা কর্তব্য।" এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে, দেহজনিত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান হয়। সেগুলি কিভাবে সহ্য করতে হয় তা শেখা উচিত। জড়-জাগতিক অস্তিত্ব হচ্ছে আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। আমরা যখন এই জড় জগৎ থেকে বেরিয়ে যাই, তখন আর কোন রকম দুঃখ-দুর্দশা থাকে না। *বেদে* তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমাদের যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, আমরা জড় দেহ নই, আমরা হচ্ছি ব্রহ্ম (*অহং ব্রহ্মাস্মি*)। ব্রহ্মকর্মে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত না হলে, সেই সত্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

শ্লোক ৩৬-৩৭

অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থপরম্পরা ।
সংসৃতিস্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ ॥ ৩৬ ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ ।
সম্প্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ জনয়িষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

অথ—অতএব; **আত্মনঃ**—জীবের; **অর্থ-ভূতস্য**—তার প্রকৃত পুরুষার্থ; **যতঃ**—যা থেকে; **অনর্থ**—সমস্ত অবাঞ্ছিত বস্তুর; **পরম্-পরা**—একের পর এক; **সংসৃতিঃ**—সংসার; **তৎ**—তার; **ব্যবচ্ছেদঃ**—বিচ্ছেদ; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **পরময়া**—শুদ্ধ; **গুরৌ**—পরমেশ্বর ভগবান অথবা তার প্রতিনিধিকে; **বাসুদেবে**—বাসুদেব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তি-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **সমাহিতঃ**—প্রযুক্ত; **সম্প্রীচীনেন**—সম্পূর্ণরূপে; **বৈরাগ্যম্**—বিরক্তি; **জ্ঞানম্**—পূর্ণ জ্ঞান; **চ**—এবং; **জনয়িষ্যতি**—প্রকাশিত হবে।

অনুবাদ

জীবের প্রকৃত পুরুষার্থ হচ্ছে, যে অজ্ঞান তাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ক্লেশ প্রদান করে, সেই অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া। তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধির মাধ্যমে ভগবানের শরণাগত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রতি ভক্তি না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এই জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হওয়া এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

কৃত্রিম জড় অবস্থা থেকে বিরক্ত হওয়ার এটিই হচ্ছে উপায়। ভবরোগ নিরাময়ের একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা এবং নিরন্তর ভগবান বাসুদেবের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা। সকলেই সুখী হওয়ার চেষ্টা করে, এবং সেই সুখ লাভের যে উপায় তাকে বলা হয় পুরুষার্থ। দুর্ভাগ্যবশত এই জড় জগতে বিচরণশীল বদ্ধ জীবেরা জানে না যে, তার পরম পুরুষার্থ হচ্ছেন বাসুদেব। *সংসৃতি* বা সংসার-বন্ধনের শুরু হয় দেহাত্মবুদ্ধি থেকে, এবং তার ফলে একের পর এক অনর্থের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত অনর্থগুলি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা। তার ফলে জীব এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে। তাই সর্বপ্রথমে মনকে সংযত করতে হয়, যাতে মনের বাসনাগুলিকে পবিত্র করা যায়। সেই পন্থার বর্ণনা করে *নারদপঞ্চরাত্রে* বলা

হয়েছে—*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।* মানুষ যদি তার মনকে পবিত্র না করে, তা হলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৭/৬) বলা হয়েছে—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

"জীবের জড়-জাগতিক ক্লেশ, যা তার পক্ষে অনাবশ্যক, তার নিরাময় কেবল ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলেই সম্ভব। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই কথা জানে না, এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরম সত্যসমন্বিত এই বৈদিক শাস্ত্র সংকলন করেছেন।" অনর্থের ফলে জীবকে সংসারচক্রে একের পর এক দেহ ধারণ করতে হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হতে হয় এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে হয়। এই সম্পর্কে গুরু শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। গুরু শব্দটির অর্থ 'ভারী' অথবা 'শ্রেষ্ঠ'। অন্যভাবে, 'গুরু' মানে পারমার্থিক গুরু। শ্রীল ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়েছেন, *গুরুর্ন স স্যাৎ .....ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্*—"শিষ্যকে জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে না পারলে, গুরুর পদ গ্রহণ করা উচিত নয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/১৮) এই সংসার প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র। সেটিই হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যুর কারণ। কেবলমাত্র বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলেই তার নিবৃত্তিসাধন সম্ভব।

ভক্তি বলতে ভগবান বাসুদেবের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যকে বোঝায়। যেহেতু বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই দেব-দেবীদের সেবায় যুক্ত না হয়ে, তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তি শুরু হয় কনিষ্ঠ অধিকারির স্তর থেকে—বিধিনিষেধ পালন করার স্তর থেকে, এবং তার চরম স্তর হচ্ছে ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবা। সব কটি স্তরেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান বাসুদেবের সন্তুষ্টিবিধান করা। কেউ যখন বাসুদেবের সেবায় সম্পূর্ণরূপে উন্নতিসাধন করেন, তখন তিনি দেহসুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হন, অর্থাৎ তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে জড়-জাগতিক উপাধি থেকে মুক্ত হন। এইভাবে বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হওয়ার ফলে, তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণরূপে ভগবান বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।* ভগবান বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, জীব তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থাকে বলা হয় মুক্ত অবস্থা। *মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*

—মুক্তি মানে হচ্ছে কৃষ্ণভক্ত রূপে নিজের প্রকৃত স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। তিনি তখন জড় বিষয়ের সেবা, সমাজসেবা, দেশের সেবা, জাতির সেবা, কুকুরের সেবা, গাড়ির সেবা ইত্যাদি 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহের অন্তর্গত যত রকম সেবা রয়েছে তা সবই পরিত্যাগ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করার ফলে, অহৈতুকী জ্ঞান এবং জড় জগতের প্রতি বিরক্তি অচিরেই লাভ হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭) এইভাবে সব রকম জড় বাসনা, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা এবং সকাম কর্মকে পরিত্যাগ করে বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৩৮

সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুতকথাশ্রয়ঃ ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদা স্যাদধীয়তঃ ॥ ৩৮ ॥

সঃ—সেই; **অচিরাৎ**—শীঘ্র; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **রাজ-ঋষে**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **স্যাৎ**—হয়; **অচ্যুত**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কথা**—আখ্যান; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রিত; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণকারী; **শ্রদ্দধানস্য**—শ্রদ্ধাবান; **নিত্যদা**—সর্বদা; **স্যাৎ**—হয়; **অধীয়তঃ**—অনুশীলনের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজর্ষি! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, যিনি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, যিনি সর্বদা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে যুক্ত এবং যিনি সর্বদা ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তিনি অচিরেই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

তাৎপর্য

বাসুদেবের নিত্য প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সর্বদা তাঁর মহিমা শ্রবণ করা। ভক্তিযোগের পন্থা হচ্ছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্—

এই পন্থার দ্বারাই কেবল প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করা যায়। কেবলমাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার ফলে, চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৯-৪০

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ ।
ভগবদ্গুণানুকথনশ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি ।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ৪০ ॥

যত্র—যেখানে; **ভাগবতাঃ**—মহান ভগবদ্ভক্তগণ; **রাজন্**—হে রাজন; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **বিশদ-আশয়াঃ**—উদার মনোভাবাপন্ন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গুণ**—গুণাবলী; **অনুকথন**—নিয়মিতভাবে পাঠ করা; **শ্রবণ**—শ্রবণ করা; **ব্যগ্র**—উৎসুক; **চেতসঃ**—চেতনা; **তস্মিন্**—সেখানে; **মহৎ**—মহাপুরুষদের; **মুখরিতাঃ**—মুখনিঃসৃত; **মধু-ভিৎ**—মধু নামক দৈত্যকে হত্যাকারী; **চরিত্র**—কার্যকলাপ বা চরিতাবলী; **পীযূষ**—অমৃতের; **শেষ**—অবশেষ; **সরিতঃ**—নদী; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **স্রবন্তি**—প্রবাহিত হয়; **তাঃ**—তাঁরা সকলে; **যে**—যাঁরা; **পিবন্তি**—পান করে; **অবিতৃষঃ**—অতৃপ্ত; **নৃপ**—হে রাজন; **গাঢ়**—সাবধান; **কর্ণৈঃ**—কর্ণের দ্বারা; **তান্**—তাদের; **ন**—কখনই না; **স্পৃশন্তি**—স্পর্শ করে; **অশন**—ক্ষুধা; **তৃৎ**—তৃষ্ণা; **ভয়**—ভয়; **শোক**—শোক; **মোহাঃ**—মোহ।

অনুবাদ

হে রাজন, যে স্থানে সদাচার-সম্পন্ন বিশুদ্ধ চিত্ত এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে ব্যাকুলিত চিত্ত শুদ্ধ ভক্তগণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে যদি কেউ অমৃত ধারাবাহিনী সরিৎস্বরূপ ভগবানের লীলামৃত শ্রবণ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি বিস্মৃত হন, এবং তিনি সমস্ত ভয়, শোক ও মোহ থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন সেখানেই সম্ভব, যেখানে মহান ভগবদ্ভক্তেরা একত্রে বাস করে নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করেন। বৃন্দাবনের মতো পবিত্র স্থানে অনেক ভক্ত নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করেন। কেউ যদি এই রকম স্থানে শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে নিরন্তর স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত অমৃতের ধারা শ্রবণ করার সুযোগ পান, তা হলে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। কেউ যখন নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে সব রকম দেহ-চেতনার অতীত হন। কেউ যখন দেহ-চেতনায় থাকেন, তখন তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ ইত্যাদির বেদনা অনুভব করেন। কিন্তু তিনি যখন ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত হন, তখন তিনি দেহাত্মবুদ্ধির অতীত হন।

এই শ্লোকে *ভগবদ্-গুণানুকথন-শ্রবণ-ব্যগ্র-চেতসঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'সর্বদা যেখানে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, সেই স্থানের প্রতি অত্যন্ত উৎসুক'। যেখানে ব্যবসার লেনদেন হয়, ব্যবসায়ীরা সেই স্থানে যেতে অত্যন্ত উৎসুক। তেমনই ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী। মুক্ত ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা মাত্রই, তিনি কৃষ্ণভক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* একটি শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

"শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলা ও কার্যকলাপের আলোচনা শ্রবণ করা কর্ণ এবং হৃদয়ের পক্ষে অত্যন্ত সুখদায়ক। এই প্রকার জ্ঞানের অনুশীলনের ফলে, ক্রমশ মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, এবং তারপর মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাঁর আসক্তি স্থির হয়। তারপর প্রকৃত ভক্তি শুরু হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২৫) শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের মাধ্যমে, ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রতি আসক্তির উদয় হয়। এইভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন সম্ভব, এবং এই অনুশীলনের উন্নতির ফলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, ভগবানের সেবা শুরু হয় এবং ভগবানের প্রতি আসক্তির উদয় হয়, এবং এইভাবে অচিরেই পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়।

কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে সাফল্য লাভের রহস্য হচ্ছে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রবণ করা। কৃষ্ণভক্ত কখনও আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—এই সমস্ত শারীরিক আবশ্যকতার দ্বারা বিচলিত হন না।

শ্লোক ৪১

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥ ৪১ ॥

এতৈঃ—এই সবের দ্বারা; **উপদ্রুতঃ**—বিচলিত; **নিত্যম্**—সর্বদা; **জীব-লোকঃ**—জড় জগতে বদ্ধ জীব; **স্ব-ভাব-জৈঃ**—স্বাভাবিক; **ন করোতি**—করে না; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **কথা**—বাণীর; **অমৃত**—অমৃতের; **নিধৌ**—সমুদ্রে; **রতিম্**—আসক্তি।

অনুবাদ

যেহেতু বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি দেহের আবশ্যকতাগুলির দ্বারা উপদ্রুত, তাই ভগবানের অমৃতময় কথা শ্রবণে আসক্তি উৎপাদনের জন্য তাদের সময় প্রায় নেই।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন সম্ভব হয় না। নির্জন ভজন—নির্জন স্থানে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন—নবীন ভক্তের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সে দেহের আবশ্যকতাগুলির (আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন) দ্বারা বিচলিত হবে। এইভাবে বিচলিত হওয়ার ফলে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন সম্ভব নয়। আমরা তাই দেখতে পাই যে, সহজিয়ারা, যারা সবকিছুই অত্যন্ত সহজ করে তোলে, তারা উন্নত স্তরের ভক্তদের সঙ্গ করে না। ভগবদ্ভক্তির নামে এই প্রকার ব্যক্তিরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নেশা, দ্যূতক্রীড়া, আমিষ আহার আদি সব রকম পাপকর্মের প্রতি আসক্ত হয়। তথাকথিত অনেক ভক্ত রয়েছে, যারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের নামে এই সমস্ত পাপকর্মে লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যারা পাপকর্মে আসক্ত তাদের কখনও কৃষ্ণভক্ত বলে স্বীকার করা যায় না। পাপকর্মে রত ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করতে পারে না, যে কথা এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্লোক ৪২-৪৪

প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয় ॥ ৪২ ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্য পুলহঃ ক্রতুঃ ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৩ ॥
অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রজাপতি-পতিঃ—সমস্ত প্রজাপতিদের পিতা ব্রহ্মা; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **গিরিশঃ**—শিব; **মনুঃ**—মনু; **দক্ষ-আদয়ঃ**—রাজা দক্ষ ইত্যাদি; **প্রজা-অধ্যক্ষাঃ**—মানব-জাতির শাসক; **নৈষ্ঠিকাঃ**—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; **সনক-আদয়ঃ**—সনক আদি; **মরীচিঃ**—মরীচি; **অত্রি-অঙ্গিরসৌ**—অত্রি এবং অঙ্গিরা; **পুলস্ত্যঃ**—পুলস্ত্য; **পুলহঃ**—পুলহ; **ক্রতুঃ**—ক্রতু; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **বসিষ্ঠঃ**—বসিষ্ঠ; **ইতি**—এইভাবে; **এতে**—তাঁরা সকলে; **মৎ-অন্তাঃ**—যাঁদের শেষে আমি; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—ব্রাহ্মণ, বৈদিক শাস্ত্রের বক্তা; **অদ্য অপি**—আজ পর্যন্ত; **বাচঃ-পতয়ঃ**—বাণীর পতি; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **সমাধিভিঃ**—সমাধির দ্বারা; **পশ্যন্তঃ**—দর্শন করে; **অপি**—যদিও; **ন পশ্যন্তি**—দেখে না; **পশ্যন্তম্**—দর্শক; **পরম-ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

সমস্ত প্রজাপতিদের পিতা পরম শক্তিমান ব্রহ্মা; মহাদেব, মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ; সনক, সনাতন আদি সর্বোচ্চ স্তরের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বসিষ্ঠ আদি মহর্ষিগণ; এবং আমার মতো অন্যান্য ব্রহ্মবাদী ও বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা নিরন্তর অনুসন্ধান করেও আজ পর্যন্ত সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে নি।

তাৎপর্য

ডারউইনের মতো মূর্খ নৃতত্ত্ববিৎদের মতে, চল্লিশ হাজার বছর আগে এই লোকে বুদ্ধিমান প্রাণীর আবির্ভাব হয়নি, কারণ বিবর্তনের পন্থা তখনও সেই স্তরে পৌঁছায়নি। কিন্তু, বৈদিক ইতিহাসে—পুরাণ এবং মহাভারতে কোটি কোটি বছর পূর্বে মানুষের

ইতিহাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। সৃষ্টির শুরুতে রয়েছেন একজন পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্রহ্মা, এবং তাঁর থেকে সমস্ত মনুদের, সনক, সনাতন আদি ব্রহ্মচারীদের, মহাদেবের এবং নারদ মুনির মতো মহর্ষির উদ্ভব হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তিরা কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা বৈদিক জ্ঞানের অধিকারি হয়েছেন। *বেদে* মানুষ এবং অন্য সমস্ত জীবদের পূর্ণজ্ঞান নিহিত রয়েছে। উপরোক্ত সমস্ত মহাপুরুষেরা কেবল ত্রিকালজ্ঞ শক্তিমানই ছিলেন না, তাঁরা ভগবদ্ভক্তও ছিলেন। মহাজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভ করা সত্ত্বেও, তাঁরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে জীবের সম্পর্ক পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। অর্থাৎ, অসীম সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান সীমিত। তা থেকে বোঝা যায় যে, কেবলমাত্র জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, তাঁকে জানতে হয় শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) উল্লেখ করা হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—শুদ্ধ, দিব্য, প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত তত্ত্বতভাবে ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান সম্বন্ধে সকলেরই কিছু অপূর্ণ ধারণা রয়েছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা তাদের জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে অক্ষম। ভগবদ্ভক্তির স্তরে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান পূর্ণ হয় না। সেই কথা বেদের বাণীতে প্রতিপন্ন হয়েছে—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/২৯)

জ্ঞানীরা হাজার হাজার বছর ধরে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অনুমান করে চলে, কিন্তু ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পরম মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। এই শ্লোকে যে সমস্ত মহর্ষিদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ব্রহ্মলোকের নিকটবর্তী লোকে বাস করেন, যে ব্রহ্মলোকে সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার—এই চারজন ঋষির সঙ্গে ব্রহ্মা বাস করেন। এই সমস্ত ঋষিরা দক্ষিণী নক্ষত্র নামক বিভিন্ন নক্ষত্রে বাস করেন, যেগুলি ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করে। এই ধ্রুবলোক হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, এবং সমস্ত গ্রহলোকগুলি ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ঘুরছে। যতদূর আমরা দেখতে পাই, সমস্ত নক্ষত্রগুলি হচ্ছে এক-একটি গ্রহলোক,

এবং সেগুলি সবই এই একটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। পাশ্চাত্যের মতবাদ অনুসারে, সমস্ত নক্ষত্রগুলিই হচ্ছে বিভিন্ন সূর্য; কিন্তু বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে, এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে কেবলমাত্র একটি সূর্যই অবস্থান করছে। তথাকথিত সমস্ত নক্ষত্রগুলি হচ্ছে বিভিন্ন গ্রহলোক। এই ব্রহ্মাণ্ডের অতিরিক্ত কোটি কোটি অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং তাদের প্রত্যেকটিতে এই প্রকার অসংখ্য গ্রহ ও নক্ষত্র রয়েছে।

শ্লোক ৪৫

শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥

শব্দ-ব্রহ্মণি—বৈদিক শাস্ত্রে; **দুষ্পারে**—অনন্ত; **চরন্তঃ**—লিপ্ত হয়ে; **উরু**—অত্যন্ত; **বিস্তরে**—বিস্তৃত; **মন্ত্র**—বৈদিক মন্ত্র; **লিঙ্গৈঃ**—লক্ষণের দ্বারা; **ব্যবচ্ছিন্নম্**—আংশিক শক্তিসম্পন্ন (দেবতা); **ভজন্তঃ**—পূজা করে; **ন বিদুঃ**—তারা জানে না; **পরম্**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

অনন্ত বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন এবং বৈদিক মন্ত্রের লক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করা সত্ত্বেও, তাঁরা পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড়-জাগতিক বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ পন্থায় তাঁদের পূজা করে।" অধিকাংশ মানুষ শক্তিলাভের জন্য দেব-দেবীদের পূজা করতে আগ্রহী। প্রত্যেক দেবতার বিশেষ শক্তি রয়েছে। যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের পৃথিবীর উপর বারিবর্ষণ করার শক্তি রয়েছে, যার ফলে ভূপৃষ্ঠে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়। *বেদে* এই দেবতার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ।* ইন্দ্র তাঁর হস্তে বজ্র ধারণ করে জল সরবরাহের ব্যবস্থার পরিচালনা করেন। ইন্দ্রের দ্বারা বজ্র

নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনই, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য আদি অন্যান্য দেবতাদের বিশিষ্ট শক্তি রয়েছে। এই সমস্ত দেবতারা তাঁদের প্রতীকস্বরূপ অস্ত্রের মাধ্যমে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা পূজিত হন। তাই এখানে বলা হয়েছে—*মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নম্।* এই প্রকার পূজার দ্বারা কর্মীরা পশু, ধন, সুন্দরী পত্নী, বহু অনুগামী ইত্যাদি জড় ঐশ্বর্য লাভের বর প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না।

শ্লোক ৪৬

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ৪৬ ॥

যদা—যখন; **যস্য**—যাঁকে; **অনুগৃহ্ণাতি**—অহৈতুকী কৃপার দ্বারা অনুগ্রহ করেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-ভাবিতঃ**—ভক্তের দ্বারা অনুভূত; **সঃ**—এই প্রকার ভক্ত; **জহাতি**—পরিত্যাগ করেন; **মতিম্**—চেতনা; **লোকে**—জড় জগতে; **বেদে**—বৈদিক অনুষ্ঠানে; **চ**—ও; **পরিনিষ্ঠিতাম্**—স্থির।

অনুবাদ

কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপারূপ অনুগ্রহ লাভ করেন। তখন চিন্ময় চেতনায় জাগরিত হয়ে, ভগবদ্ভক্ত বেদের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ এবং আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জ্ঞানীরা ভগবানকে জানতে অক্ষম। তেমনই, এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা বৈদিক আচার এবং সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে, তারাও ভগবানকে দর্শন করতে অক্ষম । এই দুটি শ্লোকে কর্মী এবং জ্ঞানীদের ভগবানকে জানার অযোগ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, মানুষ যখন জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*), তখনই কেবল তিনি জড়-জাগতিক বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত হতে পারেন। এই শ্লোকে *আত্ম-ভাবিতঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যখন নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন, তখন ভগবান তাঁর মনে জাগরিত হন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবানের

শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করেন (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। শুদ্ধ ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানের চিন্তায় মগ্ন না হয়ে থাকতে পারেন না। নিরন্তর ভগবানের এই চিন্তার কথা বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *সততযুক্তানাম্*, সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত। *ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্*—এটিই হচ্ছে প্রেমভক্তি। ভগবান যেহেতু ভক্তের অন্তর থেকে তাঁকে নির্দেশ দেন, তাই ভক্ত সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হন। বৈদিক আচার অনুষ্ঠান গুলিকেও জড়-জাগতিক কার্যকলাপ বলে মনে করা হয়, কারণ এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা কেবল দেবলোকে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করবে; যারা ভূতপ্রেত এবং পিশাচদের পূজা করে, তারা তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে; যারা পিতৃদের পূজা করে, তারা পিতৃলোকে যাবে; আর যারা আমার পূজা করে, তারা আমার সঙ্গে বাস করবে।"

আত্মভাবিতঃ শব্দটি এও ইঙ্গিত করে যে, ভক্ত সর্বদা বদ্ধ জীবদের উদ্ধারের জন্য ভগবানের বাণী প্রচার করেন। ষড়্গোস্বামীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম সংস্থাপকৌ লোকানাং হিতকারিণৌ।* ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা চিন্তা করেন কিভাবে অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করা যায়। কৃপাময় ভক্তদের দ্বারা বদ্ধ জীবদের উদ্ধারের প্রচেষ্টায় প্রভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার দ্বারা মানুষের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করেন। ভক্ত যখন অন্য ভক্তের আশীর্বাদ লাভ করেন, তখন তিনি কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হন। *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *বেদেষু দুর্লভম্*—পরমেশ্বর ভগবানকে কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। *অদুর্লভম্ আত্মভক্তৌ*—কেবল ঐকান্তিক ভক্তই ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

এই জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টি, এবং জীবেরা এখানে এসেছে সুখভোগ করার জন্য। বিভিন্ন বিধিনিষেধ অনুসারে, বৈদিক নির্দেশাবলী তাদেরকে পথপ্রদর্শন করে, এবং বুদ্ধিমান মানুষ এই সমস্ত উপদেশের সদ্ব্যবহার করে। এইভাবে তারা নির্বিঘ্নে তাদের জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে মায়িক, এবং নিজের চেষ্টায় মায়ার এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সাধারণ মানুষেরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ব্যস্ত, এবং যখন তাদের কিছুটা উন্নতি সাধন

হয়, তখন তারা বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সে যখন এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, তখন সে পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসে। এইভাবে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের অনুগামীগণ এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের অনুগামীগণ উভয়েই বদ্ধ জীবনে আবদ্ধ। এই সমস্ত মানুষেরা শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির বীজ প্রাপ্ত হয়। সেই কথা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ* ।

কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন আর তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন না। মানুষ যখন বিভিন্ন উপাধির আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, তখন সে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে না। এই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে (*সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্*), বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করার জন্য শুদ্ধ হতে হয়। *হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা ভগবদ্ভক্তি। নিষ্ঠাবান ভক্ত সর্বদাই প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সহায়তা প্রাপ্ত হন, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ দান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

এটি হচ্ছে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর। সেই সময় ভগবদ্ভক্ত অন্য ভক্তদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হন, এবং তাঁর জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। তখন তিনি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং জড়-জাগতিক সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন, যার শুরু হয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম থেকে। মানব-সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তর বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টরূপে বলেছেন। তখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিত্যদাস বলে অনুভব হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই পদ গ্রহণ করেছিলেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

(পদ্যাবলী ৬৩)

"আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই অথবা শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই অথবা সন্ন্যাসী নই। তা হলে আমি কি? আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাসের অনুদাসের নিত্যদাস।" গুরু পরম্পরার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যা হচ্ছে পূর্ণ চিন্ময় স্থিতি।

শ্লোক ৪৭

তস্মাৎকর্মসু বর্হিষ্মন্নজ্ঞানাদর্থকাশিষু ।
মার্থদৃষ্টিং কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষ্বস্পৃষ্টবস্তুষু ॥ ৪৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **বর্হিষ্মন্**—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ; **অজ্ঞানাৎ**—অজ্ঞানবশত; **অর্থ-কাশিষু**—সকাম কর্মফলের আকর্ষণে; **মা**—কখনই না; **অর্থ-দৃষ্টিম্**—জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করে; **কৃথাঃ**—কর; **শ্রোত্র-স্পর্শিষু**—শ্রুতিমধুর; **অস্পৃষ্ট**—স্পর্শ না করে; **বস্তুষু**—প্রকৃত স্বার্থ।

অনুবাদ

হে মহারাজ বর্হিষ্মান! বৈদিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান অথবা সকাম কর্ম যতই শ্রুতিমধুর অথবা জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে হোঁক না কেন, কখনও সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন না। সেগুলিকে কখনই পরমার্থ বলে মনে করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৪২-৪৩) বলা হয়েছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥

"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা বেদের পুষ্পিত বাণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, যা স্বর্গলোকে উন্নতি, উচ্চকুলে জন্ম, বলবীর্য লাভ, ইত্যাদি বিভিন্ন সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়। ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং ঐশ্বর্যময় জীবন লাভের বাসনায় তারা বলে যে, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।"

সাধারণত মানুষ বৈদিক কর্মকাণ্ডে অনুমোদিত সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। কেউ রাজা বর্হিষ্মানের মতো মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে স্বর্গলোকে উন্নীত

হওয়ার প্রতি আসক্ত হতে পারেন, কিন্তু নারদ মুনি রাজা বর্হিষ্মানকে এই প্রকার সকাম কর্ম অনুষ্ঠান থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তিনি এখানে তাঁকে সরাসরিভাবে বলছেন, "কখনও এই প্রকার অনিত্য লাভের অভিলাষী হবেন না।" আধুনিক সভ্যতায় মানুষ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পন্থার মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির সম্পদগুলি উপভোগ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু এটি প্রকৃত উন্নতি নয়, তা কেবল শুনতেই মধুর লাগে। যদিও এই প্রকার কৃত্রিম পন্থায় আমরা তথাকথিতভাবে উন্নতিসাধন করছি, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েছি। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, *জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা* ।

এই লোকে অথবা অন্যান্য লোকে জীবনের যে ক্ষণিক সুখ অনুভব হয় তা অলীক, কারণ তা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পর্শ পর্যন্ত করে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। জীবনের সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত মানুষ হয় স্থূল জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অথবা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। রাজা বর্হিষ্মানকে এখানে অনুরোধ করা হয়েছে এই প্রকার কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত না হতে। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর্যসমাজ নামক একটি সংস্থা বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। কিন্তু এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান মায়িক। প্রকৃতপক্ষে মানব-জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবৎ-উপলব্ধি বা কৃষ্ণভক্তি। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান অবশ্যই অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং শ্রুতিমধুর, কিন্তু সেগুলি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করে না।

শ্লোক ৪৮

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দনঃ ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্মকমতদ্বিদঃ ॥ ৪৮ ॥

স্বম্—নিজের; **লোকম্**—আলয়; **ন**—কখনই না; **বিদুঃ**—জানে; **তে**—সেই প্রকার ব্যক্তিরা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **যত্র**—যেখানে; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **জনার্দনঃ**—শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু; **আহুঃ**—বলে; **ধূম্র-ধিয়ঃ**—অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা; **বেদম্**—চতুর্বেদ; **স-কর্মকম্**—কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে পূর্ণ; **অ-তৎ-বিদঃ**—অজ্ঞান মানুষেরা।

অনুবাদ

যারা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন তারা বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলিকে বেদের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে। তারা জানে না যে, বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে জানিয়ে দেওয়া। তাদের প্রকৃত আবাসের কথা ভুলে গিয়ে, মোহবশত তারা অন্য গৃহের অন্বেষণ করে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষ জানে না যে, তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তাদের প্রকৃত আলয় যে চিৎ-জগৎ সেই কথা মানুষ ভুলে গেছে। চিৎ-জগতে বহু বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং সেখানকার সর্বোচ্চ লোক হচ্ছে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন। সভ্যতার তথাকথিত উন্নতি সত্ত্বেও বৈকুণ্ঠলোক বা চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। তথাকথিত সভ্য মানুষেরা এখন অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা জানে না যে, তারা যদি সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও যায়, তবুও তাদের পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলা হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

"জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত সব কটি স্থানই বারংবার জন্মমৃত্যুর দুঃখময় সংসারচক্র। কিন্তু কেউ যখন আমার ধাম প্রাপ্ত হয়, হে কৌন্তেয়! তখন আর তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।"

কেউ যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকেও যায়, তবুও তার পুণ্যকর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে, পুনরায় তাকে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। মহাকাশযান আকাশের অনেক ঊর্ধ্বে যেতে পারে, কিন্তু ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে সেগুলিকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় মোহবশত। জীবনের প্রকৃত প্রয়াস হচ্ছে প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেই পন্থা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে। *যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*—যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা ভগরদ্ধামে ফিরে যান। মনুষ্য-জীবন অত্যন্ত দুর্লভ, এবং অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার অর্থহীন প্রচেষ্টায় তার অপব্যবহার করা উচিত নয়। যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। চিন্ময়

বৈকুণ্ঠলোক, এবং বিশেষ করে গোলোক বৃন্দাবন নামক লোকের তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া উচিত, এবং শ্রবণের মাধ্যমে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*) যে অতি সরল ভগবদ্ভক্তির পন্থা রয়েছে, সেই পন্থাটি আয়ত্ত করার শিক্ষালাভ করা উচিত। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১২/৩/৫১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে পরম ধামে ফিরে যাওয়া যায় (*পরং ব্রজেৎ*)। এই পন্থাটি বিশেষ করে এই যুগের মানুষদের জন্য (*কলের্দোষনিধে*)। এই কলিযুগের এটি হচ্ছে একটি বিশেষ সুবিধা—কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, সমস্ত জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৪৯

আস্তীর্য দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ কার্ৎস্ন্যেন ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।
স্তব্ধো বৃহদ্বধান্মানী কর্ম নাবৈষি যৎপরম্ ।
তৎকর্ম হরিতোষং যৎসা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ॥ ৪৯ ॥

আস্তীর্য—আচ্ছাদিত করে; **দর্ভৈঃ**—কুশের দ্বারা; **প্রাক্-অগ্রৈঃ**—পূর্বমুখী; **কার্ৎস্ন্যেন**—সমগ্র; **ক্ষিতি-মণ্ডলম্**—পৃথিবীর উপরিভাগ; **স্তব্ধঃ**—গর্বান্ধ ভুঁইফোড় ব্যক্তি; **বৃহৎ**—মহান; **বধাৎ**—হত্যাজনিত; **মানী**—নিজেকে অত্যন্ত মহান বলে মনে করে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **ন অবৈষি**—তুমি জান না; **যৎ**—যা; **পরম্**—পরম; **তৎ**—তা; **কর্ম**;—কর্ম; **হরি-তোষম্**—ভগবানকে সন্তুষ্ট করে; **যৎ**—যা; **সা**—তা; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **তৎ**—ভগবানকে; **মতিঃ**—চেতনা; **যয়া**—যার দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন! সারা পৃথিবী পূর্বমুখী তীক্ষ্ণাগ্র কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে, এবং তার ফলে যজ্ঞে বহু পশু বধ করার দরুন আপনি অত্যন্ত গর্বিত হয়েছেন। আপনার এই মূর্খতাবশত আপনি জানেন না যে, ভক্তিই হচ্ছে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়। ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানই আপনার একমাত্র কর্তব্যকর্ম হওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়াই হচ্ছে যথার্থ বিদ্যার ফল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে নারদ মুনি বহু পশুবলি দিয়ে যজ্ঞ করার জন্য রাজাকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাজা মনে করেছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত মহান কারণ তিনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন, কিন্তু দেবর্ষি নারদ তাঁকে সরাসরিভাবে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন যে, এই পশুবলির ফলে তাঁর মিথ্যা পদমর্যাদাই কেবল বর্ধিত হবে। প্রকৃতপক্ষে যে কর্ম মানুষকে কৃষ্ণভক্তির পথে পরিচালিত করে না তা পাপ কর্ম, এবং যে বিদ্যা কৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে না তা ভ্রান্ত। যদি কৃষ্ণভাবনামৃতের অভাব হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেই কর্ম এবং সেই বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।

শ্লোক ৫০

হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ ॥ ৫০ ॥

হরিঃ—শ্রীহরি; **দেহ-ভৃতাম্**—দেহধারী জীবের; **আত্মা**—পরমাত্মা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **তৎ**—তাঁর; **পাদ-মূলম্**—পদ; **শরণম্**—আশ্রয়; **যতঃ**—যা থেকে; **ক্ষেমঃ**—সৌভাগ্য; **নৃণাম্**—মানুষের; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি পরমাত্মারূপে এই জগতে জড় দেহধারী সমস্ত জীবের পথপ্রদর্শক। তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের পরম নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের পরম বন্ধু, এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা। তা করা হলে, মানুষের জীবন মঙ্গলময় হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—"হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।" শরীরের ভিতর জীবাত্মা রয়েছে, এবং পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানও সেখানে রয়েছেন। তাঁকে বলা হয় *অন্তর্যামী* এবং *চৈত্যগুরু*। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।"

অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার দ্বারাই সব কিছু পরিচালিত হয়। তাই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হয়ে সুখী হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাঁর নির্দেশ প্রাপ্ত হতে হলে, তাঁর ভক্ত হতে হয়। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার আরাধনা করে, তাদের আমি বাস্তবিক উপলব্ধি প্রদান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

পরমাত্মা যদিও সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান (*ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*), তবুও তিনি কেবল সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তেরই সঙ্গে কথা বলেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* (*অন্ত্যলীলা* ৩/৪৫) বলা হয়েছে—

তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন ।
কৃষ্ণপাদ-পদ্মে যে করয়ে স্থির মন ॥

"যিনি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করেছেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করেছেন এবং সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেছেন বলে বুঝতে হবে।" *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* সেই সম্বন্ধে আরও কয়েকটি খুব সুন্দর শ্লোক রয়েছে—

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয় ।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বৃত্তি রয়' ॥ (*আদিলীলা* ১৩/১৭৮)
'দিগ্বিজয় করিব,'—বিদ্যার কার্য নহে ।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে ॥ (*আদিলীলা* ১৩/১৭৩)
পড়ে কেনে লোক? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে ।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে? (*আদিলীলা* ১২/৪৯)
তাহারে সে বলি ধর্ম, কর্ম সদাচার ।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার ॥ (*অন্ত্যলীলা* ৩/৪৪)

সকলেরই হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, এবং সদাচার, সৎকর্ম, ধর্ম ও বিদ্যার প্রভাবে তা জাগরিত করতে হয়। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের

উদ্দেশ্য। এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোন বিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তার উত্তরে রামানন্দ রায় বলেছিলেন যে, কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

শ্লোক ৫১

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি ।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥ ৫১ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রিয়-তমঃ**—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; **চ**—ও; **আত্মা**—পরমাত্মা; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **ন**—কখনই না; **ভয়ম্**—ভয়; **অণু**—অল্প; **অপি**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **বেদ**—(যিনি) জানেন; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **বিদ্বান্**—বিদ্বান; **যঃ**—যিনি; **বিদ্বান্**—বিদ্বান; **সঃ**—তিনি; **গুরুঃ**—গুরু; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন।

অনুবাদ

যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁর এই সংসারে ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। তার কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং সকলের পরম সুহৃৎ। যিনি এই রহস্য জানেন তিনিই প্রকৃত বিদ্বান, এবং এই বিদ্যার প্রভাবেই তিনি সারা জগতের গুরু হতে পারেন। যিনি প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুরু, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।* সমস্ত শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। শ্রীগুরুদেব পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের সব চাইতে বিশ্বস্ত সেবক (*কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য*)। অর্থাৎ পরমাত্মা এবং আত্মা সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়। সকলেই নিজেকে ভালবাসে, এবং যখন মানুষ পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধন করেন, তখন তিনি পরমাত্মাকেও ভালবাসেন। যিনি আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কারোর পূজা করার উপদেশ দেন না। তিনি জানেন যে, কাম এবং জড় সুখভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করা থেকে ভগবানের আরাধনা করা

অনেক সহজ। তাই ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন। এই প্রকার ব্যক্তিই হচ্ছেন প্রকৃত গুরু। *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্‌বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

"ব্রাহ্মণের ষড়্‌বিধ কর্মে নিপুণ এবং বৈদিক মন্ত্রতন্ত্রে অত্যন্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণও যদি ভগবানের ভক্ত না হন, তা হলে তিনি গুরু হতে পারেন না। কিন্তু, শ্বপচ বা চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, তা হলে তিনি গুরু হওয়ার উপযুক্ত।" অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে গুরু হওয়া যায় না। উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ভগবদ্ভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যিনি গুরু, তাঁর সান্নিধ্য লাভ হলে বুঝতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান সাক্ষাৎ উপস্থিত হয়েছেন। এখানে *গুরুর্হরিঃ* শব্দটির বর্ণনা অনুসারে, সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা সাক্ষাৎ ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করারই সমতুল্য। অতএব, এই প্রকার সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যিনি একমাত্র প্রেমাস্পদ বলে জানেন, সেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাই জীবনের চরম সাফল্য। ভগবানের এই প্রকার অন্তরঙ্গ ভক্তকে পূজা করা উচিত।

শ্লোক ৫২

নারদ উবাচ

প্রশ্ন এবং হি সংছিন্নো ভবতঃ পুরুষর্ষভ ।
অত্র মে বদতো গুহ্যং নিশাময় সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫২ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **এবম্**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সংছিন্নঃ**—উত্তর; **ভবতঃ**—আপনার; **পুরুষ-ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **অত্র**—এখানে; **মে বদতঃ**—আমি যেভাবে বলছি; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **নিশাময়**—শ্রবণ কর; **সু-নিশ্চিতম্**—সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর আমি প্রদান করলাম। এখন সাধুসম্মত এবং অত্যন্ত গোপনীয় আর একটি বিষয় আমি বলছি, সেই কথা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি স্বয়ং রাজা বর্হিষ্মানের গুরুরূপে আচরণ করছেন। নারদ মুনি চেয়েছিলেন যে, তাঁর উপদেশের ফলে রাজা অচিরেই তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু রাজা যদিও সবকিছু বুঝতে পেরেছিলেন, তবুও তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপ ত্যাগ করতে তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাবে যে, রাজা তাঁর তপস্যারত পুত্রদের গৃহে ফিরিয়ে আনার কথা বিবেচনা করছিলেন। তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর, তাঁদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি গৃহত্যাগ করবেন। এটিই অধিকাংশ মানুষের মনোভাব। তারা সদ্‌গুরু গ্রহণ করে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করে, কিন্তু শ্রীগুরুদেব যখন ইঙ্গিত করেন গৃহত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে, তখন তারা ইতস্তত করে। শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে শিষ্য যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে যে, জড়-জাগতিক জীবন, সকাম কর্ম, তার পক্ষে মোটেই লাভপ্রদ নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে উপদেশ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে জীবনের শুরু থেকেই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা উচিত। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন—*কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৬/১)। বেদের সমস্ত নির্দেশ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণভাবনামৃত এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জড় জগতে সকাম কর্মে অনর্থক সময়ের অপচয় হয়। নারদ মুনি তাই স্থির করেছিলেন যে, তিনি রাজাকে আর একটি রূপক শোনাবেন, যাতে তিনি এই জড় জগতে তাঁর সংসার-জীবন পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ৫৩

ক্ষুদ্রঞ্চরং সুমনসাং শরণে মিথিত্বা
রক্তং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামসু লুব্ধকর্ণম্ ॥
অগ্রে বৃকানসুতৃপোঽবিগণয্য যান্তং
পৃষ্ঠে মৃগং মৃগয় লুব্ধকবাণভিন্নম্ ॥ ৫৩ ॥

ক্ষুদ্রম্—ঘাসের উপর; **চরম্**—বিচরণ করে; **সুমনসাম্**—সুন্দর পুষ্পোদ্যানের; **শরণে**—আশ্রয়ে; **মিথিত্বা**—স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে; **রক্তম্**—আসক্ত; **ষট্-অঙ্ঘ্রি**—ভ্রমরের; **গণ**—সমূহের; **সামসু**—সঙ্গীতে; **লুব্ধ-কর্ণম্**—যার কর্ণ আকৃষ্ট হয়েছে; **অগ্রে**—সম্মুখে; **বৃকান্**—ব্যাঘ্র; **অসু-তৃপঃ**—অন্যকে আহার করে যে জীবন ধারণ

করে; **অবিগণয্য**—উপেক্ষা করে; **যান্তম্**—গমন করে; **পৃষ্ঠে**—পশ্চাতে; **মৃগম্**—হরিণ; **মৃগয়**—অন্বেষণ করে; **লুব্ধক**—ব্যাধের; **বাণ**—বাণের দ্বারা; **ভিন্নম্**—বিদ্ধ হতে পারে।

অনুবাদ

হে রাজন্! ঐ হরিণটিকে দেখুন, যে সুন্দর পুষ্পোদ্যানে তার স্ত্রীর সঙ্গে মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছে। সেই উদ্যানে সে লুব্ধকর্ণ হয়ে ভ্রমরের মধুর গীত শ্রবণ করছে। তার অবস্থা একবার বিবেচনা করে দেখুন। সে জানে না তার সম্মুখে একটি বাঘ, যে অন্যের মাংস আহার করে জীবন ধারণ করে। সেই হরিণটির পশ্চাতে এক ব্যাধ, যে তার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাকে বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। এইভাবে সেই হরিণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তাৎপর্য

এই রূপকটির মাধ্যমে হরিণের অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার কথা বিচার করতে রাজাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। হরিণটি যদিও চারদিক থেকে বিপদগ্রস্ত হয়েছে, তবুও সে সেই বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে, সেই সুন্দর পুষ্পোদ্যানে মনের আনন্দে ঘাস খেতে থাকে। সমস্ত জীবেরাই, বিশেষ করে মানুষেরা, তাদের আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে নিজেদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে। যেন পুষ্পোদ্যানে বাস করে এবং মধুর ভ্রমরগীত শ্রবণ করে সকলেই গৃহস্থ জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ স্ত্রীকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করছে। ভ্রমরের গুঞ্জন শিশুদের আধো-আধো বুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানুষের অবস্থা ঠিক সেই হরিণের মতো, যার সম্মুখে রয়েছে একটি বাঘ। এই বাঘ হচ্ছে সর্বগ্রাসী কালের প্রতীক। জীবের সকাম কর্ম আর এক প্রকার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যার ফলে তাকে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়। হরিণেরা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বৃথাই মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়। হরিণেরা অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত। যারা এইভাবে হরিণের মতো জীবন যাপন করে, তারা অচিরেই কালের প্রভাবে নিহত হবে। বৈদিক শাস্ত্রে তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের সকলের কর্তব্য হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বে আমাদের স্বরূপ অবগত হওয়া এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা। *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসারে (১১/৯/২৯)—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥

বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর আমরা এই মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছি; তাই মৃত্যুর পূর্বে আমাদের ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা।

শ্লোক ৫৪

সুমনঃসমধর্মণাং স্ত্রীণাং শরণ আশ্রমে পুষ্পমধুগন্ধবৎক্ষুদ্রতমং কাম্য-কর্মবিপাকজং কামসুখলবং জৈহ্ব্যৌপস্থ্যাদি বিচিন্বন্তং মিথুনীভূয় তদভিনিবেশিতমনসং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামগীতবদতি-মনোহরবনিতাদিজনালা-পেষ্বতিতরামতিপ্রলোভিতকর্ণমগ্রে বৃকযূথবদাত্মন আয়ুর্হরতোঽহোরাত্রান্তান্ কাললববিশেষানবিগণয্য গৃহেষু বিহরন্তং পৃষ্ঠত এব পরোক্ষমনুপ্রবৃত্তো লুব্ধকঃ কৃতান্তোঽন্তঃশরেণ যমিহ পরাবিধ্যতি তমিমমাত্মানমহো রাজন্ ভিন্নহৃদয়ং দ্রষ্টুমর্হসীতি ॥ ৫৪ ॥

সুমনঃ—পুষ্প; **সম-ধর্মণাম্**—ঠিক এক রকম; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **শরণে**—আশ্রয়ে; **আশ্রমে**—গৃহস্থ-জীবনে; **পুষ্প**—ফুলে; **মধু**—মধুর; **গন্ধ**—সৌরভ; **বৎ**—সদৃশ; **ক্ষুদ্রতমম্**—সব চাইতে নগণ্য; **কাম্য**—বাসনা; **কর্ম**—কার্যকলাপের; **বিপাক-জম্**—ফলস্বরূপ প্রাপ্ত; **কাম-সুখ**—ইন্দ্রিয়সুখের; **লবম্**—কণিকা; **জৈহ্ব্য**—জিহ্বার সুখ; **ঔপস্থ্য**—মৈথুনসুখ; **আদি**—ইত্যাদি; **বিচিন্বন্তম্**—সর্বদা চিন্তা করে; **মিথুনী-ভূয়**—মৈথুনরত; **তৎ**—তার পত্নীতে; **অভিনিবেশিত**—সর্বদা মগ্ন হয়ে; **মনসম্**—যার মন; **ষট্-অঙ্ঘ্রি**—ভ্রমরের; **গণ**—সমূহ; **সাম**—মধুর; **গীত**—সঙ্গীত; **বৎ**—সদৃশ; **অতি**—অত্যন্ত; **মনোহর**—আকর্ষণীয়; **বনিতা-আদি**—পত্নী ইত্যাদি; **জন**—মানুষের; **আলাপেষু**—আলাপে; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **অতি**—অত্যধিক; **প্রলোভিত**—আসক্ত; **কর্ণম্**—কর্ণ; **অগ্রে**—সম্মুখে; **বৃক-যূথ**—বাঘের দল; **বৎ**—সদৃশ; **আত্মনঃ**—নিজের; **আয়ুঃ**—আয়ু; **হরতঃ**—হরণ করে; **অহঃ-রাত্রান্**—দিবারাত্র; **তান্**—তাদের সকলের; **কাল-লব-বিশেষান্**—ক্ষণকাল; **অবিগণয্য**—বিবেচনা না করে; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-জীবনে; **বিহরন্তম্**—উপভোগ করে; **পৃষ্ঠতঃ**—পিছন থেকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পরোক্ষম্**—অদৃশ্যরূপে; **অনুপ্রবৃত্তঃ**—পশ্চাদ্ধাবন করে; **লুব্ধকঃ**—ব্যাধ; **কৃত-**

অন্তঃ—যম; **অন্তঃ**—হৃদয়ে; **শরেণ**—বাণের দ্বারা; **যম্**—যাকে; **ইহ**—এই জগতে; **পরাবিধ্যতি**—বিদ্ধ করে; **তম্**—তা; **ইমম্**—এই; **আত্মানম্**—আপনি; **অহো রাজন্**—হে রাজন; **ভিন্ন-হৃদয়ম্**—যার হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **অর্হসি**—উচিত; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন! স্ত্রীলোকেরা ঠিক পুষ্পের মতো প্রথমে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিন্তু চরমে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। জীব স্ত্রীলোকের প্রতি কামাসক্ত হয়ে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মানুষ যেভাবে ফুলের সৌরভ উপভোগ করে, ঠিক সেইভাবে সে মৈথুনসুখ উপভোগ করে। এইভাবে সে জিহ্বা থেকে উপস্থ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখের জীবন উপভোগ করে এবং তার ফলে সে তার গৃহস্থ-জীবনকে অত্যন্ত সুখদায়ক বলে মনে করে। পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সে সর্বদা ইন্দ্রিয়সুখের চিন্তায় মগ্ন থাকে। তার পত্নী ও শিশুদের আলাপ তার কাছে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বলে মনে হয়, যা ঠিক ফুলে ফুলে মধু আহরণকারী ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনের মতো। সে ভুলে যায় যে তার সম্মুখে রয়েছে কাল, যা দিন ও রাত্রির মাধ্যমে তার আয়ু হরণ করছে। সে দেখতে পায় না যে, ধীরে ধীরে তার আয়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, এবং সে মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে একেবারেই গ্রাহ্য করে না, যিনি পশ্চাৎ দিক থেকে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। এই কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। আপনি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছেন এবং চতুর্দিক থেকে সঙ্কটাপন্ন হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়াই হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবন, এবং বিশেষ করে গৃহস্থ আশ্রমে এই বিস্মৃতি অত্যন্ত প্রবল হয়। গৃহস্থ আশ্রমে যুবা পুরুষ একজন যুবতী স্ত্রীর পাণিগ্রহন করে, যে প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরী থাকে। কিন্তু কালক্রমে, বহু সন্তান প্রসব করার ফলে এবং বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে, এবং সারা পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সে তার পতির কাছে নানা প্রকার বস্তু দাবি করে। যৌবনে যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাকে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই পত্নীকে তখন অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে হয়। মানুষ দুটি কারণেই কেবল গৃহস্থ আশ্রমের প্রতি আসক্ত হয়—পতির জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য পত্নী

নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন করে, এবং রাত্রে পত্নী তাকে মৈথুনসুখ প্রদান করে। গৃহস্থ আশ্রমের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি সর্বদা এই দুটি বিষয়ের কথা চিন্তা করে—সুস্বাদু খাদ্য এবং মৈথুনসুখ। পত্নীর কথাবার্তা যা পরিবারের বিনোদ প্রদানকারী বলে সুখদায়ক, এবং শিশুদের আধো-আধো বুলি, দু-ই জীবকে আকৃষ্ট করে। তার ফলে সে ভুলে যায় যে, একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং পরবর্তী জীবনে অনুকূল শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে।

পুষ্পোদ্যানে হরিণের রূপকটির মাধ্যমে দেবর্ষি নারদ রাজাকে বুঝিয়েছেন যে, রাজাকেও একদিন এই প্রকার পরিস্থিতিতে আটকে পড়তে হবে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ব্যক্তিই এই প্রকার গৃহস্থ-জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ, যা তাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এইভাবে জীব ভুলে যায় যে, তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হবে। সে কেবল তার পারিবারিক জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই ইঙ্গিত করেছেন—*হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত।* গৃহস্থ-জীবন ঠিক একটি অন্ধকূপের মতো যাতে পতিত হলে মানুষ অসহায় হয়ে মৃত্যুবরণ করে। প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি যখন সক্রিয় থাকে এবং শরীরে যখন যথেষ্ট বল থাকে, তখন গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করে, বৃন্দাবনে গিয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। বৈদিক সভ্যতায়, পঞ্চাশ বছর বয়সে গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করতে হয়, এবং তার পর বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার পরে অবশেষে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করতে হয়। সেটিই হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামক বৈদিক সভ্যতা। কেউ যখন গৃহস্থ-জীবন উপভোগ করার পর সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করেন।

গৃহস্থ-জীবনে বা সংসার জীবনে নিজের অবস্থা উপলব্ধি করা কর্তব্য। তাকেই বলা হয় বুদ্ধিমত্তা। স্ত্রীর সঙ্গে জিহ্বা ও উপস্থের সুখ উপভোগ করার জন্য গৃহস্থ-জীবনে সর্বদা আবদ্ধ হয়ে থাকা উচিত নয়। তার ফলে জীবন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়। বৈদিক সভ্যতায়, জীবনের বিশেষ স্তরে গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে, প্রয়োজন হলে জোর করেও তা করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত আজকালকার তথাকথিত বৈদিক সভ্যতার অনুসরণকারীরা তাদের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্তও তাদের পরিবার পরিত্যাগ করে না। অবশেষে মৃত্যু জোর করে তাদের পরিবার থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে। তাই সমাজ-ব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন, এবং বৈদিক প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজন, অর্থাৎ, চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

শ্লোক ৫৫

স ত্বং বিচক্ষ্য মৃগচেষ্টিতমাত্মনোঽন্ত-
শ্চিত্তং নিযচ্ছ হৃদি কর্ণধুনীং চ চিত্তে ।
জহ্যঙ্গনাশ্রমমসত্তমযূথগাথং
প্রীণীহি হংসশরণং বিরম ক্রমেণ ॥ ৫৫ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—আপনি; **বিচক্ষ্য**—বিবেচনা করে; **মৃগচেষ্টিতম্**—হরিণের কার্যকলাপ; **আত্মনঃ**—নিজের; **অন্তঃ**—অন্তরে; **চিত্তম্**—চেতনা; **নিযচ্ছ**—স্থির করে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **কর্ণ-ধুনীম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **চ**—এবং; **চিত্তে**—চেতনাকে; **জহি**—পরিত্যাগ করে; **অঙ্গনা-আশ্রমম্**—গৃহস্থ-জীবন; **অসৎ-তম**—অত্যন্ত ঘৃণ্য; **যূথ-গাথম্**—পুরুষ এবং স্ত্রীর কাহিনীতে পূর্ণ; **প্রীণীহি**—গ্রহণ করুন; **হংস-শরণম্**—মুক্ত পুরুষের শরণ; **বিরম**—বিরক্ত হও; **ক্রমেণ**—ক্রমশ।

অনুবাদ

হে রাজন! আপনি হরিণের রূপকটি কেবল হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। আত্ম-চেতনায় মগ্ন হয়ে, সকাম কর্মের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার শ্রবণসুখ পরিত্যাগ করুন। মৈথুন আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করুন, এবং স্ত্রীপুরুষের আখ্যান শ্রবণের বাসনা পরিত্যাগ করে জীবন্মুক্ত ভগবদ্ভক্তের কৃপায় ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করুন। এইভাবে জড় জগতের আসক্তি থেকে মুক্ত হোন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর একটি গানে লিখেছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

মানুষ সাধারণত সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট। তারা সাধারণত স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, অথবা ব্রহ্মে লীন হতে চায়, কিংবা জিহ্বা এবং উপস্থের সুখে মোহিত হয়ে সংসার-জীবনে আবদ্ধ থাকতে চায়। দেবর্ষি নারদ স্পষ্টভাবে মহারাজ বর্হিষ্মানকে উপদেশ দিয়েছেন আজীবন গৃহস্থ-আশ্রমে আবদ্ধ

না থাকতে। গৃহস্থ-আশ্রমে থাকার অর্থ, স্ত্রীর অধীন হয়ে থাকা। এই সব ত্যাগ করে পরমহংস-আশ্রমে অবস্থিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় অবলম্বন করা উচিত। পরমহংস-আশ্রম হচ্ছে শ্রীগুরুদেব যাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রম। সদ্‌গুরুর লক্ষণ বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৩/২১) উল্লেখ করা হয়েছে—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

"যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে চায়, তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করা এবং তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শরণাগত হওয়া। শ্রীগুরুদেবের যোগ্যতা হচ্ছে যে, তিনি বিচার-বিবেচনার দ্বারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করেছেন এবং তাই তিনি সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অন্যদেরও প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম। এই প্রকার মহাত্মা, যিনি সমস্ত জড়-জাগতিক বিচার পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সদ্‌গুরু।"

পরমহংস হচ্ছেন তিনি, যিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করেছেন। কেউ যদি পরমহংস গুরুদেবের আশ্রয় অবলম্বন করেন, তা হলে তাঁর শিক্ষা এবং উপদেশের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে সংসার-জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে, চরমে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। এই শ্লোকে *অঙ্গনাশ্রমম্-অসত্তম-যূথ-গাথম্* উক্তিটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সারা জগৎ স্ত্রীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ কেবল তার বিবাহিত স্ত্রীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না, সে মৈথুন-কেন্দ্রিক সাহিত্য এবং উপন্যাসের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার এটিই হচ্ছে কারণ। মানুষ তার নিজের চেষ্টায় এই জঘন্য সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু সে যদি পরমহংস সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করে, তা হলে সে ক্রমশ আধ্যাত্মিক জীবনের স্তরে উন্নীত হয়।

বৈদিক শাস্ত্রের যে পুষ্পিত বাণী স্বর্গলোকে উন্নীত হতে অথবা ব্রহ্মে লীন হতে অনুপ্রাণিত করে তা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের জন্য, *ভগবদ্গীতায়* যাদের *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান, যার প্রভাবে জড় জগতের দুঃখময় পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মুক্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করে ক্রমশ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত, এবং তার ফলে জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হওয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে *হংসশরণম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে-কুটিরে মহাপুরুষেরা অবস্থান করেন। সন্তপুরুষেরা সাধারণত দূরে নির্জন অরণ্যে অথবা অত্যন্ত সাধারণ কুটিরে বাস করেন। কিন্তু, আমাদের

বিচার করে দেখতে হবে যে, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। বনে অথবা কুটিরে বাস করা হয়তো সন্তপুরুষদের ব্যক্তিগত স্বার্থে শ্রেয় হতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের বাণী প্রচার করতে চান, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে, তা হলে তাঁকে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের আমন্ত্রণ করতে হবে যারা আরামদায়ক গৃহে বাস করতে অভ্যস্ত। তাই এই যুগে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতি মানুষদের আকৃষ্ট করার জন্য সন্তপুরুষদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বড় বড় শহরের জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য মোটর গাড়ির ব্যবহার এবং সন্তপুরুষদের থাকার জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন। তিনি সম্ভবত প্রথম সন্ত পুরুষ, যিনি ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য এই সমস্ত আয়োজন করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে সাধুসঙ্গ করা। এই যুগে মানুষেরা বনে গিয়ে সাধুদের অন্বেষণ করবে না, তাই সাধু এবং মহাপুরুষদের বড় বড় শহরে গিয়ে আধুনিক যুগের জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত মানুষদের আমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করতে হয়। ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারবে যে, প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং আরামদায়ক বাসগৃহের প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃত প্রয়োজন হচ্ছে যেন-তেন প্রকারেণ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। শ্রীল রূপ গোস্বামীর আদেশ হচ্ছে—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

"কেউ যখন বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সব কিছু স্বীকার করেন, তখন তিনি প্রকৃত বৈরাগ্যের স্তরে অধিষ্ঠিত হন।"

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৫৫*)

জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য এই ঐশ্বর্য স্বীকার করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যুক্ত বৈরাগ্যের জন্য অর্থাৎ ত্যাগের জন্য জড় ঐশ্বর্য স্বীকার করা যেতে পারে।

শ্লোক ৫৬

রাজোবাচ

শ্রুতমন্বীক্ষিতং ব্রহ্মন্ ভগবান্ যদভাষত ।
নৈতজ্জানস্ত্যুপাধ্যায়াঃ কিং ন ব্রূয়ুর্বিদুর্যদি ॥ ৫৬ ॥

রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **শ্রুতম্**—শোনা গেছে; **অন্বীক্ষিতম্**—বিবেচনা করা হয়েছে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **যৎ**—যা; **অভাষত**—আপনি বলেছেন; **ন**—না; **এতৎ**—এই; **জানন্তি**—জানেন; **উপাধ্যায়াঃ**—কর্মকাণ্ডের উপদেষ্টাগণ; **কিম্**—কেন; **ন ব্রূয়ুঃ**—তারা উপদেশ দেননি; **বিদুঃ**—তাঁরা জানতেন; **যদি**—যদি।

অনুবাদ

রাজা বললেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি যা বলেছেন তা আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছি, এবং সেই সম্বন্ধে বিচার করে আমি স্থির করেছি যে, কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন যে-সমস্ত আচার্যগণ, তাঁরা এই গুহ্য জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত নন। তাঁরা যদি সেই সম্বন্ধে অবগত হতেন, তা হলে কেন তাঁরা আমাকে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেননি?

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত গুরু অথবা সমাজের নেতারা জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নয়। *ভগবদ্গীতায়* তাদের *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের মহাপণ্ডিত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মায়ার প্রভাবে তাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। বাস্তবিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করা। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর উৎস। *জন্মাদ্যস্য যতঃ। ভগবদ্গীতায়* (১০/২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহম্ আদির্হি দেবানাং*—"আমি সমস্ত দেবতাদের উৎস।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিবাদি সমস্ত দেবতাদের উৎস। বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন দেব-দেবীদের প্রসন্নতা বিধান করা, কিন্তু আধ্যাত্মিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত না হলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না যে, আদি পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি* । নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করার পর রাজা বর্হিষ্মানের চৈতন্য হয়েছিল। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। রাজা তাই স্থির করেছিলেন তথাকথিত যে-সমস্ত পুরোহিতেরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ না দিয়ে তাদের অনুগামীদের কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করে, তাদের পরিত্যাগ করতে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র গির্জা, মন্দির এবং মসজিদগুলি মানুষদের আকর্ষণ করতে পারছে না, কারণ সেখানকার মূর্খ পুরোহিতেরা তাদের অনুগামীদের যথার্থ জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে পারে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত

না হওয়ার ফলে তারা তাদের অনুগামীদের অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে না। তার ফলে শিক্ষিত মানুষেরা আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই সর্বস্তরের মানুষদের জ্ঞানের আলোক প্রদান করার জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, এবং তাই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহারাজ বর্হিষ্মানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেরই কর্তব্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা, এবং ধর্মের নামে যে-সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান হচ্ছে সেগুলি পরিত্যাগ করা। গোস্বামীগণ শুরু থেকেই অনুষ্ঠান-পরায়ণ পুরোহিতদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবদের মার্গ দর্শন করানোর জন্য *হরিভক্তিবিলাস* সংকলন করেছিলেন। বৈষ্ণবেরা পুরোহিত সম্প্রদায়ের অসার কার্যকলাপের কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে, পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন এবং এই জীবনেই সিদ্ধিলাভ করেন। সেই কথা পূর্ববর্তী শ্লোকে *পরমহংস-শরণম্* শব্দটিতে, অর্থাৎ মুক্ত পরমহংসের শরণাগত হওয়ার উপদেশের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৭

সংশয়োঽত্র তু মে বিপ্র সংছিন্নস্তৎকৃতো মহান্ ।
ঋষয়োঽপি হি মুহ্যন্তি যত্র নেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

সংশয়ঃ—সংশয়; **অত্র**—এখানে; **তু**—কিন্তু; **মে**—আমার; **বিপ্র**—হে ব্রাহ্মণ; **সংছিন্নঃ**—দূর হয়েছে; **তৎ-কৃতঃ**—তার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে; **মহান্**—মহান; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **অপি**—ও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মুহ্যন্তি**—মোহাচ্ছন্ন; **যত্র**—যেখানে; **ন**—না; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **বৃত্তয়ঃ**—কার্যকলাপ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! আমার কর্ম-উপদেষ্টা গুরুগণের বাক্যের সঙ্গে আপনার বাক্যের বিরোধ রয়েছে। আমি এখন ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। পূর্বে আমার সেই সম্বন্ধে কিছু সংশয় ছিল, কিন্তু আপনি কৃপাপূর্বক সেই সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছেন। আমি এখন বুঝতে পারছি মহান ঋষিরাও কিভাবে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন। নিঃসন্দেহে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাৎপর্য

রাজা বর্হিষ্মান স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন। মানুষ সাধারণত এই প্রকার কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং কদাচিৎ কোন ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, অত্যন্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই কেবল ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন। তথাকথিত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন। তারা সাধারণত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিপ্রদ কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট। ভগবদ্ভক্তিতে ইন্দ্রিয় সুখভোগ নেই, তাতে কেবল ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা রয়েছে। তার ফলে ইন্দ্রিয় তর্পণপরায়ণ তথাকথিত পুরোহিতেরা ভগবদ্ভক্তিকে খুব একটা পছন্দ করে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেন, তখন থেকে ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতেরা তার বিরোধিতা করে আসছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই আন্দোলন শুরু করেন, তখন ব্রাহ্মণেরা মুসলমান সরকারের ন্যায়াধীশ কাজির কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। বৈদিক ধর্মের তথাকথিত অনুগামীদের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তখন এক আইন-অমান্য আন্দোলন করতে হয়েছিল। এই সমস্ত ব্যক্তিদের কর্ম-জড়-স্মার্ত বলে বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ তারা হচ্ছে কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান-পরায়ণ পুরোহিত। এখানে বলা হয়েছে যে, এই প্রকার মানুষেরা মোহাচ্ছন্ন (*ঋষয়োঽপি হি মুহ্যন্তি*)। এই সমস্ত কর্ম-জড়-স্মার্তদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নিম্নলিখিত নির্দেশটি পালন করতে হয়।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার করব। ভয় পেয়ো না।"

(*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬)

শ্লোক ৫৮

কর্মাণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায় তম্ ।
অমুত্রান্যেন দেহেন জুষ্টানি স যদশ্নুতে ॥ ৫৮ ॥

কর্মাণি—সকাম কর্ম; **আরভতে**—অনুষ্ঠান করতে শুরু করে; **যেন**—যার দ্বারা; **পুমান্**—জীব; **ইহ**—এই জীবনে; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **তম্**—সেই;

অমুত্র—পরবর্তী জীবনে; **অন্যেন**—অন্য; **দেহেন**—দেহের দ্বারা; **জুষ্টানি**—পরিণাম; **সঃ**—সে; **যৎ**—যা; **অশ্নুতে**—উপভোগ করে।

অনুবাদ

জীব এই জীবনে যা কিছু করে, তার ফল সে পরবর্তী জীবনে ভোগ করে।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ জানে না কিভাবে এক শরীর পরবর্তী শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই জীবনে কৃত কর্মের ফল পরবর্তী জীবনে অন্য আর একটি শরীরে ভোগ করা কি করে সম্ভব? নারদ মুনির কাছে রাজা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন। যে এই জীবনে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, পরবর্তী জীবনে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত না হওয়া তার পক্ষে কি করে সম্ভব? বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরাও এক দেহ থেকে আর এক দেহে কর্মের স্থানান্তর কি করে সম্ভব তা বুঝতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি জীবাত্মার একটা স্বতন্ত্র দেহ রয়েছে, এবং এক ব্যক্তির কর্ম বা এক শরীরের কার্যকলাপ অন্য আর একটি শরীর অথবা অন্য ব্যক্তি ভোগ করে না। প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, এক শরীরের কর্মের ফলস্বরূপ পরবর্তী শরীরে সুখ অথবা দুঃখভোগ হয় কি করে।

শ্লোক ৫৯

ইতি বেদবিদাং বাদঃ শ্রূয়তে তত্র তত্র হ ।
কর্ম যৎক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে ॥ ৫৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **বেদ-বিদাম্**—বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তির; **বাদঃ**—মতবাদ; **শ্রূয়তে**—শোনা যায়; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **যৎ**—যা; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **প্রোক্তম্**—যা বলা হয়েছে; **পরোক্ষম্**—অজ্ঞাত; **ন প্রকাশতে**—প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয় না।

অনুবাদ

বেদবিদ্‌দের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এও দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী জন্মে যে শরীরের দ্বারা কর্ম করা হয়েছে তা ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব অন্য শরীরে তার ফলভোগ করা কি করে সম্ভব?

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগের প্রমাণ চায়। তাই তারা বলে, "পূর্বকৃত কর্মের ফলে যে দুঃখ এবং সুখ ভোগ হচ্ছে,তার প্রমাণ কোথায়?" সূক্ষ্ম শরীর যে কিভাবে বর্তমান শরীরের কর্মের ফল পরবর্তী স্থূল শরীরে বহন করে নিয়ে যায়, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। বর্তমান স্থূল শরীরটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ হয় না; তা আত্মাকে পরবর্তী স্থূল শরীরে বহন করে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের উপর নির্ভরশীল। তাই সূক্ষ্ম শরীর অনুসারে পরবর্তী স্থূল শরীরে সুখ এবং দুঃখ ভোগ হয়ে থাকে। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সূক্ষ্ম দেহ আত্মাকে বহন করে নিয়ে যায়।

শ্লোক ৬০

নারদ উবাচ

যেনৈবারভতে কর্ম তেনৈবামুত্র তৎপুমান্ ।
ভুঙ্‌ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্ ॥ ৬০ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আরভতে**—শুরু হয়; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **তেন**—সেই শরীরের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **তৎ**—তা; **পুমান্**—জীব; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **হি**—কারণ; **অব্যবধানেন**—কোন রকম পরিবর্তন ব্যতীত; **লিঙ্গেন**—সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—জীব এই জীবনে স্থূল শরীরের মাধ্যমে কর্ম করে। এই স্থূল শরীর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। স্থূল শরীরের বিনাশের পরেও সূক্ষ্ম শরীর থাকে, এবং তা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। এইভাবে কোন পরিবর্তন হয় না।

তাৎপর্য

জীবের দুই প্রকার শরীর রয়েছে—সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল শরীর। প্রকৃতপক্ষে সে মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

স্থূল শরীরটি হচ্ছে সুখ-দুঃখ ভোগের যন্ত্রস্বরূপ বাহ্য আবরণ। স্থূল দেহের যখন বিনাশ হয় অর্থাৎ মৃত্যু হয়, তখন সেই স্থূল শরীরের মূল কারণ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার তখনও থাকে, এবং আর একটি স্থূল শরীর প্রদান করে। যদিও স্থূল শরীরের পরিবর্তন হয়, কিন্তু সেই স্থূল শরীরের মূল কারণ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব সর্বদা থাকে। সূক্ষ্ম শরীরের কার্যকলাপ, সেগুলি পাপই হোক বা পুণ্যই হোক—পরবর্তী স্থূল শরীরে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করার জন্য আর একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে। এইভাবে একের পর এক স্থূল দেহের পরিবর্তন হলেও সূক্ষ্ম দেহ নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে।

যেহেতু আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা অত্যন্ত জড়বাদী, এবং যেহেতু তাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে, তাই স্থূল দেহের যে কিভাবে পরিবর্তন হয় তার বিশ্লেষণ তারা করতে পারে না। জড়বাদী দার্শনিক ডারউইন স্থূল দেহের পরিবর্তন অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেহেতু তার সূক্ষ্ম শরীর এবং আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তাই সে বিবর্তনের পন্থা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। জীবের স্থূল শরীরের পরিবর্তন হলেও তার সূক্ষ্ম শরীরে সে সক্রিয় থাকে। সূক্ষ্ম শরীরের কার্যকলাপ মানুষ বুঝতে পারে না, এবং তাই এক স্থূল শরীরের কার্যকলাপ যে কিভাবে অন্য আর একটি স্থূল শরীরকে প্রভাবিত করে, তা তারা বুঝতে পারে না। সূক্ষ্ম শরীরের কার্যকলাপও পরিচালিত হয় পরমাত্মার দ্বারা, যার বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।"

যেহেতু পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদাই জীবাত্মাকে পরিচালিত করছেন, তাই জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমাত্মা তাকে বিশেষভাবে আচরণ করার কথা মনে করিয়ে দেন। তাই আপাত দৃষ্টিতে স্থূল শরীরের পরিবর্তন হলেও, জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

শ্লোক ৬১

শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা ।
কর্মাত্মন্যাহিতং ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা ॥ ৬১ ॥

শয়ানম্—শয্যায় শায়িত; **ইমম্**—এই শরীর; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করার পর; **শ্বসন্তম্**—শ্বাস গ্রহণ করে; **পুরুষঃ**—জীব; **যথা**—যেমন; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **আত্মনি**—মনে; **আহিতম্**—সম্পাদিত; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **তাদৃশেন**—সেই শরীরের দ্বারা; **ইতরেণ**—ভিন্ন শরীরের দ্বারা; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

স্বপ্নাবস্থায় জীব তার প্রকৃত শরীর ত্যাগ করে। তার মন এবং বুদ্ধির কার্যকলাপের দ্বারা সে অন্য একটি দেব-শরীরে অথবা পশু-শরীরে সক্রিয় হয়। ঠিক তেমনই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করার পর, জীব এই লোকে অথবা অন্য লোকে দেব, তির্যক আদি যোনি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সে তার পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

যদিও দুঃখ এবং সুখের মূল হচ্ছে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, তবুও তা ভোগ করার যন্ত্রস্বরূপ একটি স্থূল শরীরের প্রয়োজন হয়। স্থূল শরীরের পরিবর্তন হলেও সূক্ষ্ম শরীর সক্রিয় থাকে। জীব যদি আর একটি স্থূল শরীর প্রাপ্ত না হয়, তা হলে তাকে সূক্ষ্ম শরীরে বা ভূতপ্রেতের শরীরে থাকতে হয়। স্থূল শরীরের সহায়তা ব্যতীত সূক্ষ্ম শরীর যখন সক্রিয় হয়, তখন জীব ভূত বা প্রেতে পরিণত হয়। সেই কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, *শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং।* স্থূল শরীর শয্যায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শায়িত থাকতে পারে, এবং স্থূল শরীরের যান্ত্রিক কার্যকলাপ চলতে থাকলেও, জীব স্থূল শরীর ত্যাগ করে স্বপ্নে বিচরণ করতে পারে, এবং পুনরায় সে স্থূল শরীরে ফিরে আসে। সে যখন স্থূল শরীরে ফিরে আসে, তখন সে তার স্বপ্নের কথা ভুলে যায়। তেমনই, জীব যখন আর একটি স্থূল শরীর গ্রহণ করে, তখন সে তার পূর্ববর্তী স্থূল শরীরের কথা ভুলে যায়। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীর তার বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে, এবং সেই পরিবেশে সূক্ষ্ম শরীর সুখ উপভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে জীবের স্থূল দেহের পরিবর্তন হলেও এবং বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার স্থূল দেহে বাস করলেও, জীব তার সূক্ষ্ম দেহে থাকে। সূক্ষ্ম দেহে জীবের সমস্ত কার্যকলাপকে বলা হয় মায়িক, কারণ তা নিত্য নয়। মুক্তির অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীরের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। স্থূল দেহ থেকে মুক্ত হলেও আত্মা একটি স্থূল শরীর থেকে অন্য আর একটি স্থূল শরীরে দেহান্তরিত হয়। মন যখন কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা লাভ করে অথবা সত্ত্বগুণে উচ্চতর চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন

সে উচ্চতর স্বর্গলোকে অথবা চিৎ-জগতে বৈকুণ্ঠলোকে স্থানান্তরিত হয়। তাই গুরুপরম্পরার মাধ্যমে ভগবৎ প্রদত্ত বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা চেতনার পরিবর্তন সাধন করতে হয়। আমরা যদি এই জীবনে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার মাধ্যমে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরকে শিক্ষিত করি, তা হলে আমরা স্থূল শরীর ত্যাগ করার পর কৃষ্ণলোকে স্থানান্তরিত হব। সেই কথা ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন! যিনি আমার আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ দিব্য বলে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তিনি আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হন।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৯)

স্থূল দেহের পরিবর্তন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সূক্ষ্ম দেহের পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষের সূক্ষ্ম শরীরকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার শিক্ষা দান করছে। তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে অম্বরীষ মহারাজ, যিনি সর্বদা তাঁর মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে যুক্ত করেছিলেন। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* । তেমনই, এই জীবনে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মনকে সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত করা, যিনি মন্দিরে তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপে বিরাজমান। সর্বদা তাঁর পূজাতেও যুক্ত হওয়া কর্তব্য। আমরা যদি আমাদের বাগিন্দ্রিয় ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপের বর্ণনায়, এবং কর্ণেন্দ্রিয় তাঁর লীলা শ্রবণে যুক্ত করি, এবং কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে মনকে স্বচ্ছ রাখার জন্য বিধি-নিষেধগুলি পালন করি, তা হলে আমরা নিশ্চিতভাবে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারব। তা হলে মৃত্যুর সময় মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আর জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হবে না। জীবাত্মা উপস্থিত রয়েছে, আর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও রয়েছে। যখন মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার নির্মল হয়, তখন জীবের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এইভাবে জীব তার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপে রয়েছেন, কিন্তু জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়া সত্ত্বেও, যখন জড়সুখ ভোগের জন্য এই জড় জগতে আসার বাসনা করে, তখন সে জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপায় ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) দিয়েছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার আরাধনা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। সর্বতোভাবে আমার ভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে, তুমি অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে।"

শ্লোক ৬২

মমৈতে মনসা যদ্‌যদসাবহমিতি ব্রুবন্ ।
গৃহ্ণীয়াত্তৎপুমান্ রাদ্ধং কর্ম যেন পুনর্ভবঃ ॥ ৬২ ॥

মম—আমার; **এতে**—এই সমস্ত; **মনসা**—মনের দ্বারা; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **অসৌ**—তা; **অহম্**—আমি (হই); **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবন্**—গ্রহণ করে; **গৃহ্ণীয়াৎ**—তার সঙ্গে নিয়ে যায়; **তৎ**—তা; **পুমান্**—জীব; **রাদ্ধম্**—সিদ্ধ; **কর্ম**—কর্ম; **যেন**—যার দ্বারা; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভবঃ**—জড়-জাগতিক অস্তিত্ব।

অনুবাদ

জীব দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে "আমি এই, আমি ঐ, এটি আমার কর্তব্য, তাই আমি এটি করব"—এই প্রকার ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করে। এগুলি সবই হচ্ছে মনোধর্ম, এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ অনিত্য; তা সত্ত্বেও ভগবানের কৃপায় জীব তার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করার সুযোগ পায়। এইভাবে সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

জীব যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তার সমস্ত কার্যকলাপ সেই স্তরে সম্পন্ন হয়। সেই কথা বুঝা খুব একটা কঠিন নয়। এই জগতে আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি রাষ্ট্র অন্য সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে অতিক্রম করতে চায়, এবং প্রতিটি মানুষ তার সতীর্থকে অতিক্রম করতে চায়। সভ্যতার প্রগতির নামে এই সমস্ত কার্যকলাপ চলছে। দেহের আরামের জন্য বহু পরিকল্পনা হচ্ছে, এবং এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি স্থূল দেহের বিনাশের পর সূক্ষ্ম দেহে বহন করে নিয়ে যায়। স্থূল শরীরের বিনাশের পর জীবের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় না। যদিও এই পৃথিবীর বহু বড় বড় পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা মনে করে যে, শরীরের বিনাশ হলে সব কিছু শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সেই কথা সত্য নয়। এই শ্লোকে নারদ মুনি বলেছেন যে, মৃত্যুর পর মানুষ তার পরিকল্পনাগুলি সঙ্গে নিয়ে যায় (*গৃহ্ণীয়াৎ*), এবং সেই

সমস্ত পরিকল্পনাগুলি সম্পাদন করার জন্য সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। একে বলা হয় *পুনর্ভবঃ* । স্থূল শরীরের যখন বিনাশ হয়, তখন জীবের সেই পরিকল্পনাগুলি তার মন বহন করে নিয়ে যায়, এবং ভগবানের কৃপায় জীব তার পরবর্তী জীবনে সেই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি রূপদান করার আর একটি সুযোগ পায়। একে বলা হয় কর্মের বিধান। মন যতক্ষণ এই সকাম কর্মে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে একের পর এক শরীর ধারণ করতে হয়।

এই শরীরকে সুখী অথবা দুঃখী বানাবার জন্য যে কার্য করা হয়, তার সমষ্টি হচ্ছে কর্ম। আমরা বাস্তবিকভাবে দেখেছি যে, মৃত্যুর সময় কোন মানুষ ডাক্তারকে অনুরোধ করেছে তিনি যেন তাকে আরও চার বছর বেঁচে থাকার সুযোগ দেন, যাতে সে তার পরিকল্পনাগুলি সম্পন্ন করতে পারে। তা থেকে বোঝা যায় যে, মৃত্যুর সময় সে তার পরিকল্পনাগুলি চিন্তা করছিল। দেহের বিনাশের পর সে নিঃসন্দেহে মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা তার পরিকল্পনাগুলিকে তার সঙ্গে নিয়ে যায়। এইভাবে সে অন্তর্যামী পরমাত্মার কৃপায় আর একটি সুযোগ পায়।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

পরবর্তী জীবনে সে পরমাত্মা থেকে স্মৃতিলাভ করে এবং তার পূর্ববর্তী জীবনে যে-সমস্ত পরিকল্পনাগুলি শুরু করেছিল, সেগুলি সম্পাদন করতে শুরু করে। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* আর একটি শ্লোকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, এবং জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত যন্ত্রে আরোহী জীবের পরিভ্রমণ পরিচালনা করছেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) প্রকৃতি প্রাপ্ত যন্ত্রে অবস্থিত হয়ে এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে অন্তর্যামী পরমাত্মা কর্তৃক স্মৃতি প্রাপ্ত হয়ে, জীব তার সমস্ত পরিকল্পনাগুলি সফল রূপদানের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সংগ্রাম করছে। সে ভাবছে "আমি ব্রাহ্মণ", "আমি ক্ষত্রিয়", "আমি আমেরিকান", "আমি ভারতীয়", ইত্যাদি। এই সমস্ত উপাধিগুলি মূলত একই। একজন আমেরিকান থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া ভাল অথবা একজন নিগ্রো হওয়ার থেকে আমেরিকান হওয়া ভাল, এই মনোভাবের কোন বাস্তবিক সার্থকতা নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই সবই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন দেহাত্মবুদ্ধি।

শ্লোক ৬৩

যথানুমীয়তে চিত্তমুভয়েরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ ।
এবং প্রাগ্‌দেহজং কর্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৩ ॥

যথা—যেমন; **অনুমীয়তে**—অনুমান করা যায়; **চিত্তম্**—চেতনা বা মনোভাব; **উভয়ৈঃ**—উভয়; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **ঈহিতৈঃ**—কার্যকলাপের দ্বারা; **এবম্**—তেমনই; **প্রাক্**—পূর্ব; **দেহজম্**—দেহের দ্বারা অনুষ্ঠিত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **লক্ষ্যতে**—অনুমান করা যেতে পারে; **চিত্ত**—চেতনার; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তির দ্বারা।

অনুবাদ

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়—এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের দ্বারা জীবের চেতনা বা মনোভাব বোঝা যায়। তেমনই, মনোবৃত্তি বা চেতনার দ্বারা মানুষের পূর্ববর্তী জীবনের কার্যকলাপ অনুমান করা যায়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে "মুখ হচ্ছে মনের দর্পণ"। কেউ যদি ক্রুদ্ধ হয়, তা হলে সেই ক্রোধ তৎক্ষণাৎ তার মুখে প্রকাশ পায়। তেমনই মনের অন্যান্য অবস্থাগুলি স্থূল শরীরের কার্যকলাপে প্রতিবিম্বিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, স্থূল দেহের কার্যকলাপ মানসিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া। মনের কার্য হচ্ছে চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা। মনের ইচ্ছা শরীরের ক্রিয়ায় প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের দ্বারা আমরা মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারি। পূর্ববর্তী শরীরের কর্মের দ্বারা মানসিক অবস্থা প্রভাবিত হয়। মন যখন কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ তা কোন বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন, মনে যখন ক্রোধের উদ্রেক হয়, তখন জিহ্বা কত রকম গালিগালাজ করতে থাকে। তেমনই মনের ক্রোধ যখন হাতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন মারামারি হয়। যখন তা পায়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন পদাঘাত করা হয়। এইভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের সূক্ষ্ম কার্যকলাপের অভিব্যক্তি হয়। কৃষ্ণভক্তের মনও এইভাবে ক্রিয়া করে। তাঁর জিহ্বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, তাঁর হাত আনন্দে উপরের দিকে উঠে যায়, তাঁর পা নৃত্য করে। এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলা হয়। সাত্ত্বিক বিকার হচ্ছে সত্ত্বগুণ বা দিব্য আনন্দের প্রভাবে মানসিক অবস্থার রূপান্তর।

শ্লোক ৬৪

নানুভূতং ক্ব চানেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্ ।
কদাচিদুপলভ্যেত যদ্রূপং যাদৃগাত্মনি ॥ ৬৪ ॥

ন—কখনই না; **অনুভূতম্**—অনুভব করা হয়; **ক্ব**—যে-কোন সময়; **চ**—ও; **অনেন দেহেন**—এই দেহের দ্বারা; **অদৃষ্টম্**—কখনও দেখা যায়নি; **অশ্রুতম্**—কখনও শোনা যায়নি; **কদাচিৎ**—কখনও কখনও; **উপলভ্যেত**—অনুভব করা যেতে পারে; **যৎ**—যা; **রূপম্**—রূপ; **যাদৃক্**—যে-কোন প্রকার; **আত্মনি**—মনে।

অনুবাদ

কখনও কখনও হঠাৎ এমন কোন অনুভূতি হয়, যা বর্তমান শরীরের মাধ্যমে কখনও দেখা বা শোনা যায়নি। কখনও কখনও হঠাৎ স্বপ্নে আমরা তা দর্শন করি।

তাৎপর্য

স্বপ্নে আমরা কখনও কখনও এমন অনেক কিছু দেখি, যার অভিজ্ঞতা বর্তমান শরীরে কখনও হয়নি। কখনও কখনও স্বপ্নে আমরা দেখি যে, আমরা আকাশে উড়ছি, যদিও উড়ার কোন অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তার অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী কোন জীবনে দেবতারূপে অথবা মহাকাশচারীরূপে আমরা আকাশে বিচরণ করেছি। মনের মধ্যে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে, এবং হঠাৎ তার প্রকাশ হয়। তা জলের গভীরে বুদ্বুদের মতো, যা এক সময় জলের উপরিভাগে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও স্বপ্নে আমরা এমন কোন স্থান দর্শন করি, যা এই জীবনে কখনও আমরা দেখিনি। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী জীবনে সেই স্থানের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল। মনের স্মৃতিপটে তা সঞ্চিত থাকে এবং স্বপ্নে অথবা চিন্তায় কখনও কখনও প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, মন হচ্ছে পূর্ববর্তী জীবনের বিভিন্ন চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। এইভাবে, পূর্ববর্তী জীবন থেকে এই জীবনে এবং এই জীবন থেকে পরবর্তী জীবনে এক ধারাবাহিকতা থাকে। কখনও কখনও বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি জন্মগত কবি বা বৈজ্ঞানিক বা ভক্ত, তা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। আমরা যদি এই জীবনে মহারাজ অম্বরীষের মতো নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*), তা হলে আমরা নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর পর ভগবদ্ধামে যেতে পারব। আমাদের কৃষ্ণভক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা যদি পূর্ণ নাও হয়,

তা হলেও পরবর্তী জীবনে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন চলতে থাকবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

"ভ্রষ্ট যোগী পুণ্যাত্মাদের লোকে বহু বছর ধরে সুখভোগ করার পর, ধর্মপরায়ণ সদাচারী পরিবারে অথবা ধনী অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।"

আমরা যদি নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অনুসরণ করি, তা হলে যে পরবর্তী জীবনে আমরা কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাব, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৬৫

তেনাস্য তাদৃশং রাজঁল্লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্ ।
শ্রদ্ধৎস্বাননুভূতোঽর্থো ন মনঃ স্প্রষ্টুমর্হতি ॥ ৬৫ ॥

তেন—অতএব; **অস্য**—জীবের; **তাদৃশম্**—সেই প্রকার; **রাজন্**—হে রাজন; **লিঙ্গিনঃ**—সূক্ষ্ম মানসিক আবরণ সমন্বিত; **দেহ-সম্ভবম্**—পূর্ববর্তী শরীরে উৎপন্ন; **শ্রদ্ধৎস্ব**—তা বাস্তব বলে মনে করে; **অননুভূতঃ**—অনুভূত হয়নি; **অর্থঃ**—বস্তু; **ন**—কখনই না; **মনঃ**—মনে; **স্প্রষ্টুম্**—প্রকাশ করার জন্য; **অর্হতি**—সক্ষম।

অনুবাদ

অতএব হে রাজন্! সূক্ষ্ম মানসিক আবরণ সমন্বিত জীব তার পূর্বদেহ সম্বন্ধজনিত নানা প্রকার চিন্তা এবং অনুভূতি অনুভব করে। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, পূর্ববর্তী শরীরের অভিজ্ঞতা ব্যতীত মনের দ্বারা কোন কিছুর কল্পনা করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ (*প্রেমবিবর্ত*)

প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা। জীব যখন তাঁর অনুসরণ করতে চায়, তখন তার সেই বিকৃত অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তাকে

এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার সুযোগ দেওয়া হয়। সেটিই হচ্ছে তার অধঃপতনের শুরু। যতক্ষণ সে এই জড় পরিবেশে থাকে, ততক্ষণ মনরূপে তার একটি সূক্ষ্ম বাহন থাকে, যা হচ্ছে সব রকম জড় বাসনার ভাণ্ডার। তার এই সমস্ত বাসনাগুলি বিভিন্ন প্রকার দেহরূপে প্রকাশিত হয়। নারদ মুনি রাজাকে বলেছেন সেই কথা ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে, কারণ নারদ মুনি হচ্ছেন একজন মহাজন। অতএব আমাদের নিশ্চিতরূপে বুঝতে হবে যে, মন হচ্ছে আমাদের সমস্ত পূর্ববর্তী বাসনার ভাণ্ডার, এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাসনা অনুসারে আমরা আমাদের বর্তমান শরীর প্রাপ্ত হয়েছি। তেমনই, এই শরীরে আমরা যে বাসনা করব তা আমাদের পরবর্তী শরীরে প্রকাশিত হবে। এইভাবে মন হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার শরীরের উৎস।

মন যদি কৃষ্ণভক্তির দ্বারা পবিত্র হয়, তা হলে আমরা ভবিষ্যতে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ কৃষ্ণভক্তিময় চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হব। এই ধরনের শরীরই হচ্ছে আমাদের আদি রূপ, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে, এই জীবনেই তিনি মুক্ত। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি তাঁর কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি এই জড় জগতে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে জীবন্মুক্ত বলে মনে করতে হবে।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব* ২/১৮৭) কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সকলকে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করা, কারণ সেটিই হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক স্থিতি। যিনি সর্বদা ভগবানের সেবা করেন, বুঝতে হবে যে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি সর্বদা অনন্য ভক্তি সহকারে চিন্ময় সেবাপরায়ণ, তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন।" ভগবদ্ভক্ত তাই জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অতীত। এমন কি তিনি ব্রাহ্মণ স্তরেরও অতীত। ব্রাহ্মণ রজ ও

তম—এই দুটি নিকৃষ্ট গুণের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। মানসিক স্তরের সমস্ত বাসনা এবং মনোধর্মী জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অতীত এবং সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত।

শ্লোক ৬৬

মন এব মনুষ্যস্য পূর্বরূপাণি শংসতি ।
ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ ॥ ৬৬ ॥

মনঃ—মন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মনুষ্যস্য**—মানুষের; **পূর্ব**—পূর্ব; **রূপাণি**—রূপসমূহ; **শংসতি**—ইঙ্গিত করে; **ভবিষ্যতঃ**—যে জন্মগ্রহণ করবে; **চ**—ও; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তে**—আপনার; **তথা**—এইভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—না; **ভবিষ্যতঃ**—ভবিষ্যতে যে জন্মগ্রহণ করবে তার।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হোক! প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে এই মন জীবের বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হওয়ার কারণ। মানুষের মানসিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় সে পূর্ব জন্মে কি রকম ছিল এবং ভবিষ্যতে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে। এইভাবে মন অতীত এবং ভবিষ্যৎ শরীরসমূহ ইঙ্গিত করে।

তাৎপর্য

মন পূর্ববর্তী জীবন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত করে। কেউ যদি ভগবদ্ভক্ত হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন। তেমনই কারও যদি অপরাধ করার প্রবণতা থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তার পূর্ববর্তী জীবনে অপরাধী ছিল। এইভাবে মন থেকে বোঝা যায় ভবিষ্যৎ জীবনে কি হবে। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/১৮) বলা হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাঁরা ক্রমশ উচ্চতর লোকে উন্নীত হবেন; যারা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা এই ভূর্লোকে থাকবে; আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা নিম্নগামী হয়ে নরকে যাবে।"

কোন মানুষ যদি সত্ত্বগুণে থাকেন, তা হলে তাঁর মানসিক কার্যকলাপ তাঁকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করবে। তেমনই, কারও মনোবৃত্তি যদি নীচ হয়, তা হলে

তার ভবিষ্যৎ জীবন অত্যন্ত জঘন্য হবে। জীবের অতীত এবং ভবিষ্যৎ জীবন তার মানসিক অবস্থার দ্বারা সূচিত হয়। নারদ মুনি এখানে রাজার মঙ্গল কামনা করে আশীর্বাদ করেছেন, যাতে তিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন বাসনা অথবা পরিকল্পনা না করেন। রাজা ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভের আশায় কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন। নারদ মুনি চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর সর্বপ্রকার মনোধর্ম ত্যাগ করেন। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, স্বর্গলোকে ও নরকে সমস্ত শরীরই মনোধর্ম-প্রসূত, এবং জড়-জাগতিক জীবনের সমস্ত সুখ ও দুঃখ কেবল মানসিক স্তরের। সেগুলি সংগঠিত হয় কেবল মনোরথে। তাই বলা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"যিনি ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ হয়েছেন, দেবতাদের সমস্ত সদ্গুণগুলি তাঁর রয়েছে। কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত নয়, তার গুণগুলি কেবল জড়-জাগতিক এবং তার মূল্য অতি অল্প। তার কারণ সে মনোরথে বিচরণ করছে এবং সে নিশ্চিতভাবে জড়া প্রকৃতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হবে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভগবদ্ভক্ত না হয়, অথবা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিশ্চিতভাবে মনের স্তরে বিচরণ করবে, এবং বিভিন্ন প্রকার শরীরে কখনও ঊর্ধ্বগামী হবে এবং কখনও অধোগামী হবে। জড় বিচারে যে-সমস্ত গুণগুলিকে ভাল বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলির কোন মূল্য নেই, কারণ সেই সমস্ত তথাকথিত সদ্গুণগুলি মানুষকে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, মনোবাসনা থেকে মানুষকে মুক্ত হতে হবে। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—সমস্ত জড় বাসনা, মনোধর্মী জ্ঞান এবং সকাম কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই মানুষের পক্ষে দিব্য ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

শ্লোক ৬৭

অদৃষ্টমশ্রুতং চাত্র ক্বচিন্মনসি দৃশ্যতে ।
যথা তথানুমন্তব্যং দেশকালক্রিয়াশ্রয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

অদৃষ্টম্—যা কখনও দেখা যায়নি; **অশ্রুতম্**—যা কখনও শোনা যায়নি ; **চ**—এবং; **অত্র**—এই জীবনে; **ক্বচিৎ**—কোন সময়; **মনসি**—মনে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **যথা**—যেমন; **তথা**—সেই প্রকার; **অনুমন্তব্যম্**—বুঝতে হবে; **দেশ**—স্থান; **কাল**—সময়; **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **আশ্রয়ম্**—আশ্রিত।

অনুবাদ

কখনও স্বপ্নে আমরা এমন কিছু দর্শন করি, যা এই জীবনে কখনও দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি, কিন্তু ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সমস্ত ঘটনাগুলির অভিজ্ঞতা হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়, তা রাত্রে স্বপ্নে দর্শন হয়। কিন্তু কখনও কখনও আমরা এমন কোন স্বপ্ন কেন দেখি, যা এই জীবনে কখনও আমরা শুনিনি বা দেখিনি? এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই জীবনে সেই সমস্ত ঘটনার অভিজ্ঞতা না হলেও পূর্বজীবনে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে। স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে সেগুলির সমন্বয় হয়ে আমরা এমন আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখি, যার অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্বে কখনও হয়নি। যেমন আমরা স্বপ্নে পর্বতের চূড়ায় একটি সমুদ্র দর্শন করতে পারি, অথবা দর্শন করতে পারি যে, সমুদ্রের জল শুকিয়ে গেছে। এগুলি কেবল কাল এবং স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয়। আমরা কখনও সোনার পাহাড় দেখতে পারি, এবং তার কারণ হচ্ছে আমাদের আলাদাভাবে সোনা এবং পাহাড়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মায়ার প্রভাবে, স্বপ্নে আমরা এই বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির সমন্বয়-সাধন করি। এইভাবে আমরা স্বপ্নে সোনার পাহাড়, অথবা দিনের বেলা তারা দর্শন করতে পারি। মূল কথা হচ্ছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলির অভিজ্ঞতা হলেও, সেই সবই মনের কল্পনা। সেগুলি কেবল স্বপ্নে একত্রিত হয়েছে। সেই তত্ত্ব পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৮

সর্বে ক্রমানুরোধেন মনসীন্দ্রিয়গোচরাঃ ।
আয়ান্তি বহুশো যান্তি সর্বে সমনসো জনাঃ ॥ ৬৮ ॥

সর্বে—সমস্ত; ক্রম-অনুরোধেন—ক্রমানুসারে; **মনসি**—মনে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **গোচরাঃ**—অনুভূত; **আয়ান্তি**—আসে; **বহুশঃ**—বহু প্রকারে; **যান্তি**—চলে যায়; **সর্বে**—সমস্ত; **সমনসঃ**—মনের সঙ্গে; **জনাঃ**—জীব।

অনুবাদ

জীবের মন বিভিন্ন স্থূল শরীরে অবস্থান করে, এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা অনুসারে মন বিভিন্ন চিন্তা অঙ্কিত করে। মনে সেগুলি বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়ের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়; তাই এই সমস্ত দৃশ্যগুলি এমনভাবে প্রকট হয়, যেন মনে হয় পূর্বে কখনও সেগুলি দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি।

তাৎপর্য

কোন জীব যখন একটি কুকুরের শরীরে ছিল, তার তখনকার কার্যকলাপ একটি ভিন্ন শরীরের মনে অনুভূত হতে পারে, তাই মনে হয় যে, সেই সমস্ত কার্যকলাপ কখনও শোনা যায়নি অথবা দেখা যায়নি। দেহের বিনাশ হলেও মনের অস্তিত্ব থাকে। এই জীবনেও কখনও কখনও আমরা আমাদের শৈশবের স্বপ্ন দেখি। এই সমস্ত ঘটনাগুলি যদিও আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়, তবুও বুঝতে হবে যে, সেগুলি মনে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। তাই সেগুলি স্বপ্নে দর্শন হয়। সমস্ত জড় বাসনার ভাণ্ডার সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আত্মার দেহান্তর হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় বাসনাগুলির গমনাগমন হবে। চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছা—এই হচ্ছে মনের ধর্ম। মন যতক্ষণ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নানা প্রকার জড়সুখ ভোগের বাসনা করবে। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলি মনের মধ্যে ক্রমানুসারে অঙ্কিত হয়ে থাকে, এবং সেগুলি একের পর এক প্রকাশিত হয়; তাই জীবকে এক দেহের পর আর একটি দেহ ধারণ করতে হয়। মন জড়-সুখের পরিকল্পনা করে, এবং সেই সমস্ত বাসনা ও পরিকল্পনাগুলি উপলব্ধি করার যন্ত্র হচ্ছে স্থূল শরীর। মনের স্তরে সমস্ত বাসনার গমনাগমন হয়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা ।

শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করার জন্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, এবং তা ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা করা উচিত নয়। যদি গুরুদেবের

আদেশ অনুসারে বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হয়, তা হলে মন কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কিছু বাসনা না করার শিক্ষা ধীরে ধীরে লাভ করবে। এই প্রকার অভ্যাসই জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি।

শ্লোক ৬৯

সত্ত্বৈকনিষ্ঠে মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্তিনি ।
তমশ্চন্দ্রমসীবেদমুপরজ্যাবভাসতে ॥ ৬৯ ॥

সত্ত্ব-এক-নিষ্ঠে—পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময়; **মনসি**—মনে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সহ; **পার্শ্ব-বর্তিনি**—নিরন্তর সঙ্গলাভ করে; **তমঃ**—তমসাবৃত লোক; **চন্দ্রমসি**—চন্দ্রে; **ইব**—সদৃশ; **ইদম্**—এই জগৎ; **উপরজ্য**—সম্পর্কযুক্ত হয়ে; **অবভাসতে**—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে এমন মানসিক অবস্থা নিয়ে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করা, যাতে ভগবান যেভাবে জড় জগৎকে দর্শন করেন, ঠিক সেই ভাবে ভক্ত তা দর্শন করতে পারেন। এই প্রকার দর্শন সর্বদা সম্ভব নয়, কিন্তু তা ঠিক তমসাবৃত গ্রহ রাহুর মতো, যা কেবল পূর্ণ চন্দ্রের উপস্থিতিতেই দেখা যায়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মনের সমস্ত বাসনাগুলি একে একে গোচরীভূত হয়। কিন্তু কখনও কখনও, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে স্মৃতির সম্ভার একসাথে দর্শন হতে পারে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্।* কেউ যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হন, তখন তাঁর মানসিক বাসনার সম্ভার বা কর্মফল ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর বাসনাগুলি আর স্থূল শরীররূপে ফলপ্রসূ হয় না। পক্ষান্তরে, তাঁর বাসনার সম্ভার পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় মনের পর্দায় প্রকাশিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, চন্দ্রগ্রহণের কারণ হচ্ছে রাহু নামক একটি গ্রহ। বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্রে রাহু নামক অদৃশ্য একটি গ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। কখনও কখনও পূর্ণচন্দ্রের আলোকে রাহুর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। তা থেকে মনে হয় যে, রাহু নামক গ্রহটি চন্দ্রের কক্ষপথের নিকটে কোথাও অবস্থান

করে। আধুনিক চন্দ্রযাত্রীদের বিফলতার কারণ রাহুগ্রহ হতে পারে। অর্থাৎ, যারা চন্দ্রলোকে গিয়েছে বলে দাবি করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে এই অদৃশ্য রাহুগ্রহেই গিয়েছে। চন্দ্রলোকে যাওয়ার পরিবর্তে তারা রাহু গ্রহে গিয়েছে, এবং সেখান থেকে ফিরে এসেছে। আসল কথা হচ্ছে যে, জীবের জড়সুখ ভোগের অসংখ্য তীব্র বাসনা রয়েছে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বাসনার নিবৃত্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে একটি স্থূল শরীর থেকে অন্য আর একটি স্থূল শরীরে দেহান্তরিত হতে হবে।

কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করা পর্যন্ত, কোন জীবই জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে পারে না; তাই এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (*সত্ত্বৈক-নিষ্ঠে*) পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে, এক নিমেষে অতীত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত মানসিক বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তখন পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, তার মনে সবকিছু যুগপৎ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভিতর সমগ্র জগৎ দর্শন করার দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মা যশোদা কৃষ্ণের মুখের ভিতর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং গ্রহ-নক্ষত্রগুলি দেখতে পান। তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্ত একসঙ্গে তাঁর সমস্ত সুপ্ত বাসনাগুলি দর্শন করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ দেহান্তরের সমাপ্তি হয়। এই সুযোগটি বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তদের দেওয়া হয়, যাতে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এই জীবনে যে অভিজ্ঞতা হয়নি সেই বিষয়ে কেন আমরা দর্শন করি, তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা আমরা দর্শন করি তা হচ্ছে মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত স্থূল শরীরের ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তি। যেহেতু কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিকে আর ভবিষ্যতে স্থূল দেহ ধারণ করতে হবে না, তাই তার বাসনাগুলি স্বপ্নের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই আমরা কখনও কখনও স্বপ্নে এমন কিছু দর্শন করি, যা আমাদের বর্তমান জীবনে কখনও অনুভব করিনি।

শ্লোক ৭০

নাহং মমেতি ভাবোঽয়ং পুরুষে ব্যবধীয়তে ।
যাবদ্ বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থগুণব্যূহো হ্যনাদিমান্ ॥ ৭০ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **ভাবঃ**—চেতনা; **অয়ম্**—এই; **পুরুষে**—জীবে; **ব্যবধীয়তে**—বিচ্ছিন্ন; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **মনঃ**—

মন; **অক্ষ**—ইন্দ্রিয়; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **গুণ**—জড় গুণের; **ব্যূহঃ**—প্রকাশ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনাদি-মান্**—সূক্ষ্ম শরীর (অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান)।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, এবং জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের পরিণাম সূক্ষ্ম দেহ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অহঙ্কার এবং স্থূল দেহ বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

মাটি, জল আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ-মহাভূত দ্বারা গঠিত স্থূল শরীর ব্যতীত মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম দেহের বাসনাপূর্তি সম্ভব হয় না। যখন স্থূল শরীর প্রকাশিত হয় না, তখন জীব প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে কার্য করতে পারে না। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীবের সূক্ষ্ম-শরীরের সুখ এবং দুঃখের ফলে, মন এবং বুদ্ধির ক্রিয়া চলতে থাকে। জড় অহঙ্কার (অর্থাৎ 'আমি' এবং 'আমার' চেতনা) চলতে থাকে, কারণ এই চেতনা অনাদি কাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করার ফলে চিৎ-জগতে ফিরে যায়, তখন আর স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জীবকে বিচলিত করে না।

শ্লোক ৭১

সুপ্তিমূর্চ্ছোপতাপেষু প্রাণায়নবিঘাততঃ ।
নেহতেঽহমিতি জ্ঞানং মৃত্যুপ্রজ্বারয়োরপি ॥ ৭১ ॥

সুপ্তি—গভীর নিদ্রা; **মূর্চ্ছা**—মূর্ছা; **উপতাপেষু**—অত্যন্ত ক্লেশ; **প্রাণ-অয়ন**—প্রাণবায়ু সঞ্চারণের; **বিঘাততঃ**—প্রতিহত; **ন**—না; **ঈহতে**—চিন্তা করে; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **মৃত্যু**—মৃত্যুর সময়; **প্রজ্বারয়োঃ**—অথবা প্রবল জ্বরের সময়; **অপি**—ও।

অনুবাদ

গভীর নিদ্রা, মূর্ছা, প্রবল ক্ষতির ফলে প্রচণ্ড শোক, মৃত্যুর সময়, অথবা যখন প্রবল জ্বর হয় তখন প্রাণবায়ুর সঞ্চারণ প্রতিহত হয়। তখন জীবের দেহাত্মবুদ্ধি হারিয়ে যায়, অর্থাৎ সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে না।

তাৎপর্য

মূর্খ মানুষেরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কিন্তু যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, তখন আর আমাদের স্থূল জড় দেহের কথা মনে থাকে না, আর যখন আমরা জেগে উঠি, তখন সূক্ষ্ম শরীরের কথা আমরা ভুলে যাই। অর্থাৎ নিদ্রিত অবস্থায় আমরা স্থূল শরীরের কার্যকলাপের কথা ভুলে যাই, এবং যখন আমরা স্থূল শরীরে সক্রিয় হই, তখন আমরা আমাদের নিদ্রিত অবস্থার কথা ভুলে যাই। প্রকৃতপক্ষে নিদ্রা এবং জাগরণ উভয় অবস্থাই মায়ার সৃষ্টি। বস্তুত সুপ্ত অবস্থার কার্য অথবা তথাকথিত জাগরিত অবস্থার কার্য, উভয়ের সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই। কেউ যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে অথবা মূর্ছিত হয়, তখন সে তার স্থূল শরীরের কথা ভুলে যায়। তেমনই, ক্লোরোফর্ম অথবা অন্যান্য সংজ্ঞানাশক ওষুধের প্রভাবে জীব তার স্থূল শরীরের কথা ভুলে যায় এবং অপারেশনের সময় কোন বেদনা অনুভব করে না। তেমনই, কেউ যখন মস্ত বড় ক্ষতি হওয়ার ফলে হঠাৎ আঘাত পায়, তখন সে তার স্থূল শরীরের পরিচয় ভুলে যায়। মৃত্যুর সময় যখন দেহের তাপ ১০৭ডিগ্রিতে উঠে যায়, তখন জীব অচেতন হয়ে পড়ে এবং স্থূল শরীরের কথা বিস্মৃত হয়। তখন স্থূল শরীরের মধ্যে বিচরণশীল প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়, এবং জীব তার স্থূল শরীরের কথা ভুলে যায়। চিন্ময় শরীর সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার ফলে আমরা চিন্ময় শরীরের কার্যকলাপের কথা জানি না, এবং অজ্ঞানতাবশত একটি ভ্রান্ত স্তর থেকে আর একটি ভ্রান্ত স্তরে লাফালাফি করি। কখনও আমরা স্থূল শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে কার্য করি, এবং কখনও আবার সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে কার্য করি। যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা আমাদের চিন্ময় শরীরের স্তরে সক্রিয় হই, তা হলে আমরা স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শরীরেরই অতীত হতে পারি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমরা ক্রমশ চিন্ময় শরীরের স্তরে আচরণ করার শিক্ষা লাভ করতে পারি। সেই সম্বন্ধে *নারদপঞ্চরাত্রে* বলা হয়েছে, *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে চিন্ময় দেহ এবং চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। আমরা যখন এই প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত হই, তখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

শ্লোক ৭২

গর্ভে বাল্যেঽপ্যপৌষ্কল্যাদেকাদশবিধং তদা ।
লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যূনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো যথা ॥ ৭২ ॥

গর্ভে—গর্ভে; **বাল্যে**—বাল্যকালে; **অপি**—ও; **অপৌষ্কল্যাৎ**—অসম্পূর্ণতার ফলে; **একাদশ**—দশ ইন্দ্রিয় এবং মন; **বিধম্**—রূপে; **তদা**—সেই সময়; **লিঙ্গম্**—সূক্ষ্ম দেহ অথবা অহঙ্কার; **ন**—না; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **যূনঃ**—যুবকের; **কুহ্বাম্**—অমাবস্যার রাত্রে; **চন্দ্রমসঃ**—চন্দ্র; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

যৌবনে দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু মাতৃগর্ভে ও বাল্যাবস্থায় সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন অমাবস্যার চাঁদের মতো আবৃত থাকে।

তাৎপর্য

গর্ভাবস্থায় জীবের স্থূল দেহ, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন পূর্ণরূপে বিকশিত হয় না। সেই সময় ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি তাকে বিচলিত করে না। কোন যুবক স্বপ্নে কোন যুবতীর উপস্থিতি দর্শন করতে পারে, কারণ তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয়। কিন্তু একটি শিশু বা বালক কোন যুবতীর স্বপ্ন দেখে না। যৌবনাবস্থায় স্বপ্নেও ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়, এবং কোন যুবতী উপস্থিত না থাকলেও, ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়া করে এবং তার ফলে বীর্যস্খলন হতে পারে। সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের কার্যকলাপ নির্ভর করে সেগুলি কতখানি বিকশিত তার উপর। এই সম্পর্কে চন্দ্রের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। অমাবস্যার রাত্রে পূর্ণ আলোকিত চাঁদ উপস্থিত থাকলেও, তখনকার অবস্থার ফলে তাকে দেখা যায় না। তেমনই, জীবের ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, কিন্তু সেগুলি কেবল তখনই সক্রিয় হয়, যখন স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ বিকশিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থূল শরীরে ইন্দ্রিয়গুলি বিকশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি সূক্ষ্ম শরীরের উপর ক্রিয়া করে না। তেমনই, সূক্ষ্ম শরীরে যদি বাসনা না থাকে, তা হলে স্থূল শরীরে তা আর বিকশিত হবে না।

শ্লোক ৭৩

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৭৩ ॥

অর্থে—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবিদ্যমানে**—অনুপস্থিত; **অপি**—যদিও; **সংসৃতিঃ**—সংসার; **ন**—কখনই না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের; **অস্য**—জীবের; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **অনর্থ**—অবাঞ্ছিত বস্তুর; **আগমঃ**—আবির্ভাব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

জীব যখন স্বপ্ন দেখে, তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গের ফলে সেগুলি প্রকাশিত হয়। তেমনই, অবিকশিত ইন্দ্রিয়-সমন্বিত জীব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সংস্পর্শে না থাকলেও, সংসার থেকে তার মুক্তি হয় না।

তাৎপর্য

কখনও কখনও বলা হয় যে, শিশু যেহেতু অবোধ, তাই সে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। সূক্ষ্ম শরীরে কর্মের প্রভাব তিনটি স্তরে থাকে। সেগুলি হচ্ছে বীজ, কূটস্থ (বাসনা), এবং ফলোন্মুখ। প্রকাশিত অবস্থাকে বলা হয় প্রারব্ধ (ইতিমধ্যেই সক্রিয়)। চেতন অথবা অচেতন অবস্থায়, সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের কার্যকলাপ প্রকাশিত নাও হতে পারে, কিন্তু তা বলে সেই অবস্থাকে মুক্ত অবস্থা বলা যায় না। শিশু অবোধ হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে মুক্ত পুরুষ। তার পূর্বকৃত সমস্ত কর্ম সঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে, এবং যথাসময়ে সেগুলি প্রকাশিত হবে। সূক্ষ্ম শরীরে প্রকাশ না হলেও, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি কার্য করতে পারে। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্বপ্নদোষ, যাতে বস্তুর উপস্থিতি না থাকলেও ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়। প্রকৃতির তিনটি গুণ সূক্ষ্ম শরীরে প্রকাশিত না হতে পারে, কিন্তু তার কলুষ সঞ্চিত থাকে, এবং যথাসময়ে তা প্রকাশিত হয়। সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত না হলেও, জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় না। তাই একটি শিশু আপাতদৃষ্টিতে নির্বোধ বলে মনে হলেও, তাকে একজন মুক্ত পুরুষের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা ভুল।

শ্লোক ৭৪

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্ ।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **পঞ্চ-বিধম্**—পঞ্চ তন্মাত্র; **লিঙ্গম্**—সূক্ষ্ম শরীর; **ত্রি-বৃৎ**—তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত; **ষোড়শ**—ষোল; **বিস্তৃতম্**—বিস্তৃত; **এষঃ**—এই; **চেতনয়া**—জীবের সঙ্গে; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **জীবঃ**—বদ্ধ জীব; **ইতি**—এইভাবে; **অভিধীয়তে**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই ষোলটি জড় বিস্তার। এগুলি জীবের সঙ্গে একত্রে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের অস্তিত্ব।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ হওয়ার ফলে, আমার অংশ জীবাত্মারা মন সমেত ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।"

এই শ্লোকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীব ষোলটি জড় তত্ত্বের সংস্পর্শে আসে এবং প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। জীব এবং এই তত্ত্বসমূহের সমন্বয়কে বলা হয় *জীবভূত* বা বদ্ধ জীব, যারা এই জড় জগতে কঠোর সংগ্রাম করে। প্রথমে মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়, এবং তার ফলে জীবের বদ্ধ জীবন শুরু হয়। এইভাবে সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর এবং পঞ্চ-মহাভূত ইত্যাদির উদ্ভব হয়। শ্রীল মধ্বাচার্যের মতে, যখন চেতনা বা হৃদয়ের জীবনী শক্তি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়, তখন মন, তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সমন্বিত জীবের সূক্ষ্ম শরীর সম্ভব হয়।

শ্লোক ৭৫

অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি ।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখং চানেন বিন্দতি ॥ ৭৫ ॥

অনেন—এই পন্থার দ্বারা; **পুরুষঃ**—জীব; **দেহান্**—স্থূল শরীর; **উপাদত্তে**—প্রাপ্ত হয়; **বিমুঞ্চতি**—পরিত্যাগ করে; **হর্ষম্**—হর্ষ; **শোকম্**—শোক; **ভয়ম্**—ভয়; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সুখম্**—সুখ; **চ**—ও; **অনেন**—স্থূল শরীরের দ্বারা; **বিন্দতি**—উপভোগ করে।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা জীব স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তা ত্যাগ করে। তাকে বলা হয় আত্মার দেহান্তর। এইভাবে আত্মা বিভিন্ন প্রকার হর্ষ, শোক, ভয়, সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মূলত জীব তার শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপে ভগবানেরই মতো ছিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার দ্বারা মন কলুষিত হয়ে যাওয়ার ফলে, জীব জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় পতিত হয়েছে। তার ফলে তার জড়-জাগতিক অস্তিত্বের শুরু হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে, দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর বন্ধনযুক্ত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা স্মরণ করার চিন্ময় পন্থা কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা জীব তার চিন্ময় স্বরূপে ফিরে যেতে পারে। ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। তা হলে তুমি নিশ্চিতভাবে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমাকে এই প্রতিজ্ঞা করছি কারণ তুমি আমার অতি প্রিয় সখা।"
(*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৬৫)

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। অর্চনমার্গে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা এবং শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবিগ্রহকে নিরন্তর প্রণতি নিবেদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত নির্দেশ তাদের জন্য দেওয়া হয়েছে, যারা প্রকৃতই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনের কার্যকলাপ—চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা অধ্যয়ন করতে পারে , কিন্তু তারা এই বিষয়ে গভীরে যেতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে তাদের জ্ঞানের অভাব এবং জীবন্মুক্ত আচার্যের সঙ্গলাভের অক্ষমতা।

ভগবদ্‌গীতায় (৪/২) উল্লেখ করা হয়েছে—

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

"এই পরম বিজ্ঞান গুরুপরম্পরা ধারায় লাভ করতে হয়, এবং ঋষিসদৃশ রাজারা তা সেভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে সেই গুরুপরম্পরার ধারা ছিন্ন হয়েছিল, এবং তাই এই জ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।" তথাকথিত মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আধুনিক যুগের মানুষেরা সূক্ষ্ম শরীরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, এবং তার ফলে তারা আত্মার দেহান্তর বলতে যে কি বুঝায় তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই বিষয়ে আমাদের *ভগবদ্গীতার* (২/১৩) প্রামাণিক বিবৃতি গ্রহণ করতে হবে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"বদ্ধ জীব যেভাবে এই দেহে ক্রমশ কৌমার থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যদশা প্রাপ্ত হয়, তেমনই আত্মা মৃত্যুর পর অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয়। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত জীব এই প্রকার পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র মানব-সমাজ *ভগবদ্গীতার* এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারছে, ততক্ষণ অজ্ঞানের প্রগতি হবে, জ্ঞানের নয়।

শ্লোক ৭৬-৭৭

যথা তৃণজলূকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ ।
ন ত্যজেন্ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্দেহাভিমতিং জনঃ ॥ ৭৬ ॥
যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্মণাম্ ।
মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনম্ ॥ ৭৭ ॥

যথা—যেমন; **তৃণ-জলূকা**—শুঁয়াপোকা; **ইয়ম্**—এই; **ন অপযাতি**—যায় না; **অপযাতি**—যায়; **চ**—ও; **ন**—না; **ত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করে; **ম্রিয়মাণঃ**—মৃত্যুর সময়; **অপি**—ও; **প্রাক্**—পূর্ব; **দেহ**—শরীরে; **অভিমতিম্**—পরিচয়; **জনঃ**—ব্যক্তি; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **অন্যম্**—অন্য; **ন**—না; **বিন্দেত**—প্রাপ্ত হয়; **ব্যবধানেন**—সমাপ্তির দ্বারা; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের; **মনঃ**—মন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মনুষ্য-ইন্দ্র**—হে নরপতি; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভব**—জড় অস্তিত্বের; **ভাবনম্**—কারণ।

অনুবাদ

শুঁয়াপোকা যেমন একটি পাতা অবলম্বন করে পূর্ববর্তী পাতা পরিত্যাগ করে, তেমনই, জীব তার পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে, অন্য আর একটি শরীর অবলম্বন করে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। তার কারণ, মন হচ্ছে সর্বপ্রকার বাসনার আগার।

তাৎপর্য

জড় কার্যকলাপে মগ্ন জীব জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে। এমন কি, মৃত্যুর সময়ও সে তার শরীর এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের কথা চিন্তা করে। তার ফলে সে দেহাত্মবুদ্ধিতে এতই মগ্ন থাকে যে, মৃত্যুর সময়ও সে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করতে চায় না। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি দেহত্যাগ করার পূর্বে বহুদিন মূর্ছিত অবস্থায় থাকে। তা বিশেষভাবে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা মনে করে যে তাদের ছাড়া সারা দেশ অথবা সমাজ অচল হয়ে পড়বে। একে বলা হয় মায়া। রাজনৈতিক নেতারা তাদের পদ ছাড়তে চায় না। হয় শত্রুর গুলিতে অথবা মৃত্যুর আগমনে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। দৈবের আয়োজনে জীব আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তার বর্তমান শরীরের প্রতি আকর্ষণের ফলে, সে অন্য আর একটি শরীরে দেহান্তরিত হতে চায় না। তখন তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে প্রকৃতি তাকে বাধ্য করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে বিমূঢ় জীবাত্মা নিজেকে কর্তা বলে অভিমান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সবই সম্পাদিত হয় প্রকৃতির দ্বারা।"

(*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭)

জড়া প্রকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং জড়া প্রকৃতির গুণগুলি জীবকে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। তা বোঝা যায় যখন জীবকে উন্নততর শরীর থেকে নিকৃষ্ট শরীরে দেহান্তরিত হতে হয়। যে বর্তমান শরীরে একটি কুকুর অথবা একটি শূকরের মতো আচরণ করে, সে অবশ্যই তার পরবর্তী জীবনে একটি কুকুর অথবা শূকরের শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কোন ব্যক্তি একজন প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতির শরীর উপভোগ করতে পারে, কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে যে, তাকে একটি কুকুর অথবা শূকরের শরীর গ্রহণ করতে হবে, তখন সে তার বর্তমান শরীরটি পরিত্যাগ করতে চায় না। তাই সে মৃত্যুর পূর্বে বহুদিন

মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকে। বহু রাজনীতিবিদের মৃত্যুর সময় তা দেখা গেছে। মূল কথা হচ্ছে যে, পরবর্তী শরীরটি দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। জীব এক দেহ ত্যাগ করার পরই আর একটি দেহে প্রবেশ করে। কখনও কখনও জীব অনুভব করে যে, তার বর্তমান শরীরের মাধ্যমে তার অনেক বাসনা এবং কল্পনা পূর্ণ হয়নি। যারা তাদের শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের প্রেত শরীরে থাকতে হয় এবং তারা অন্য আর একটি স্থূল শরীর ধারণ করতে পারে না। প্রেত শরীরে তারা প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের নানা রকম উপদ্রব করে। এই প্রকার পরিস্থিতির মূল কারণ হচ্ছে মন। মন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর তৈরি হয়, এবং জীবকে তা ধারণ করতে বাধ্য করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"শরীর ছাড়ার সময় মানুষ যে অবস্থা স্মরণ করে, নিঃসন্দেহে সে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে।" মানুষ তার শরীর এবং র দ্বারা কুকুরের মতো আচরণ করতে পারে অথবা দেবতার মতো আচরণ করতে পারে, এবং সেই অনুসারে সে তার পরবর্তী জীবন প্রাপ্ত হবে। তার বিশ্লেষণ *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২২) করা হয়েছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

"জড়া প্রকৃতিতে জীব প্রকৃতির তিনটি গুণ ভোগ করে। গুণের এই সঙ্গ প্রভাবে সে উত্তম অথবা অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।" জীব গুণের সঙ্গ অনুসারে উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট শরীরে দেহান্তরিত হয়। সে যদি তমোগুণের সঙ্গ করে, তা হলে সে পশু অথবা নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে যদি সত্ত্বগুণ অথবা রজোগুণের সঙ্গ করে, তা হলে সেই অনুসারে সে দেহ প্রাপ্ত হয়। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১৪/১৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তারা ক্রমশ উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়; যারা রজোগুণে রয়েছে, তারা ভূর্লোকে অবস্থান করে; আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা নরকে যায়।"

সঙ্গের মূল কারণ হচ্ছে মন। এই মহান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, কারণ তা মানুষকে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার শিক্ষা দান করছে। এইভাবে, জীবনের অন্তে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে পারবে। একে বলা হয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট, অর্থাৎ গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) সেই কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায় এবং কেউ যখন এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পূর্ণরূপে ভগবৎ-চেতনা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।" মন যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়, তখন গোলোক বৃন্দাবন নামক লোকে প্রবেশ করা যায়। ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে জানার পন্থা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানার পর, কৃষ্ণলোকে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গ করার যোগ্যতা লাভ হয়। এই প্রকার অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার কারণও হচ্ছে মন। মনের দ্বারা কেউ কুকুর অথবা শূকরের শরীর প্রাপ্ত হতে পারে, আবার ভগবানের নিত্য পার্ষদের শরীর লাভ করতে পারে। তাই মনকে সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন রাখাই হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

শ্লোক ৭৮

যদাক্ষৈশ্চরিতান্ ধ্যায়ন্ কর্মাণ্যাচিনুতেঽসকৃৎ ।
সতি কর্মণ্যবিদ্যায়াং বন্ধঃ কর্মণ্যনাত্মনঃ ॥ ৭৮ ॥

যদা—যখন; **অক্ষৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **চরিতান্**—সুখভোগ; **ধ্যায়ন্**—চিন্তা করে; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **আচিনুতে**—অনুষ্ঠান করে; **অসকৃৎ**—সর্বদা; **সতি কর্মণি**—যখন জড়-জাগতিক কার্যকলাপ হতে থাকে; **অবিদ্যায়াম্**—মোহবশত; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **কর্মণি**—কর্মে; **অনাত্মনঃ**—জড় দেহের।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই, ততক্ষণ আমরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সৃষ্টি করি। জীব যখন জড় ক্ষেত্রে কর্ম করে, তখন সে ইন্দ্রিয়সুখ

উপভোগ করতে চায়, এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার সময় সে জড় কর্মের শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এইভাবে জীব জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সূক্ষ্ম শরীরে থাকার সময়, আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অনেক প্রকার পরিকল্পনা করি। এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি সকাম কর্মের বীজ রূপে পর্দায় অঙ্কিত হয়ে থাকে। বদ্ধ জীবনে জীব একের পর এক শরীর সৃষ্টি করে, এবং তাকে বলা হয় কর্মবন্ধন। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—আমরা যদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কেবল কর্ম করি, তা হলে আমাদের আর জড়-জাগতিক কার্যকলাপের জন্য কর্মবন্ধন সৃষ্টি হবে না, কিন্তু আমরা যদি তা না করি, তা হলে আমরা একের পর এক কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ব। এই অবস্থায় অনুমান করতে হবে যে, চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার দ্বারা আমরা আমাদের পরবর্তী জড় দেহের সৃষ্টি করছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*অনাদি করমফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে* । পূর্বকৃত কর্মের ফলে জীব ভবসমুদ্রে পতিত হয়ে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হওয়ার পরিবর্তে, কেবল দেহধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জড়-জাগতিক কার্যকলাপ করে, বাকি সময় ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই মানুষের কর্তব্য। এইভাবে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৭৯

অতস্তদপবাদার্থং ভজ সর্বাত্মনা হরিম্ ।
পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ ॥ ৭৯ ॥

অতঃ—অতএব; **তৎ**—তা; **অপবাদ-অর্থম্**—প্রতিকারের জন্য; **ভজ**—ভগবানের সেবায় যুক্ত হও; **সর্ব-আত্মনা**—তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **তৎ**—ভগবানের; **আত্মকম্**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **স্থিতি**—পালন; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অপ্যয়াঃ**—এবং বিনাশ; **যতঃ**—যাঁর থেকে।

অনুবাদ

সর্বদা মনে রাখুন যে, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা সংঘঠিত হয়। তার ফলে এই জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবানের

নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

বদ্ধ অবস্থায় আত্ম-উপলব্ধি অথবা নিজেকে ব্রহ্ম বা আত্মা বলে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আমরা যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করি, তা হলে ভগবান ধীরে ধীরে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত ধীরে ধীরে তাঁর চিন্ময় স্থিতি উপলব্ধি করতে পারবেন। রাত্রের অন্ধকারে কোন কিছুই দেখা যায় না, এমন কি আমরা নিজেদেরও দেখতে পারি না; কিন্তু যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন আমরা সেই আলোকে কেবল সূর্যকেই দর্শন করতে পারি, তাই নয়, অধিকন্তু এই জগতের সব কিছু দর্শন করতে পারি। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে (৭/১) সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

"হে পার্থ! এখন শোন, কিভাবে পূর্ণরূপে আমার ভাবনায় মগ্ন হয়ে যোগ অভ্যাস করার ফলে, তোমার মনকে আমার প্রতি আসক্ত করে নিঃসংশয়ে তুমি পূর্ণরূপে আমাকে জানতে পারবে।"

আমরা যখন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হই, তখন আমরা কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই নয়, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু সম্বন্ধে জানতে পারি। অর্থাৎ, কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে আমরা কেবল কৃষ্ণ এবং এই জগৎ সম্বন্ধেই জানতে পারি না, অধিকন্তু আমরা আমাদের স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারি। কৃষ্ণভাবনায় আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, ভগবান সারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তা পালন করছেন এবং তাঁরই দ্বারা তা সংহার হবে। আমরাও ভগবানের বিভিন্ন অংশ। সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন হওয়া।

শ্লোক ৮০

মৈত্রেয় উবাচ

ভাগবতমুখ্যো ভগবান্নারদো হংসয়োর্গতিম্ ।
প্রদর্শ্য হ্যমুমামন্ত্র্য সিদ্ধলোকং ততোঽগমৎ ॥ ৮০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ভাগবত**—ভক্তদের; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **হংসয়োঃ**—জীব এবং ভগবানের; **গতিম্**—স্বরূপ; **প্রদর্শ্য**—প্রদর্শন করে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অমুম্**—তাঁকে (রাজাকে); **আমন্ত্র্য**—আমন্ত্রণ করে; **সিদ্ধ-লোকম্**—সিদ্ধলোকে; **ততঃ**—তারপর; **অগমৎ**—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, মহাভাগবত ভগবান নারদ এইভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হির কাছে জীব এবং ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, রাজাকে আমন্ত্রণ করে সিদ্ধলোকে গমন করলেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধলোক এবং ব্রহ্মলোক উভয়ই এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। ব্রহ্মলোক হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক। সিদ্ধলোক হচ্ছে ব্রহ্মলোকের একটি উপগ্রহ। সিদ্ধ-লোকের অধিবাসীদের সব রকম যোগসিদ্ধি রয়েছে। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, নারদ মুনি হচ্ছেন সিদ্ধলোকের অধিবাসী, যদিও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করেন। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা সকলেই তাঁদের যোগসিদ্ধির প্রভাবে এক লোক থেকে অন্য লোকে বিচরণ করতে পারেন। মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে উপদেশ প্রদান করার পর, নারদ মুনি তাঁকেও সিদ্ধলোকে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৮১

প্রাচীনবর্হী রাজর্ষিঃ প্রজাসর্গাভিরক্ষণে ।
আদিশ্য পুত্রানগমত্তপসে কপিলাশ্রমম্ ॥ ৮১ ॥

প্রাচীনবর্হিঃ—রাজা প্রাচীনবর্হি; **রাজ-ঋষিঃ**—ঋষিসদৃশ রাজা; **প্রজা-সর্গ**—প্রজাসমূহ; **অভিরক্ষণে**—রক্ষা করার জন্য; **আদিশ্য**—আদেশ দিয়ে; **পুত্রান্**—তাঁর পুত্রদের; **অগমৎ**—প্রস্থান করেছিলেন; **তপসে**—তপস্যা করার জন্য; **কপিল-আশ্রমম্**—কপিলাশ্রম নামক পুণ্য তীর্থে।

অনুবাদ

তাঁর মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে রাজর্ষি প্রাচীনবর্হি তাঁর পুত্রদের জন্য নাগরিকদের রক্ষা করার আদেশ রেখে, গৃহত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য কপিলাশ্রম তীর্থে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রজাসর্গ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজা প্রাচীনবর্হি যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করার জন্য নারদ মুনি কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর পুত্ররা জলে তাঁদের তপস্যা সমাপন করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেননি। কিন্তু, তিনি তাঁর পুত্রদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা না করেই, মন্ত্রীদের কাছে তাঁদের প্রজা রক্ষা করার আদেশ দিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। বীররাঘব আচার্যের মত অনুসারে, এই প্রকার রক্ষার অর্থ হচ্ছে নাগরিকদের চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম অনুসারে বিভক্ত করে জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করা। রাজাদের কর্তব্য ছিল প্রজারা চতুর্বর্ণ (যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (যথা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) বিধি অনুসরণ করছে কি না তা দেখা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে প্রজাদের সংগঠিত না করে রাজ্যশাসন করা অত্যন্ত কঠিন। কেবল বিধানসভায় প্রতি বছর কতকগুলি আইন তৈরি করে রাজ্যে প্রজাদের শাসন করা এবং তাদের উন্নতিসাধন করা কখনই সম্ভব নয়। সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অপরিহার্য। এক শ্রেণীর মানুষের (ব্রাহ্মণ) বুদ্ধিমান এবং ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া অবশ্য কর্তব্য, অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষকে ক্ষত্রিয়োচিত প্রশাসনিক কার্যে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, আর এক শ্রেণী হচ্ছে বৈশ্য-সম্প্রদায় এবং অন্য আর একটি শ্রেণী হচ্ছে শূদ্র বা শ্রমিক। প্রকৃতির নিয়মে এই চার শ্রেণীর মানুষ মানব-সমাজে রয়েছে, কিন্তু সরকারের কর্তব্য হচ্ছে এই চারটি শ্রেণী তাদের বর্ণের ধর্ম সুসংবদ্ধভাবে পালন করছে কি না তা দেখা। তাকে বলা হয় *অভিরক্ষণ।*

নারদ মুনির উপদেশের প্রভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হি যখন তাঁর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন, তখন যে তিনি তাঁর পুত্রদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করার অপেক্ষা না করে গৃহত্যাগ করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পুত্ররা গৃহে ফিরে এলে তাঁর অনেক কিছু করণীয় ছিল, কিন্তু তিনি কেবল তাঁদের জন্য একটি আদেশ রেখে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর প্রধান কর্তব্য যে কি তা তিনি জানতেন। তিনি কেবল তাঁর পুত্রদের জন্য কতকগুলি উপদেশ রেখে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন। এটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা।

শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, কপিলাশ্রম বঙ্গোপসাগর এবং গঙ্গার সংযোগ-স্থলে অবস্থিত, যা এখন গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। সেই স্থানটি এখনও এক মহা পবিত্র তীর্থরূপে বিখ্যাত, এবং প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে সেখানে স্নান করার জন্য লক্ষ-লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এই স্থানটিকে বলা হয় কপিলাশ্রম, কারণ কপিল মুনি এখানে তপস্যা করেছিলেন। কপিলদেব হচ্ছেন সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্তক।

শ্লোক ৮২

তত্রৈকাগ্রমনা ধীরো গোবিন্দচরণাম্বুজম্ ।
বিমুক্তসঙ্গোঽনুভজন্ ভক্ত্যা তৎসাম্যতামগাৎ ॥ ৮২ ॥

তত্র—সেখানে; **এক-অগ্র-মনাঃ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **ধীরঃ**—ধীর; **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **চরণ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্মে; **বিমুক্ত**—মুক্ত হয়ে; **সঙ্গঃ**—জড় সঙ্গ; **অনুভজন্**—ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর যুক্ত হয়ে; **ভক্ত্যা**—শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা; **তৎ**—ভগবানের সঙ্গে; **সাম্যতাম্**—গুণগতভাবে সমান; **অগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

কপিলাশ্রমে তপস্যা করে রাজা প্রাচীনবর্হি সমস্ত জড় উপাধি থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে, ভগবৎ-সারূপ্য লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

তৎসাম্যতাম্ অগাৎ পদটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রাজা ভগবৎ-সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তা থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান একজন সবিশেষ পুরুষ। তাঁর নির্বিশেষ রূপ হচ্ছে তাঁর দিব্য দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। জীব যখন আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনিও সেই প্রকার দেহ প্রাপ্ত হন, যাকে বলা হয় *সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ* । এই চিন্ময় দেহ কখনও জড় তত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত হয় না। বদ্ধ অবস্থায় জীব যদিও জড় উপাদানগুলির (মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) দ্বারা পরিবৃত থাকে, তবুও সে সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র থাকে। অর্থাৎ, জীব যদি ইচ্ছা করে তা হলে সে যে-কোন মুহূর্তে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে। জড় পরিবেশকে বলা হয় মায়া। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৪)

জীব যখনই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখনই সে সমস্ত জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হয় (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। জড় জগতে জীব *জীবভূত* স্তরে রয়েছে, কিন্তু সে যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে, তখন সে *ব্রহ্মভূত* স্তরে উন্নীত হয়। *ব্রহ্মভূত* স্তরে জীব জড় বন্ধন থেকে মুক্ত, এবং সে তখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। এই শ্লোকে *ধীর* শব্দটি কখনও কখনও *বীর* রূপে পাঠ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি শব্দের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। যিনি মায়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তিনি *বীর,* এবং যিনি তাঁর প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন *ধীর* । *ধীর* অথবা *বীর* না হলে, কেউই মুক্তিলাভ করতে পারে না।

শ্লোক ৮৩

এতদধ্যাত্মপারোক্ষ্যং গীতং দেবর্ষিণানঘ ।
যঃ শ্রাবয়েদ্ যঃ শৃনুয়াৎ স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

এতৎ—এই; **অধ্যাত্ম**—আধ্যাত্মিক; **পারোক্ষ্যম্**—প্রামাণিক বর্ণনা; **গীতম্**—বর্ণিত; **দেব-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর; **যঃ**—যিনি; **শ্রাবয়েৎ**—বর্ণনা করেন; **যঃ**—যিনি; **শৃনুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **সঃ**—তিনি; **লিঙ্গেন**—দেহাত্মবুদ্ধি থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

হে বিদুর! জীবের আধ্যাত্মিক স্থিতি সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদ বর্ণিত এই আখ্যান যিনি শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ হচ্ছে আত্মার স্বপ্ন। প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতের সমস্ত অস্তিত্ব হচ্ছে মহাবিষ্ণুর স্বপ্ন, যে-কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে—

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ॥

এই জড় জগৎ মহাবিষ্ণুর স্বপ্ন থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বাস্তব জগৎ হচ্ছে চিৎ-জগৎ, কিন্তু জীবাত্মা যখন পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণ করতে চায়, তখন তাকে জড় সৃষ্টির স্বপ্নলোকে স্থাপন করা হয়। জড়া প্রকৃতির গুণের সংস্পর্শে থাকার পর, জীবের সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের উৎপত্তি হয়। জীব যখন সৌভাগ্যক্রমে শ্রীনারদ মহামুনি বা তাঁর সেবকদের সঙ্গ লাভ করে, তখন সে জড় জগতের স্বপ্নলোক এবং দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৮৪

এতন্মুকুন্দযশসা ভুবনং পুনানং
দেবর্ষিবর্যমুখনিঃসৃতমাত্মশৌচম্ ।
যঃ কীর্ত্যমানমধিগচ্ছতি পারমেষ্ঠ্যং
নাস্মিন্ ভবে ভ্রমতি মুক্তসমস্তবন্ধঃ ॥ ৮৪ ॥

এতৎ—এই উপাখ্যান; **মুকুন্দ-যশসা**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশে; **ভুবনম্**—এই জড় জগৎ; **পুনানম্**—পবিত্রকারী; **দেব-ঋষি**—দেবর্ষিদের; **বর্য**—মুখ্য; **মুখ**—মুখ থেকে; **নিঃসৃতম্**—নিঃসৃত; **আত্ম-শৌচম্**—হৃদয় পবিত্রকারী; **যঃ**—যিনি; **কীর্ত্যমানম্**—কীর্তিত হয়; **অধিগচ্ছতি**—ফিরে যান; **পারমেষ্ঠ্যম্**—চিৎ-জগতে; **ন**—কখনই না; **অস্মিন্**—এই; **ভবে**—জড় জগতে; **ভ্রমতি**—ভ্রমণ করে; **মুক্ত**—মুক্ত; **সমস্ত**—সমস্ত; **বন্ধঃ**—বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত এই উপাখ্যান ভগবান মুকুন্দের যশে পরিপূর্ণ। তাই এই উপাখ্যান যখন বর্ণিত হয়, তখন তা নিশ্চিতভাবে এই জড় জগৎকে পবিত্র করে। তা জীবের হৃদয় পবিত্র করে এবং তাকে তার চিন্ময় স্বরূপ লাভ করতে সাহায্য করে। যিনি এই দিব্য আখ্যান বর্ণনা করেন, তিনি সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং তাঁকে আর এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে হয় না।

তাৎপর্য

ঊনআশী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে সময় নষ্ট না করে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের অতি উজ্জ্বল বর্ণনা অত্যন্ত

বিজ্ঞানসম্মত, এবং যেহেতু তা দেবর্ষি নারদ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে, তাই তা সর্বতোভাবে প্রামাণিক। এই আখ্যান ভগবানের মহিমায় পূর্ণ হওয়ার ফলে, তা মনের শুদ্ধির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—*চেতোদর্পণ-মার্জনম্।* আমরা যতই শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করি, ততই আমরা পবিত্র হই। তার অর্থ হচ্ছে যে, তখন আর আমাদের মোহ-সৃষ্টিকারী স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হবে না, পক্ষান্তরে আমরা আমাদের চিন্ময় স্বরূপ লাভ করব। যিনি এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তিনি এই অজ্ঞানের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করেন। এই সূত্রে *পারমেষ্ঠ্যম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেই লোকে ব্রহ্মা বাস করেন, সেই ব্রহ্মলোককেও *পারমেষ্ঠ্যম্* বলা হয়। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা সর্বদা এই প্রকার আখ্যানের আলোচনা করেন, যাতে তাঁরা জড় জগতের বিনাশের পর, চিৎ-জগতে ফিরে যেতে পারেন। যাঁরা চিৎ-জগতে ফিরে যান, তাঁদের এই সংসারে উপর্যধ বিচরণ করতে হয় না। কখনও কখনও চিন্ময় কার্যকলাপকেও *পারমেষ্ঠ্যম্* বলা হয়।

শ্লোক ৮৫

অধ্যাত্মপারোক্ষ্যমিদং ময়াধিগতমদ্ভুতম্ ।
এবং স্ত্রিয়াশ্রমঃ পুংসশ্ছিন্নোঽমুত্র চ সংশয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

অধ্যাত্ম—আধ্যাত্মিক; **পারোক্ষ্যম্**—মহাজনের দ্বারা বর্ণিত; **ইদম্**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অধিগতম্**—শুনেছি; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **এবম্**—এইভাবে; **স্ত্রিয়া**—স্ত্রীর সঙ্গে; **আশ্রমঃ**—আশ্রয়; **পুংসঃ**—জীবের; **ছিন্নঃ**—সমাপ্ত; **অমুত্র**—পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে; **চ**—ও; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ মহারাজ পুরঞ্জনের এই প্রামাণিক রূপকটি আমি আমার গুরুদেবের কাছে শ্রবণ করেছি। কেউ যদি এই রূপকের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তিনি অবশ্যই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হবেন এবং পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত হতে পারবেন। কেউ যদি আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে অজ্ঞও হন, তবুও তিনি এই আখ্যানটি অধ্যয়ন করার ফলে তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্ত্রিয়া,* অর্থাৎ 'স্ত্রীসহ' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্ত্রী-পুরুষের সহবাস হচ্ছে সংসার বন্ধনের মূল। এই জড় জগতে পুরুষ এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। সমস্ত যোনিতেই এই আকর্ষণ জড় অস্তিত্বের মূল কারণ। এই আকর্ষণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে, কিন্তু মানব-সমাজে তা নিয়ন্ত্রিতরূপে রয়েছে। জড় অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে স্ত্রী এবং পুরুষ রূপে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। কিন্তু, কেউ যখন পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জীবন হৃদয়ঙ্গম করেন, তখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। এই আকর্ষণের ফলে, জড় জগতের প্রতি প্রবল আসক্তি হয়। এটি হৃদয়ের ভিতর একটি অত্যন্ত দৃঢ় গ্রন্থি।

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্ত-
জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৮)

এই জড় জগতে সকলেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত হয়ে এসেছে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনের এই অত্যন্ত সুদৃঢ় গ্রন্থিটি হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। এই আকর্ষণের ফলে জীব গৃহ, ক্ষেত্র, সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধব, ধনসম্পদ ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। এইভাবে সে 'আমি' এবং 'আমার' এই দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ যখন মহারাজ পুরঞ্জনের আখ্যানটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং বুঝতে পারেন কিভাবে যৌন আকর্ষণের ফলে পুরঞ্জন তাঁর পরবর্তী জীবনে স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি দেহান্তরের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

বিশেষ টিপ্পনী—মধ্ব সম্প্রদায়ের শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থের মত অনুসারে, পরবর্তী শ্লোক দুটি এই অধ্যায়ের পঁয়তাল্লিশ শ্লোকের পরে আসে এবং অন্য দুটি শ্লোক ঊনআশী শ্লোকের পর আসে।

শ্লোক ১ক-২ক

সর্বেষামেব জন্তূনাং সততং দেহপোষণে ।
অস্তি প্রজ্ঞা সমায়ত্তা কো বিশেষস্তদা নৃণাম্ ॥
লব্ধ্বেহান্তে মনুষ্যত্বং হিত্বা দেহাদ্যসদ্গ্রহম্ ।
আত্মসৃত্যা বিহায়েদং জীবাত্মা স বিশিষ্যতে ॥

সর্বেষাম্—সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **জন্তুনাম্**—পশুদের; **সততম্**—সর্বদা; **দেহ-পোষণে**—দেহ প্রতিপালনের জন্য; **অস্তি**—রয়েছে; **প্রজ্ঞা**—বুদ্ধি; **সমায়ত্তা**—আধারিত; **কঃ**—কি; **বিশেষঃ**—পার্থক্য; **তদা**—তা হলে; **নৃণাম**—মানুষদের; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **ইহ**—এখানে; **অন্তে**—বহু জন্মের পর; **মনুষ্যত্বম্**—মনুষ্য-জীবন; **হিত্বা**—ত্যাগ করার পর; **দেহ-আদি**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরে; **অসৎ-গ্রহম্**—জীবনের ভ্রান্ত ধারণা; **আত্ম**—আধ্যাত্মিক জ্ঞানের; **সৃত্যা**—পন্থার দ্বারা; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **ইদম্**—এই; **জীব-আত্মা**—জীবাত্মা; **সঃ**—সেই; **বিশিষ্যতে**—প্রাধান্য লাভ করে।

অনুবাদ

শরীর, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের প্রতিপালনের চেষ্টা পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। এই সমস্ত ব্যাপার সামলানোর বুদ্ধি পশুদের মধ্যেও পূর্ণরূপে রয়েছে। মানুষ যদি কেবল এই সমস্ত বিষয়ে উন্নত হয়, তা হলে তার সঙ্গে একটি পশুর পার্থক্য কোথায়? ক্রমবিবর্তনের পন্থায় বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর যে এই মনুষ্য-জীবন লাভ হয়েছে, তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যে বুদ্ধিমান মানুষ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করেছেন, তিনি চিন্ময় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে, ভগবানেরই মতো চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, মানুষ হচ্ছে একটি বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন পশু, কিন্তু এই শ্লোক থেকে আমরা এও বুঝতে পারি যে, পশু-জীবনেও বিচারবুদ্ধি রয়েছে। বিচারবুদ্ধি না থাকলে, একটি পশু তার দেহধারণের জন্য এত কঠোর পরিশ্রম করে কেন? পশুদের বিচারবুদ্ধি নেই বলে মনে করাটি ভুল। তবে তাদের বিচারবুদ্ধি ততটা উন্নত নয়। কোন মতেই আমরা তাদের বিচারশক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না। মূল কথা হচ্ছে যে, মানুষের কর্তব্য ভগবানকে জানার জন্য তার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা, কারণ সেটিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা।

শ্লোক ১খ

ভক্তিঃ কৃষ্ণে দয়া জীবেষ্বকুণ্ঠজ্ঞানমাত্মনি ।
যদি স্যাদাত্মনো ভূয়াদপবর্গস্তু সংসৃতেঃ ॥

ভক্তিঃ—ভগবদ্ভক্তি; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **দয়া**—দয়া; **জীবেষু**—অন্য জীবদের প্রতি; **অকুণ্ঠ-জ্ঞানম্**—পূর্ণ জ্ঞান; **আত্মনি**—আত্মার; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—হয়; **আত্মনঃ**—

আত্মার; **ভূয়াৎ**—অবশ্যই হবে; **অপবর্গঃ**—মুক্তি; **তু**—তা হলে; **সংসৃতেঃ**—জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

জীবের যদি কৃষ্ণে ভক্তি, জীবে দয়া এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *দয়া জীবেষু* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে 'অন্যান্য জীবদের প্রতি দয়া', এবং তা ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই অন্যান্য জীবদের প্রতি দয়াপরায়ণ হতে হবে। অর্থাৎ কৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে সেই জ্ঞান অন্যদের প্রদান করতে হবে। এই প্রচারই জীবে প্রকৃত দয়া। অন্যান্য প্রকার লোকহিতকর কার্য সাময়িকভাবে দেহের জন্য লাভপ্রদ হতে পারে, কিন্তু জীব যেহেতু তার স্বরূপে চিন্ময় আত্মা, তাই তাদের প্রতি প্রকৃত দয়া তখনই প্রদর্শন করা যায়, যখন তাদের সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। এই সত্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত এবং সেই জ্ঞান জনসাধারণের কাছে প্রচার করা উচিত। কেউ যখন উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস কিন্তু সেটি প্রচার করেন না, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর সেই উপলব্ধি অপূর্ণ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব? প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব*—"দুষ্ট মন, তুমি কি রকম বৈষ্ণব? কেবল প্রতিষ্ঠা আর নামযশের আশায় তুমি নির্জন স্থানে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছ।" যারা প্রচার করে না তাদের এইভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। বৃন্দাবনে অনেক বৈষ্ণব রয়েছে যারা প্রচার করতে চায় না; তারা প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করে। কিন্তু তাদের নির্জন স্থানে তথাকথিত ভজনের ফল হচ্ছে নিদ্রা এবং কামিনী-কাঞ্চনের চিন্তা। তেমনই, যিনি কেবল মন্দিরে পূজা করেন কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন না অথবা ভক্তদের চিনতে পারেন না, তাকে বলা হয় কনিষ্ঠ-অধিকারী—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৪৭)

শ্লোক ২৮

অদৃষ্টং দৃষ্টবন্নষ্ক্ষেদ্ভূতং স্বপ্নবদন্যথা ।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ সুপ্তং সর্বরহোরহঃ ॥

অদৃষ্টম্—ভবিষ্যৎ সুখ; **দৃষ্ট-বৎ**—প্রত্যক্ষ অনুভূতির মতো; **নষ্ক্ষেৎ**—বিনাশ হয়; **ভূতম্**—জড় অস্তিত্ব; **স্বপ্নবৎ**—স্বপ্নের মতো; **অন্যথা**—অন্যথায়; **ভূতম্**—যা অতীতে ঘটেছে; **ভবৎ**—বর্তমান; **ভবিষ্যৎ**—ভবিষ্যৎ; **চ**—ও; **সুপ্তম্**—স্বপ্ন; **সর্ব**—সকলের; **রহঃ-রহঃ**—গূঢ় সিদ্ধান্ত।

অনুবাদ

কালের অন্তর্গত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হয় তা সবই স্বপ্নবৎ। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের গূঢ় সিদ্ধান্ত।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে সারা সংসার একটি স্বপ্নের মতো। তাই অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যারা কর্মকাণ্ড-বিচারের প্রতি আসক্ত, অর্থাৎ 'সকাম কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ সুখের জন্য কার্য করে' তারাও স্বপ্ন দেখছে। তেমনই অতীতের সুখ এবং বর্তমানের সুখও কেবল স্বপ্নবৎ। প্রকৃত বাস্তব হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা, যা আমাদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—"যারা আমার শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'নারদ ও রাজা প্রাচীনবর্হির কথোপকথন' নামক ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।